



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
December 2016

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আগামী ২১ জন্মের জন্য সমগ্র বিশ্বেরই মালিক হতে চলেছো -
যেহেতু এখন তোমাদের উপর বৃহস্পতির অবিনাশী দশা চলছে।"

প্রশ্ন :- প্রকৃত সেবাধারী বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কি এমন কথা সর্বদাই স্মরণে থাকে ?

উত্তর :- ধন দানে তা কখনও কমে না....., বরঞ্চ তা আরও বাড়তেই থাকে। আর এই প্রক্রিয়া যেন ক্রমাগতই চলতেই থাকে। তার বুদ্ধিতে কেবল এটাই যেন থাকে যে, সে তার নিজেরই কল্যাণ করছে। বাবাও তা সাক্ষী-স্বরূপে দেখতে থাকেন কে কে তার নিজের জীবন সেই উন্নত-ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং কে কিরূপে কতটা সফল হচ্ছে। অবশ্য এর জন্য জ্ঞানের স্পষ্ট ধারণাও যথেষ্ট থাকা দরকার। আর সামান্য ছোট-খাটো বিষয়ে কখনও তার বিষম্ব হওয়া উচিত নয়।

গীত :- তুমিই আমাদের মাতা এবং পিতাও তুমি।

ওঁ শান্তি! সুপ্রভাত বাচ্চারা! আজ তো গুরুবার। তোমাদের জন্য এটা বৃহস্পতি ডে বা বৃহস্পতিবার--যা অতীব উত্তম। সপ্তাহের সবচেয়ে উত্তম দিন এটা। বৃহস্পতি নামেতেই তাকে স্মরণে আসে। আর বৃহস্পতির দশা তাঁরই মাধ্যমে আসে। এই বৃহস্পতি বাবাই আবার আমাদেরকে সেই বেহদের অপার সুখের বর্ষা দিচ্ছেন। এর সাথে তিনি বেহদের সন্ধ্যাসও করচ্ছেন। নিবৃত্তি-মার্গে তো কেবল হদেরই (জাগতিক) সন্ধ্যাস হয়ে থাকে। অবশ্য সন্ধ্যাস তো সবাইকেই করতে হয়। বাবা তাই বলেন, যতই দিন যাবে তত বেশী করে তা শোনা যাবে। উনিই পতিত-পাবন বাবা, যিনি আবার দিশারী ও মুক্তিদাতাও, উনি স্বয়ং তা বলছেন- "আমি এসেছি তোমাদের সবাইকে মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।" ভক্তিমাৰ্গে যে পুরুষার্থ করা হয়, তা তো মুক্তির লক্ষ্যেই। ভক্তিতেই তো কত অনেক সময় অতিবাহিত করতে হয়। এত ভক্তির পর অবশেষে ভক্তির ফল পাওয়া যায়। এই ব্যাপারটা বাচ্চারা তোমরা ছাড়া অন্যেরা কেউ তা বুঝতে পারবে না। তোমরা তা জানতে পারো যে, সময় লাগে ঠিক ২৫০০ বছর - যা ঘটে থাকে অবিনাশী নাটকের অনুসারেই - তা রচিতও হয় সেভাবেই এবং সবকিছুই তা পূর্ব নির্ধারিত। প্রত্যেকেই যে যার নিজের পার্টেই ব্যস্ত থাকে। তোমরাও কল্প-কল্প ধরে একই পার্ট করে আসছো। সত্যি কতই না খুশীর ব্যাপার এটা, আমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা চলছে। ফলে আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হয়ে যাই। আমরা এখন উত্থানের আরোহণে। নরক মূর্দাবাদ আর স্বর্গ জিন্দাবাদ। সুখ দুঃখের এই খেলা তো তোমাদের নিমিত্তেই। বাবা জানান, এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কেবল সুখই প্রদান করে। যেহেতু দুনিয়া তখন নতুন থাকে। তখন খনিগুলিও থাকে নতুন (পরিপূর্ণ)। যা কিছু তার সবকিছুই সেখানে নতুন ভাবেই হয়। পুরোনোকে সত্য বলা যায় না। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ায় কোনও কিছুই সারবত্তা নেই। এই বাবাকেই বলা হয় সর্বশক্তিমান। কিন্তু তিনি কিসের শক্তি দেখান? তা তো কেবল তোমরাই জানো। উনি হলেন পতিত-পাবন সন্নতিদাতা। মুক্তিদাতা বাবা এসে তোমাদেরকে এত শক্তিমান তৈরী করেন। অনেক ধর্মের বিনাশ সাধন করিয়ে একটি মাত্র ধর্মের ও একটি মাত্র রাজ্যের স্থাপনা করান। এটা কি বিশাল শক্তির কাজ নয় ? এই মহান কার্য বাচ্চাদের দ্বারাই করান উনি। এর ফলে তোমরা কত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারো, যার ফলে তোমাদের সব পাপ ভুল হয়ে তোমরা পুণ্য আত্মা হতে পারো। যে যত বেশী পুরুষার্থ করে সে তত উচ্চ পদের অধিকারী হতে

পারে। কিন্তু নিদেনপক্ষে স্বর্গের উপযুক্ত তো হতেই হবে তাদের। একদা যা ছিল নতুন দুনিয়া, সেটাই বর্তমানে এখন এই পুরোনো দুনিয়া। লোকেরা এই সাধারণ কথাটাও বুঝতে চায় না - এতই তাদের অন্ধ বিশ্বাস। তোমরা এখন তা বুঝতে পারো - অনেক আগে তোমরা কতই না বুদ্ধিমান ছিলে। এই কারণেই তো বলা হয়, অন্ধের বাচ্চা তো অন্ধই হবে। তাই তো অন্ধকারেই (জগতেই) ভগবানকে খোঁজার জন্য চতুর্দিকে হাতডাতে থাকে আর ঠোকর খেতে থাকে। অথচ পায় না কিছুই। এর জন্য কষ্টও করে প্রচুর। কেউ কেউ আবার নিজের প্রাণও পর্যন্ত ত্যাগ করে। দেবতাদের খুশীর উদ্দেশ্যে বলি-ও দিয়ে থাকে। আর সেটাকেই মহাপ্রসাদ গণ্য করে। গরু হত্যা রোধের জন্য কত প্রকারের ঘোষণা করা হয়। তাদের ধারণা, গরু মাতৃসম, যেহেতু সে দুধ দেয়। ছাগলেরাও তো দুধ দেয় - তাদের তবে রক্ষা করা হয় না কেন। তখন তাদের জবাব হয়, যেহেতু গরুর প্রতি কৃষ্ণের এত মমতা-ভালবাসা ছিল তাই। এটাই আসল কথা নয়। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরাই তো সেই সত্যযুগের রাজকুমার-রাজকুমারী ছিলে। ৮৪-জন্ম নিতে নিতে বর্তমানে তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে। এখন আবার পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান হয়ে, রাজকুমার- রাজকুমারী হতে হবে। দ্বিমুকুট-ধারী রাজকুমার-রাজকুমারী তৈরীর পাঠশালা এটাই। যদিও গীতা পাঠশালা তো অনেকই আছে। কিন্তু, সেখানে তো আর এসব শোনানো হয় না- যার দ্বারা তোমরা কৃষ্ণের মতন রাজকুমার-রাজকুমারী হতে পারো। এই ধরনের গীতারও পাঠ হয় কি সেখানে ? এখানে তো বাবা স্বয়ং বলেন, তোমাদের এই পরীক্ষা রাজকুমার-রাজকুমারী হবার পরীক্ষা। এখানে তো অনেক বেশী নম্বরের (উঁচু-পদের) প্রাপ্তি হয়। ১৬১০৮-এর মালার কথা তো প্রচলিতই আছে। যা মোটেই কেবল ১০৮ নয়। কিন্তু এখন তো অগুনতি কত বিশাল সংখ্যক মানুষের অবস্থান দুনিয়াতে। কম তো হবেই তা। তোমরা এরকম কিছু কিছু কথা খবরের কাগজেও লিখতে পারো। এই যে গরু হত্যা রোধে অনশন হত্যা ইত্যাদি করছে, তা কল্প পূর্বেও ঘটেছিল। নাথিং নিউ (নতুন কোনও ঘটনা নয়)। বর্তমান সময়েই লোকেরা পরমাত্মাকে ডাকে বলে আমাদের পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো বাবা। কিন্তু, এখন এই (অপবিত্র) অবস্থায় কিভাবেই বা বাবা নিয়ে যাবেন, বাচ্চারা তোমরা তো তা জানোই। কিন্তু সেই দৈবীগুণ তো এখনও আসেনি তোমাদের সবার। খুব কম সংখ্যকের মধ্যেই দৈবী-গুণের ধারণা আছে। এই জ্ঞান তো অনেকেরই খুব ভালোই লাগে। তারা ভাবে বি কে-রা কত পবিত্র ও খুবই সাধারণ জীবন যাত্রা তাদের। গয়না-গাঁটি পরার রেওয়াজ নেই তাদের, কিন্তু তাদের চাল-চলন খুবই সুন্দর। এদের মধ্যে যারা গৃহী তারা কখনও স্বামী কিম্বা মা-বাবাকে বলে না যে, আমাকে গয়না-গাঁটি বা ভালো ভালো কাপড়-চোপড় দাও। কখনও নয়, যেহেতু তারা জানে যে, এই সাধারণ ভাবই তাদের এক প্রকারের গৃহস্থ-বনবাস। এই পুরোনো শরীর, যা বস্ত্ররূপ - একে ছেড়েই বিষ্ণুপুরীতে যাবার প্রস্তুতি চলছে। আমাদের পিতা শিববাবাই সকল পতিদেরও পতি এবং সকল গুরুরও গুরু। তাই তো সবাই ওঁনাকেই স্মরণ করে আর বলে, হে পতিত-পাবন এসো। একমাত্র তিনি এসেই সবাইকে সঙ্গতি দিতে পারেন। শিখ ধর্মের লোকেরা তো ওঁনাকে অকালমূর্ত (অমর অবিনশ্বর) বলেই থাকে। সৎ শ্রী অকাল (সত্য, সর্বোচ্চ, অনন্তস্থায়ী) বলে। যেহেতু আত্মার কখনও বিনাশ বা ক্ষয় হয় না। কিন্তু এই স্থূল শরীরের বিনাশ হয়। আত্মার বিনাশ হয় না। লোকেরা তাই সেই সদ্ধরু, অকাল মূর্ত-কেই স্মরণ করে যাতে উনি এসে আমাদের (সবার) সঙ্গতি করে অকাল (অনন্তস্থায়ী) ঘরে নিয়ে যান, যেখান থেকে আসি আমরা। তাই বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে যে, সদ্ধরু অকাল-মূর্ত কেবল একজনই, সেখানে তোমরা নিজেদেরকে কি যুক্তিতে গুরু বলো ? বাবা এটাই বোঝান যে, ভক্তি-মার্গে তো এমন কত অনেক গুরুই থাকে। কিন্তু জ্ঞান-সাগর বাবা তো এই একজনই মাত্র। সেই সাগর থেকেই তো এত সব নদীর বিস্তার হয়। এই ধরনের কথা একমাত্র

বাবাই বোঝাতে পারেন। একমাত্র বেহদের বাবাই বেহদের বর্ষা দিতে পারেন। যেমন জাগতিক শিক্ষক কেবল জাগতিক পাঠের বর্ষা দিয়ে থাকেন। তাই এখন বাবা স্বয়ং এসে বলছেন, "অবিরাম আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের ঘাড়ে তো পাপের বোঝা চেপে আছে।" বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বুদ্ধিও সোনার মতন খাঁটি হয়ে যাবে। বর্তমানে তো সবারই ছিঃ-ছিঃ অর্থাৎ লোহার মতো কালো কলিযুগের বুদ্ধি। তাই তো জড়-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকো, আমরা ছিঃ-ছিঃ পতিত-পাপী, কিন্তু তুমি কতই না সুন্দর! বাচ্চারা, এই তোমরাই একদা কত পবিত্র-পুণ্য ও উন্নত ছিলে, সেই তোমরাই এখন পতিত-পাপী হয়ে কত নিম্নস্তরের হয়ে গেছো। অবিনাশী এই নাটকটাই তো মূলতঃ ভারতকে নিয়েই রচিত হয়েছে। ৮৪-জন্মের ব্যাপারটা কেবল তোমাদের উপরেই বর্তায়। কৃষ্ণের রাজত্বকালের প্রথম দিকে যারা আসবে তারাই পুরো ৮৪-জন্ম পাবে। এটাই কারও জানা নেই যে, বর্তমান সময়ে স্বর্গ অর্থাৎ কৃষ্ণপুরীর স্থাপনা কার্যই চলছে। তোমরা তা পরিস্কার ভাবেই লিখে জানাতে পারো যে, তোমরা তোমাদের যোগবলের দ্বারা ভারতকে আবার শ্রেষ্ঠাচারীতে পরিণত করবে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিষয় নিয়ে (কতই পরিকল্পনা) এতই তো মাথা ঠোঁকে লোকেরা, কিন্তু তা তো কেবল বাবারই কার্য। মহা-বিনাশের পরে মাত্র ৯ লক্ষ অবশিষ্ট থাকবে। যেই কার্যে বাবার কোনও খরচও হয় না। আর না তো তার জন্য কারও কোনও আশীর্বাদেরও দরকার হয়। অথচ এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। যেহেতু এটা হলো সঙ্গম (দুই যুগের মিলনের সময়কাল)। তা তো কথিতই আছে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, আর তা এখানেই তো হতে হবে। তাই তো ব্রহ্মা এখানে বসে আছেন এমনই দেখানো হয়েছে (কল্পবৃক্ষে)। সাধারণ লোকেরা জানতে চায়, দাদাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) -এখানে কেন বসানো হয়েছে? সেই হিসাবে বলা যায় যাকেই বসানো হোক না কেন, সেক্ষেত্রেও তো তারা তাই বলবে, অমুককে কেন বসানো হয়েছে। এই ব্রহ্মা তো অতি সাধারণ। যেহেতু উনিই সবচাইতে প্রবীন, তাই তো উনি ব্রহ্মা। এ তো খুবই সহজ সরল কথা। কিন্তু তবুও কত বোঝাতে হয়। ভগবান আসেনই পতিত শরীরধারীর শরীরে আর এই দুনিয়াও তখন থাকে পতিতে পরিপূর্ণ। যেহেতু এই সময়ে কেউ-ই পবিত্র-পাবন থাকতে পারে না। সিঁড়ির চিত্রে তো তা দেখানোই আছে, বর্তমানে সবাই এই কাঁটার জঙ্গলেই অবস্থান করছে। যেহেতু এটা এখন পতিত দুনিয়া। তাই ভগবান আসেন সাধারণ পতিতের শরীরেই, যার নাম পরে ব্রহ্মা রাখা হয়। এই সব কথাগুলিও তোমাদের বুদ্ধিতে থাকতে হবে। অনেক প্রকারের লোক, বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নও করবে। যে সিঁড়ির চিত্রের উপর বোঝাবে, তার বুদ্ধিও তুখোর হতে হবে। কিন্তু এই নাটকের পাট যার ভাগ্যে নেই, তারাই এসে অবান্তর সব প্রশ্ন করবে। তাই তো ৮৪ জন্মের চক্রের কথা বলা হয়ে থাকে। সবাই তো আর ৮৪ জন্ম পায় না। যারা পূজ্য হয়, পরে তারাই আবার পূজারীতে পরিণত হয়। জ্ঞানের এই পাঠ খুবই সহজ ও সরল। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়। ফলে তোমরা দেবী-দেবতাও হতে পারবে। বর্তমানের ব্রাহ্মণরাই পরে দেবতা হবে। বিরাট রূপের (কল্পের) চিত্র, ঘোলা (সৃষ্টি-চক্র), সিঁড়ি (৮৪ জন্ম) ও ত্রিমূর্তির- এই চিত্রগুলি একে অপরের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। বাবা তো কত ভাবেই, কত যুক্তিতেই তো তা বুঝিয়ে থাকেন। কারও কারও ধারণা আসে আবার কেউ এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে তা বের করেও দেয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো এই ধারণা অবশ্যই হয়েছে যে, তোমাদের জন্যই তোমাদের সেই রাজ্য স্থাপনার কাজ চলছে। বর্তমানে তোমরা আছো সঙ্গমযুগে। এই সঙ্গমেরই এত মহিমা করা হয়, যেহেতু এই সময়েই আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটে, যারা উভয়েই একে অপরের সাথে পৃথক ছিল বহুকাল। আমরাই সত্যযুগ শুরুর প্রথম দিকে আসি। অন্যেরা সবাই তখন শান্তিধামেই থাকে। এই কল্পেও তারাই প্রথমে আসবে, গত কল্পে যারা প্রথম দিকে এসেছিল,

যেহেতু তারাই এই জ্ঞানের পাঠ তাদের বুদ্ধিতে খুব ভালভাবে নিয়েছিল। আর যারা ভালভাবে রীতি অনুসারে জ্ঞানের পাঠ পড়ে না, তারা পরেই আসে। এ সব হয় হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী। সেবাধারী বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তা ভালভাবেই থাকে। তাই তো বলা হয়ে থাকে - ধন দানে তা কখনও কমে না। তোমরা যদি দান নাই করো, তবে বৃদ্ধিতে হবে, জ্ঞানের পাঠ তোমরা নেওনি। বাবা ঠিকই লক্ষ্য রাখেন, কে কিরকম রুহানী সেবা করছে ভারতের জন্য। তাতে কিন্তু তাদের নিজেদেরই কল্যাণ সাধিত হয়। একদিকে বাবা যেমন পাঠ পড়াতে থাকেন, তেমনি সাক্ষী স্বরূপে থেকে এটাও লক্ষ্য রাখেন যে কে কে তাদের জীবনের উন্নতির প্রয়াস করছে আর কে কতটা সফল হচ্ছে। তোমরাও তা দেখে বৃদ্ধিতে পারো কে সব চাইতে উচ্চস্তরের সেবাধারী আত্মা। সেই বাচ্চাদেরই প্রদর্শনীগুলিতে ডাকা হয়। আবার কেউ কেউ এমনিতেই চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে সব কিছু দ্যাখে আর অনুভবও করে। এই জ্ঞানে থাকতে হলে, সংস্কার-ব্যবহারও খুব সুন্দর রাখতে হয়। কোনও কারণেই নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। এক রকমের লতা আছে লঙ্কাবতী লতা, যা স্পর্শ করলেই গুঁটিয়ে যায়। অথচ কতই সুন্দর সে লতা। আর এক প্রকারের আছে সঞ্জীবনী বুটী লতা, যা পাহাড় অঞ্চলে হয় (প্রাণের সতেজতা ও আত্ম বিশ্বাসের ঔষধির উপমা)। বাস্তবে বাবা এসে তোমাদেরকে সেই সঞ্জীবনী বুটীই দেন - "মন্বনাভব"। কিন্তু দ্যাখো, শাস্ত্রগুলিতে কত কি না লিখে রেখেছে। তোমরাই পুরুষার্থের দ্বারা এমন সাহসী হতে পারো যেন মহাবীর ও মহাবীরাজনা। অবশ্য তা ক্রমিক অনুসারে। তখন তোমরাও অনায়াসেই মায়ার মায়া থেকে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো। ফলে তোমরা একপ্রকারের গুপ্ত যোদ্ধা হতে পারো। সব চাইতে বড় হিংসা হলো কাম-লালসার তরওয়ালা। দ্বিতীয় নম্বরে- ক্রোধ করা, কটু বচন বলা। এগুলি সবই হিংসা। বাচ্চাদের খুশীর পারদ তো সর্বদাই উচ্চ-মাগেই থাকবে। যে বাচ্চারা সেবাতে বেশী তৎপর থাকে, তার মধ্যে মাতাদেরই নাম এগিয়ে থাকে। যদিও তোমরা সবাই হলে শিব শক্তি সেনা। গভর্নরও স্বয়ং বলেন, মাতারা যে সব কার্য করছেন তা খুবই প্রসংসার যোগ্য। এখানকার এই জ্ঞান কিন্তু পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই। যদিও মাতারাই সংখ্যাধিক্য। এমনটা কিন্তু মোটেই নয় যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা কেবল কুমারীদেরই ব্রহ্মাকুমারী তৈরী করা হয় - এখানে কুমারদেরও ব্রহ্মাকুমার বানানো হয়। যদি উভয়েরাই সেই জ্ঞান ধারণ করে, তবেই তো তাদের সাংসারিক প্রবৃত্তি সঠিক ও সুন্দর হবে। কারও ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তারা ভাবে যে লক্ষ্মীর আগমন ঘটেছে। কিন্তু যে ঘরে কোনও কন্যার জন্ম হয় না, তারা নিজেদেরকে খুব অভাগা মনে করে। এবার বোঝো লোকেরা লক্ষ্মীকে কত শ্রদ্ধার সাথে পূজা করে। স্ত্রী জাতিকেই সংসারের অলংকার হিসাবে গন্য করা হয়। লক্ষ্মী থাকলে তার সাথে নারায়ণও তো থাকবে। আজকাল মহিলাদেরও খুব সন্মান করা হয়। বাবা এসে সব চাইতে বেশী সন্মান ওনাদেরকেই দেন। তাই বলা বা লেখার ক্ষেত্রে অগ্রে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ (লক্ষ্মী-নারায়ণ)। আজকাল আবার মিস্টার-মিসেস শব্দের পরিবর্তে শ্রী বলা হয়। এটাই হলো মায়ার মত। ভারতখন্ড বাদে অন্য কোনও খন্ডেই এই শ্রী শব্দের প্রচলন নেই। এমন কি যীশু-খ্রীষ্টের বেলাতেও শ্রীর প্রচলন নেই। এই শ্রীমত তো একমাত্র ভগবানের - যেই শ্রীমতের দ্বারা মানুষকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানো হয়। বাচ্চারা, তোমাদের তো খুব বেশী করে পুরুষার্থ করা উচিত। কিন্তু অনেকেই দেহ-অভিমান ভানে এসে নিজেরাই নিজেদেরকে পদ-ব্রষ্ট করে ফেলে। বর্তমান সময়ে তো সবাই দেহ-অভিমানী স্থিতিতে অবস্থান করছে। এরকমটি আর কোনও পাঠশালাই নেই যে, যেখানে বসে আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন স্বয়ং পরমাত্মা আর বলছেন, "নিজেদেরকে আত্মা ভেবে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করো।" বাবার মতো এমন পাঠ আর কারও নেই এই অবিনাশী নাটকে। এই আত্মাতেই ৮৪-জন্মের সম্পূর্ণ অবিনাশী পাঠ ভরা থাকে। সিঁড়ির চিত্রে তা পরিষ্কার ভাবেই বোঝানো আছে। তোমাদের এই

ধারণা তো হয়েছেই, যারা পুরো ৮৪ জন্ম নেবে তারাই (সত্যযুগে) যুগের শুরুতে এখানে আসবে। আর জেনে রাখা, বাদবাকীরাও পরে ধীরে ধীরে আসবে। বাচ্চারা তোমাদের এখন খুবই বুঝদার হতে হবে। তাই খুব মনোযোগ সহকারে এই পাঠ ধারণ করতে হবে। যারা খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ ধারণ করে অন্যদেরকেও তা বোঝায়, তারাই উচ্চ-পদের অধিকারী হয়। বাবা তো তোমাদেরকে কত সুন্দর ও সহজ পদ্ধতিতে এই পাঠ বুঝিয়ে থাকেন যে, তোমাদের নিজের দেহ সমেত দেহের সর্ব সম্বন্ধকেই ভুলে যেতে হবে। অর্থাৎ নিজেকে কেবল আত্মা স্বরূপ ভাববে। আর এই পুরোনো দুনিয়াকেও ভুলে যেতে হবে। একমাত্র এই বাবাকেই স্মরণে রাখতে হবে। স্মরণে থাকতে পারলেই বাবার বর্ষা পাওয়া যায়। এখন তো সবাই ইশারা করে, ভগবানকে স্মরণ করো, অতএব এটাই নিশ্চিত হয় যে, সবারই বাবা এক। উঁনি ছাড়া বাদবাকীরা সবাই তার বাচ্চা। উঁচু থেকেও অতি উঁচু সর্বোচ্চ হলেন শিববাবা। এরই পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তার পরেই জগতের অশ্বা (জগদশ্বা)। কল্প-বৃক্ষের ঝাড়ে ভক্তি-মার্গের বিস্তার তো অনেক। কিন্তু জ্ঞান হলো বীজ স্বরূপ। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত! রুহানী বাবা নমস্কার জানাচ্ছেন ওনার রুহানী বাচ্চাদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বর্তমান সময়ে নিজেদের বিলাস-বিহীন সাধারণ জীবন যাপনে চলতে হবে। ভালো-ভালো কাপড়-চোপড়, গয়না-গাঁটির শখ ছাড়তে হবে। কিন্তু সাধারণ থেকেই চাল-চলনে রাজকীয় ভাব রাখতে হবে।

২) লজ্জাবতী লতার মতন নিজেকে গুটিয়ে রাখা চলবে না। কারও প্রতি কোনও কটু বচন যেন না বেরোয় মুখ থেকে। সঙ্গীবনী বুটীর মতন মাঝাকে জয় করতেই হবে।

বরদান :- এক সেকেন্ডে দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা নিজেকে বা বিশ্বকে পরিবর্তনকারী রুহানী জাদুকর হও।

জাদুকর যেমন মুহূর্তের মধ্যেই কত বিচিত্র সব খেলা দেখায়, তেমনি তোমরা রুহানী জাদুকরেরা তোমাদের ঈশ্বরীয় শক্তির দ্বারা সমগ্র বিশ্বেই পরিবর্তন আনতে পারো। এমন কি কাঙ্গাল ব্যক্তিকেও দ্বি-মুকুটধারী বানাতে পারো। নিজের স্থিতিকে বদলাবার জন্য কেবল এক সেকেন্ডের দৃঢ় সংকল্প ধারণ করতে হবে এইভাবে যে, আমি হলাম আত্মা আর তুমি বিশ্ব-পরিবর্তনের জন্য নিজেকে বিশ্বের আধার-মূর্ত, উদ্ধার-মূর্ত ভাবধারায় বিশ্ব-পরিবর্তনের কার্যে সদা তৎপর থাকো। তাই তো তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ রুহানী জাদুকর।

স্লোগান :- যে আত্মা স্ব-রাজ্যের অধিকারী সে কখনও কারও অধীন হয় না।

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন সত্যিকারের সত্সঙ্গে বসে আছো , তোমাদের সত্যথণ্ডে যাওয়ার রাস্তা সত্য বাবাই বলে দিচ্ছেন । "

প্রশ্ন :- কোন্ নিশ্চয়তার আধারে পবিত্র হওয়ার শান্তি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে ?

উত্তর :- যদি তোমরা নিশ্চিত হতে পারো যে এই মৃত্যুলোকে তোমাদের অন্তিম জন্ম চলছে । এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে । বাবার শ্রীমত হলো পবিত্র হও , তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । এই কথার নিশ্চয়তায় পবিত্র হওয়ার শক্তি খুব তাড়াতাড়ি এসে যায় ।

গীত :- অবশেষে ওই দিন আজ এলো

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা এই গান শুনেছে । এই গান তোমাদের কাছে হীরে তুল্য আর যারা বানিয়েছে তাদের কাছে কড়ির তুল্য । ওরা তো কেবল তোতার মত এই গান গায়া কোনো অর্থই তারা বুঝতে পারে না । তোমরা এই অর্থ বুঝতে পারো । এখন সেই দিন এসেছে যখন কলিযুগ বদল হয়ে সত্যযুগ অথবা পতিত দুনিয়া বদল হয়ে পবিত্র দুনিয়া হবে । মানুষ ডাকতেও থাকে , হে পতিত পাবন এসো । পবিত্র দুনিয়ায় কেউ ডাকে না । তোমরা এই গানের অর্থ খুব ভালো করে জানো , দুনিয়ার অন্য লোকেরা কিন্তু জানে না । তোমরা জানো যে এই ভক্তি অর্ধেক কল্প চলে । যখন থেকে রাবণের রাজ্য শুরু হয় তখন থেকে এই ভক্তি শুরু হয়ে যায় । এই সিঁড়িতে আবার ধীরে ধীরে নামতে হয় । এই রহস্য বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে । এখন তোমরা জানো যে , ভারতবাসী যারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলো তারাই ১৪ কলা হয় । অবশ্যই যারা ১৬ কলা হয়েছে তারাই আবার ১৪ কলা হবে । না হলে কারা হবে ! তোমরাই ১৬ কলা ছিলে আবার নতুন করে হচ্ছে , এরপর আবার কলা কম হতে থাকবে । এই দুনিয়ার কলাও কমতে থাকে । ঘরবাড়ীও প্রথমে সতোপ্রধান থাকে তারপর অবশ্যই তা তমোপ্রধান হতে হয় । তোমরা জানো যে সত্যযুগকে সতোপ্রধান দুনিয়া আর কলিযুগকে তমোপ্রধান দুনিয়া বলা হয় । সতোপ্রধানরই তমোপ্রধান হয় কারণ তাদের ৮৪ জন্ম নিতে হয় । নতুন দুনিয়া ধীরে ধীরে পুরোনো দুনিয়া হয় তাই মানুষ নতুন দুনিয়া, নতুন রাজ্য চায় । নতুন দুনিয়ায় কার রাজ্য ছিলো - এও কেউ জানে না । তোমরা এই সত্সঙ্গ থেকে সবকিছু জানতে পারো । সত্যিকারের সত্সঙ্গ এইসময় এটাই , যার গায়ন ভক্তিমার্গে চলতে থাকে । তখন তো তোমরা বলবে এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে । অথচ তোমরা জানো যে এই তোমাদের সত্যিকারের সত্সঙ্গ । বাকি আর যা কিছু আছে তা হলো মিথ্যা সঙ্গ । বাস্তবে এগুলো কোনো সত্সঙ্গই নয় । এর প্রভাবে মানুষ নামতেই থাকে । এ হলো সত্সঙ্গের সবথেকে বড় উত্সব । এ হলো এক সত্য বাবার সাথে সঙ্গ । বাকি অন্যদের সত্ বলাই হয় না । এ হলো মিথ্যা খণ্ড । মিথ্যা এই মায়া মিথ্যা এই শরীর প্রথম মিথ্যাই মানুষ ঈশ্বরের জন্য বলে যে ঈশ্বর হলো সর্বব্যাপী । আল্লা বা ঈশ্বরকেই মিথ্যা বানিয়ে দিয়েছে । তাই তোমাদের প্রথমে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । দুনিয়ার মানুষ তো বাবার উল্টো পরিচয় দিয়ে দেয় । মিথ্যা তো মিথ্যা , সত্যের এক সুতোও নেই । এ হলো জ্ঞানের কথা । এমন নয় যে জলকে জল বলা ভুল । এ হলো জ্ঞান আর অজ্ঞানের কথা । জ্ঞান এক জ্ঞানের সাগর বাবাই দেন । যাকে রুহানী জ্ঞান বলা হয় । সত্যযুগে কোনো মিথ্যা থাকে না । রাবণ এসেই সত্য খণ্ডকে মিথ্যায় পরিণত করে । বাবা বলেন - আমি

কখনোই সর্বব্যাপী নই। সত্যি কথা তো আমিই তোমাদের বলি। আমি এসেই তোমাদের সত্যের মার্গ (পথ) অর্থাৎ সত্য খণ্ডে যাওয়ার পথ বলে দিই। আমি হলাম উঁচুর থেকে উঁচু তোমাদের বাবা। আমি তোমাদের বর্ষা বা সম্পত্তি দিতেই আসি। আমি তোমাদের বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসি। আমার নাম হলো হেভেনলি গড ফাদার। আমি তোমাদের হাতে স্বর্গ এনে দি। স্বর্গে স্বর্গবাসী দেবতাদের বাদশাহী থাকে। এখন তিনি তোমাদের স্বর্গবাসী বানাচ্ছেন। একমাত্র বাবাই সত্যি, তাই তিনি বলেন, কোনো খারাপ কথা শুনো না, কোনো খারাপ জিনিস দেখো না এই সমস্তকিছুই মৃত। এ সমস্তই কবরস্থান, একে দেখেও মনে স্থান দিও না। তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য যোগ্য হতে হবে। এই সময় সবাই পতিত। কেউই স্বর্গের যোগ্য নয়। বাবা বলেন যে তোমাদের রাবণ অযোগ্য বানিয়ে তুলেছে। বাবা এসে আবার অর্ধেক কল্পের জন্য তোমাদের যোগ্য বানিয়ে তোলেন। তাই তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে এরপর সব দায়িত্ব তাঁর। বাবা সমস্ত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি যে মত দেবেন তা আগের কল্পের মতই দেবেন এতে তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। যা অতীতে হয়ে গেছে তা নাটকের নিয়ম অনুসারে হয়ে গেছে। এখানেই কথা শেষ। শ্রীমত যদি বলে এই কাজ করো, তবে সেটাই করা চাই। তাঁরই সমস্ত দায়িত্ব, তিনিই কর্মের দণ্ড দেন তাই তাঁর কথাই মানা চাই। তিনি বলেন গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো। এই মৃত্যুলোকে এই আমাদের অন্তিম জন্ম। এই কথা যখন বুঝতে পারবে, তখন পবিত্র হতে পারবে। বাবা তখনই আসেন যখন পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়। প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ অর্থ অর্থ সহিত লিখতে হবে। এমন নয় যে স্থাপনা, পালন এবং বিনাশ। এখন তোমরা জানো যে তোমরা এই পড়া করে উঁচু পদ পাবে। এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে গভীরভাবে ধারণ করা চাই। কোনো কোনো বাচ্চা আছে যারা খুব ভালো বুঝতে পারে কিন্তু বুদ্ধিতে গভীর সুখের অনুভূতি করতে পারে না কারণ তারা তোতার মতো এই জ্ঞান আওড়াতে থাকে কিন্তু বুদ্ধিতে ধারণ করে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এই ধারণা গভীরভাবে থাকা চাই। তোমরা জানো যে এই যে শাস্ত্রের কথা তোমাদের বোঝানো হয়, তা সবই ভক্তিমার্গের জন্য, এখন তোমরা বিচার করো যে সত্য কোনটা। প্রকৃত সত্য - নারায়ণের কথা একবারই বাবা তোমাদের শোনান। বাবা কখনোই মিথ্যা বলতেই পারে না। বাবাই সত্য ভূমির স্থাপনা করেন। তিনি সত্য কথাই শোনান, এতে কোনো মিথ্যা থাকেই না। বাচ্চাদের এই নিশ্চয়তা থাকা দরকার যে আমরা কার সাথে বসে আছি। বাবা আমাদের তাঁর সাথে যোগ লাগাতে শেখান। তিনিই আমাদের সত্যিকারের অমর কথা বা সত্য নারায়ণের কথা শোনাচ্ছেন, যার দ্বারা আমরা নর থেকে নারায়ণ হতে পারি। এরই গায়ন ভক্তিমার্গে চলে। এই কথা বুদ্ধিতে রাখা চাই। আমাদের কোনো মানুষই পড়ান না। আমাদের আত্মাদের রুহানী বাবা এসে পড়ান। শিববাবা, যিনি আমাদের রুহানী আত্মাদের বাবা, তিনি এসেই আমাদের পড়ান। আমরা এখন শিববাবার সামনে বসে আছি। মধুবনে এলে তোমাদের নেশা চড়তে থাকে। তোমরা এখানে ফ্রেশ হয়ে যাও, তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে এখানে অল্প সময় এলেও তোমরা ফ্রেশ হতে পারো। বাইরে তো তোমাদের অনেক জাগতিক কাজকর্ম থাকে। বাবা বলেন - হে আত্মারা, বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। বাবা হলেন নিরাকার, তাঁকে কেউই জানে না। না মানুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শংকরকে জানে। ছবি তো সকলের কাছেই আছে। কাগজের ছবি দেখে কেউ কেউ আবার ছিঁড়ে ফেলে। আবার কাউকে দেখো, কত দূরে দূরে গিয়ে পূজোও করে। ছবি তো তোমাদের ঘরেও আছে। তাহলে এতোদূরে গিয়ে ঘুরে কি লাভ? এখন তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান পেয়েছো তাই ওইসব এখন তোমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কৃষ্ণ তো এখানে শ্যাম এবং সুন্দর এইভাবে পাথরের তৈরী হতেই পারে। তাহলে জগন্নাথ পুরীতে যাবার কি প্রয়োজন। এই কথাও তোমরা জানো যে

কৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর কেন বলা হয় ? আল্লা তমোপ্রধান হওয়ার ফলে কালো হয়ে যায় । আবার এই আল্লাই পবিত্র হওয়ার ফলে সুন্দর রূপ ধারণ করে । এই ভারতে একদিন স্বর্ণ যুগ ছিলো । ৫ তন্ত্রেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছিলো । শরীরও তেমন সুন্দর তৈরী হতো । এখন এই ৫ তন্ত্র তমোপ্রধান হওয়ার কারণে শরীরও সুন্দরতা হারিয়েছে, কেউ কালো , কেউ কেউ আবার প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে , একেই নরক বলা হয় । এখানে মায়ার মারাত্মক প্রভাব আছে । বিলেতে এমনই বাতি আছে যার কেবলমাত্র আলোই দেখা যায় , বাতি দেখা যায় না । ওই যুগেও এমনই আলো থাকবে । বিমান ইত্যাদি তো ওখানেও থাকবে । বিজ্ঞানের ঔদ্ধত্য তো এখানেই থাকবে । এই এরোপ্লেন ইত্যাদি ওখানেও তৈরী হবো তোমরা যতো নতুন যুগের কাছাকাছি আসবে ততই তোমাদের সাক্ষাত্কার হবে । বিদ্যুতের কারিগররা এসেও এই জ্ঞান নেবে । অল্প জ্ঞান নিলেও প্রজাতে চলে আসবে । জ্ঞান যদি সাথে রাখা তাহলে অন্তিমে যে মতি হবে সেই গতি প্রাপ্ত করবে । হ্যাঁ তারা তোমাদের মতো কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে না । বাকি আল্লা তো তার জ্ঞান নিয়েই যাবে । তোমরা টেলিভিশনে দূর থেকে বসে সব দেখবে । দিন প্রতিদিন ভ্রমণ করা মুশকিল হয়ে পড়বে । এই দুনিয়ায় কতো জিনিস আবিষ্কার হয়েছে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও অনেক আসবে । বন্যা ইত্যাদিও হবে । সমুদ্রেও উথাল পাথাল আসবে । মানুষ সমুদ্র থেকে হারানো জমি উদ্ধার করবে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এই দুনিয়ায় কি কি আছে আর নতুন দুনিয়ায় কি কি হবে । তখন কেবল ভারত খণ্ডই থাকবে । তাও খুব ছোটো হবে । বাকি সবাই পরমধামে চলে যাবে । বাকি সময় আর কত আছে ? এইসব কিছুই থাকবে না । তোমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছো । তোমরা এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ আগে থেকেই জানো । এই খারাপ দুনিয়ায় তোমরা আর খুব অল্প সময় রয়েছো । তারপর তোমরা তোমাদের নতুন দুনিয়ায় চলে যাবে । এই কথা স্মরণ করলেও তোমরা খুশীতে থাকতে পারবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই সবই শেষ হয়ে যাবে । এই এতো ভুখণ্ড থাকবে না । শুধুমাত্র ভারত ভুখণ্ডই থাকবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কাজকর্ম করলেও বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণে রেখো । তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হবার কোর্স করতে হবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে চাকরী করেও বাবা এবং চক্রকে স্মরণ করো । একান্তে থেকে বিচার সাগর মন্বন করো । প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে তাতে সারা দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । সত্যযুগে খুব অল্প মানুষই থাকবে । ওখানে ক্যানেলের কোনো দরকার নেই । এখানে তো কতো ক্যানেল খোঁড়া হয় । নদী তো অনাদি । সত্যযুগে যমুনার তীর থাকবে , সেখানে মিষ্টি জলের উপর মহল তৈরী হবে । এই বোম্বে শহর থাকবে না । কেউই একে নতুন বোম্বে বলবে না । তোমাদের প্রত্যেক বাচ্চাকে বুঝতে হবে যে আমরা এই স্বর্গের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছি , এই নরক আর থাকবে না । রাবণের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে । রাম রাজত্ব স্থাপন হয়ে যাবে । এই তমোপ্রধান পৃথিবীর ওপর দেবতার পা ধারণের অবস্থায় থাকবে না । যখন এই পৃথিবীর পরিবর্তন হবে তখনই দেবতার পা এখানে থাকতে পারবে তাই লক্ষ্মীকে যখন ডাকা হয় তখন সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় লক্ষ্মীর আহ্বান করা হয় , তাঁর ছবি রাখা হয় । কিন্তু তাঁর কাজ সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না । তাই তাদের প্রতিমা পূজারী বলা হয় । পাথরের মূর্তিকে তারা ভগবান বলে দেয় । এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো । পরমাত্মাই এই কথা তোমাদের বসে বোঝান । আল্লা কিন্তু আল্লাদের বোঝাতে পারে না । আল্লা কিভাবে এবং কি কি ভূমিকায় অভিনয় করে তাও তোমরা এখন বোঝাতে পারো । বাবা এসেই তোমাদের বোঝান যে আল্লা কি জিনিস । মানুষ আল্লা কেও জানতো না , পরমাত্মাকেও জানতো না । তাহলে তারা তাদের কি বলবে ? মানুষ হলেও চালচলন পশুর তুল্য হয়ে যায় । এখন তোমরা কিন্তু জ্ঞান পেয়েছো । সিঁড়ির ছবি দেখিয়ে কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । তাও খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । আমরা ভারতবাসীরা যারা দেবী দেবতা ধর্মের

ছিলাম, তাঁরা কিভাবে সতাপ্রধান হয়েছিলেন তারপরে কিভাবে সত্যো ,রজো এবং তমোতে এসেছি । এইসব কথা ধারণ করলেই বিচার সাগর মন্থন চলবে । ধারণা না হলে বিচার সাগর মন্থন হবে না। শুনবে , তারপরেই নিজের কাজে লেগে যাবে । বিচার সাগর মন্থন করার সময়ই নেই । নাহলে তোমাদের বাচ্চাদের রোজ পড়তে হবে আর তার ওপর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । মুরলী তো যে কোনো জায়গাতেই তোমরা পেতে পারো । বিশাল বুদ্ধি থাকলে এই পয়েন্টকে বুঝতে পারবে । বাবা রোজই বুঝিয়ে বলেন । কাউকে বোঝানোর জন্য তো অনেক পয়েন্টই আছে । গঙ্গার পারে গিয়েও তোমরা বোঝাতে পারো । সবার সঙ্গতিদাতা কি বাবা নাকি গঙ্গার জল । তোমরা কেন অকারণে পয়সা নষ্ট করো । যদি গঙ্গা স্নান করলেও পবিত্র হতে পারো তাহলে গঙ্গাতেই বসে যাও । সেখান থেকে বাইরে কেন বের হও । বাবা বলেন প্রতি শ্বাসে আমাকে স্মরণ করো । এ হলো যোগ অগ্নি যোগ হলো স্মরণ । এ কথাও অনেক করে বোঝাতে হবে । তবে কেউ যদি সতাপ্রধান বুদ্ধি হয় সে সহজেই বুঝে যাবে । আবার কেউ কেউ রজো বা তমো বুদ্ধির অধিকারীও হয় । এখানে ক্লাসে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে কিন্তু বসানো হয় না । তা হলে তো হার্টফেল হয়ে যাবে । এই নাটকের নিয়ম অনুসারে রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । তারপর সত্যযুগে বাবা তো পড়াবেই না । বাবার পড়ানোর এই একটাই সময় কিন্তু ভক্তিমার্গে মিথ্যা কথা বলা হয় । এটাই আশ্চর্যের বিষয় যে ৮৪ জন্ম নেয় তাঁর কথাই গীতাতে লিখে দিয়েছে, আর যিনি পুনর্জন্ম রহিত তাঁর নামই নেই । তাহলে এতো ১০০ শতাংশ মিথ্যা কথা হয়ে গেলো । বাচ্চাদের কিন্তু অনেকের কল্যাণ করতে হবে । তোমাদের সবকিছুই গুপ্ত । এখানে তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা নিজেদের জন্য স্বর্গের সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করছো । এই কথাও কারোর বুদ্ধিতেই আসে না । তোমরাই ভুলে যাও তাহলে অন্যরা কি করে জানবে ? তোমরা যদি এই কথা না ভোলো তাহলে সবসময় খুশীতে থাকবে । এইকথা ভুললেই তোমরা হ্যাঁচট খাও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি -- হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপ -দাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পরম সুখের অনুভব করার জন্য বাবা যা পড়াচ্ছেন সেই পড়া মাথায় ধারণ করতে হবে । সবসময় বিচার সাগর মন্থন করতে হবে ।

২) এই কবরস্থানকে দেখেও দেখো না। কোনো বাজে কথা বলবে না , কোনো বাজে জিনিস দেখবে না। তোমাদের নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত হতে হবে ।

বরদান :-- নলেজফুল (জ্ঞানী), পাওয়ারফুল (শক্তিমান) এবং লাভফুল (ভালোবাসায় সমৃদ্ধ) স্বরূপের দ্বারা প্রতিটি কর্মে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে সিদ্ধি - স্বরূপ হও ।

যখন বাণীর দ্বারা মানুষের সেবা করো তখন তোমাদের মন যেন শক্তিশালী হয় । নিজের মনের দ্বারা অন্যের মনকে পরিবর্তন করো , অর্থাৎ মন দ্বারা অন্যের মনকে নিয়ন্ত্রণ করো , আর বাণীর দ্বারা জ্ঞানের লাইট ও মাইট (আলো এবং শক্তি) দিয়ে অন্যকে নলেজফুল (জ্ঞানী) বানাও আর

কর্ম অর্থাৎ সম্পর্ক বা নিজের সুন্দর ব্যবহারের দ্বারা তাদের সত্যিকারের পরিবারের অনুভব করাও। এইভাবে যখন তিন স্বরূপে থেকে প্রতিটি কর্ম করবে তখন স্বতঃতই সিদ্ধি স্বরূপ হতে পারবে ।

স্লোগান :- নিজের কাছে শুদ্ধ সংকল্পের শক্তি জমা করো তাহলে এই শক্তি সেফটির উপকরণ হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার আধার হল পড়াশোনা আর স্মরণের যাত্রা, এই জন্য যত সম্ভব তীর গতিতে (gallop) চলো ।"

প্রশ্ন :- কি এমন গুহ্য রহস্য আছে যা আগে থেকে না বুঝলেও চলবে এবং কেন ?

উত্তর :- ড্রামার যেসব গুহ্য রহস্য আছে তা আগে থেকে না বুঝলেও হবে, কেননা এতে অনেক সময় অনেকে বিভ্রান্ত (confused) হয়ে যায় । বলা হয় যে ড্রামায় যদি থাকে তাহলে তো নিজে নিজেই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়ে যাবে । নিজে নিজেই পুরুষার্থ করতে পারবে । জ্ঞানের রহস্য সম্পূর্ণ না বুঝতে পারলে এ ব্যাপারে অবহেলা (careless) এসে যাবে । এটা বুঝতে পারে না যে পুরুষার্থ করা বিনা জলও পাবে না ।

গীত :- ভোলানাথ সে নিরীলা ঔর কোই নহি..... ভোলানাথের মতন অনুপম আর কেউ নেই.....

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চাদের প্রতি সুপ্রভাত । বাবা কত উৎসাহিত হয়ে বাচ্চাদের সুপ্রভাত বলছেন । বাচ্চারা কোনো উত্তর দিলো না । বাচ্চাদের তো আরো অনেক জোরে আওয়াজ করে বলা উচিত । রুহানি বাবা রুহানি বাচ্চাদের সুপ্রভাত বলছেন । বাচ্চারাও জানে যে, আমরা এই শরীরের দ্বারা রুহানি বাবাকে সুপ্রভাত জানাই । তাহলে তো বাচ্চাদের তো খুব উৎফুল্ল হয়ে বলা উচিত -- বাহ বাবা! অবশেষে সেই দিন এসেই গেছে আজ, যাঁকে সমগ্র দুনিয়া আহ্বান করে সেই বাবা আমাদের সামনে এসে সুপ্রভাত বলছেন । তারপর যখন সত্যোপস্থান হয়ে যাবে তখন আর পতিত পাবনকে স্মরণ করবে না। এখন তমোপ্রধান আছ তাই স্মরণ করা হয় যে, হে পতিত পাবন আসুন, এসে আমাদের পবিত্র করুন । তোমরা তো জানো যে সবসময় পতিত পাবন বাবাকেই আসতে হয় । উনি সুপ্রিম ফাদার, গড ফাদার । ক্রাইষ্টকে সুপ্রিম ফাদার তো বলা হবে না । ক্রাইষ্টকে তো ঈশ্বরের সন্তান(son of god) মানা হয় । উনি হলেন একমাত্র সর্বোত্তম, সুপ্রিম । এটা তো বোঝা যায় যে এই গড ফাদার সব পয়গম্বরদের এখানে পাঠান । এটা তো খুব দরকারি যে পতিতদের পবিত্র করতে সুপ্রিম ফাদারকে আসতে হবে । উনি হলেন নিরাকার । বলা হয় যে, উনি ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করান । এটা তো কেউ জানে না যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে। নিরাকার হলেও মুখের দরকার আছে, এই জন্যই এঁকে ভাগীরথও বলা হয় । মুখের দ্বারা তো বোঝাবেন, তাই না । নির্দেশ দেন "মনমনাভব " । এটা তো মুখের সাহায্যে বলবেন, তাই না। এতে প্রেরণার কোনো ব্যাপার হতে পারে না । বাবা তো ব্রহ্মার দ্বারা সব বেদ শাস্ত্রের সার বোঝান । প্রত্যেকটা জিনিসের সার বার করেন । গানও আছে, তুমিই মাতা তুমিই পিতা.. আমরা তোমার সন্তান.... তাহলে উনি ঈঁর(ব্রহ্মা) মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের জ্ঞান দান করেন । কত বোঝার ব্যাপার আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে পিতাও বলা হয় । তাহলে মাতা কোথায়? বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে ইনি প্রজাপিতাও আবার মাতা হয়ে যান । আমি তো সমস্ত আত্মাদের পিতা। আমাকেই গড ফাদার বলা হয় । ভারতবাসী আহ্বান করে যে তুমিই মাতা তুমিই পিতা, কিন্তু এর অর্থ কিছু জানে না । নিরাকারকে মাতা কেমন করে বলবে । উনি ঈঁর (ব্রহ্মার) মধ্যে দণ্ডক (অ্যাডপ্ট) নেন । তখন এই ব্রহ্মা মাতা হয়ে যান । ঈঁনার দ্বারাই দৈবী রচনা, রচনা করেন । ইনি হলেন দণ্ডক মাতা । উনি হলেন ফাদার । তারপর ঈঁদেরকে নন্দীগণ, ষাঁড় প্রভৃতি দেখান । গরু

কখনো দেখান না। এ হলো এক অদ্ভুত সুন্দর ব্যাপার। যখন কেউ নতুন আসে তাকে সব কিছু বিস্তারিত ভাবে জানাতে হয়। নাহলে এই কথা তারা বুঝতে পারবে না। কেউ যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাহলে সে ঝট করে বুঝতে পেরে যাবে। এমনও কেউ আছে যে মাত্র একমাসের পুরোনো সে কিন্তু এত দ্রুত গতিতে চলতে পারবে তাদের থেকে যারা কিনা ৩০ বছর ধরে জ্ঞানে আছে। তাই জন্য এমন ভাবা উচিত নয় যে আমি দেরি করে এসেছি। বাবা বলছেন যে বাচ্চারা পুরুষার্থ করো। যেমন কলেজে গিয়ে পড়াশোনা অনেকে খুব দ্রুত নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যায় (gallop), এখানেও তেমন হয়। পুরো ব্যাপারটা পড়াশোনা আর স্মরণের উপর নির্ভর করছে। বাচ্চারা জানে যে মূলবতনে আত্মারা সত্যপ্রধান হয়। তমোপ্রধান আত্মারা ওখানে যেতে পারে না। তারপর সব অভিনেতার নিজের নিজের পার্ট অনুযায়ী স্টেজে (মঞ্চে) আসে। ড্রামা এমন ভাবে তৈরি হয়েছে। হদের ড্রামাতে তো ৫০-৬০ জন অভিনেতা থাকে। এ তো কত বড় বেহদের ড্রামা। বাবা আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন। তাহলে এখন বুঝতে পারছ যে লক্ষী নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, কত ধনবান (সাহকার) ছিলেন। অর্ধ কল্প ধরে বিশ্বের মালিক ছিলেন। ওইখানে বলা হয় অদ্বৈত রাজ্য। ওখানে কেবল একটি মাত্র ধর্ম হয়। ওই হলো রাম রাজ্য আর এই হলো রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্যে বিকার তো হয়ই না। বাস্তবে একে ঈশ্বরীয় রাজ্য বলা হয়। ঈশ্বরকে রাম বলা হয় না। অনেক লোকেরা রাম - রামের মালা জপ করে, আসলে সেই ভগবানকেই স্মরণ করে থাকে। রামের নাম তো একদম সঠিক কেননা কেউ তো জানে না যে ঈশ্বরের নাম রূপ কেমন? মানুষেরা খুব বিভ্রান্ত হয়ে আছে। রাবণ কে, এটা কেউ জানে না। রাবণকে পোড়াবার জন্য কত খরচ করে। আগে দশহরা দেখবার জন্য বাইরের থেকে লোকজনকে ডাকা হত। সায়েন্সও এখন কত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই সায়েন্স সুখের জন্যও আছে আবার দুঃখের কারণও হয়। এর (সায়েন্স) থেকে তো সুখ অল্প সময়ের জন্য পাওয়া যায়। আবার এর দ্বারা (সায়েন্স) দুনিয়ার বিনাশও হয়ে যায়। এইসব তো দুঃখের বিষয়, তাই না। তোমাদের তো সাইলেন্সের শক্তি আছে। ওদের সায়েন্সের শক্তি আছে। তোমরা সাইলেন্স থেকে নিজের স্বধর্মে থাকো তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়। তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজস্ব প্রাপ্ত করো, এতে লড়াই ঝগড়ার কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা তো বাবার থেকে রাজত্বের বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো। বাহুবলের তো কথাই আলাদা। কল্প কল্প ধরে তোমরা, বাচ্চারা পতিত থেকে পবিত্র হও আবার পবিত্র থেকে পতিত হয়ে যাও। এই ড্রামা হলো হার জিতের। কিন্তু এই সব কথা সবার বুদ্ধিতে ঢুকবে না। সবাই তো আর সত্যযুগে আসবে না। বেহদের বাবা নিজের বাচ্চাদেরকেই বোঝাচ্ছেন। অন্ ধর্মের লোকেরা পরেই আসে। এই হলো পুরোনো দুনিয়া, দৈবী ধর্মের ফাউন্ডেশন (ভিত) নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া এই কথা তো বলা হবে না যে ফাউন্ডেশন ছিলই না। ছিলো, কিন্তু এখন আর নেই, প্রায় হারিয়ে গেছে। এখন অনেক ধর্ম আছে, একে রাবণ বলা হয়। বলা হয় যে বিষ্ণুর নাভী থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছেন। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই চিত্রের কি অর্থ হবে, বলা? তাহলে বলতে পারবে না। আত্মা তো এক হয়। ওনাকে বিষ্ণু বলা হয়। বিষ্ণুপুরী দেখানো হয়। এখন হলো সঙ্গম, ব্রহ্মাপুরী, তাহলে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো নিশ্চয়ই দরকার। ব্রাহ্মণেরা হলো শিখরের সমান। এই বিরাট রূপের চিত্র বিশেষ করে ভারতবাসীদের জন্য, আর ভারতে অনেক ধর্মের লোকেরা থাকে, এই জন্যই একে (ভারতকে) বিভিন্ন ধর্মের ঝাড় বলা হয়, এই হলো মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় কিন্তু এখানে অনেক ধর্মের লোকেরা থাকে। প্রথমে দৈবী স্বরূপ, তারপর ইসলামী। এরা হলো ব্রাহ্মণ। এই সঙ্গমযুগের কথা তো কেউ জানে না। এই হলো সব থেকে পবিত্র সঙ্গমযুগ। পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ধর্ম, যাঁরা সামাজিক সেবা কাজ

করেন । তোমাদের, বাচ্চাদেরকে রুহানি সামাজিক সেবা কর্মী বলা হয় । সামাজিক সেবা কর্মী ভারতে অনেক আছেন, ওনাদেরও শেখানো হয় যে নম্রতার ভাব নিয়ে সেবা কাজ করো । যারা ঘোর (পাক্কা) কংগ্রেসী ছিলেন তারা তো ঘর ঝাড়া মোছাও করতেন । জমাদারের কাজও করতেন। যারা আরো ঘোর (পাক্কা) কংগ্রেসী ছিলেন তারা চীনামাটির বাসনে খাবারও খেতেন না। যা কিছু অতীত হয়ে গেছে তা ড্রামা ছিল। সেটাই আবার রিপিট হবে । এই সমস্ত কথা বুঝতে পারে না বলে বিভ্রান্ত হয়ে যায় এইজন্যই ড্রামার রহস্য প্রথমেই কাউকে বোঝানো উচিত নয় । বলে যে এইসব ড্রামাতে গণ্ডিত থাকলে আমরা স্বতস্ফূর্ত ভাবে রাজ্য প্রাপ্ত করবো আর পুরুষার্থও স্বতস্ফূর্ত ভাবে হয়ে যাবে । এমনও অনেকে আছেন যারা এখনও হেলায়(care less) দিন কাটাচ্ছে , জ্ঞানের রহস্য পুরো বুঝতে পারে না । আরে, বিনা পুরুষার্থে জলও পাবে না । আপনা আপনিই কি জল মুখে পড়বে !

বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র বানাবার জন্য। উনি এসে সহজ রাস্তা দেখান, আত্মাকে পবিত্র বানাতে হলে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । বাবা পবিত্র হবার জন্য শ্রীমত দেন, "আমাকে স্মরণ করো" । কিন্তু উনি তো নিরাকার, তাহলে নিশ্চয়ই সাকারে এসে শ্রীমত দেবেন । বাবা বলেন -- এই শরীরও নির্দিষ্ট হয়ে আছে । এই শরীর পরিবর্তন হতে পারবে না(যার জন্য যেটা নির্ধারিত) । এটাও গ্রন্থিত হয়েই আছে। মহিমা বর্ণনা আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করান । এই ভগবানুবাচ যে আছে, তা বলবার জন্য মুখ তো দরকার । প্রেরণার দ্বারা পড়াশোনাতো আর হয় না । বাবা এসে এঁনার দ্বারা নির্দেশ দেন । এই সব চিত্র ইত্যাদি ব্রহ্মা তো তৈরি করেননি । ইনিও তো পুরুষার্থী । এরা তো কেউ নলেজ ফুল নয় । এরা তো ভক্তি মার্গের পথিক ছিলেন। ভক্তের উদ্ধার ভগবানই তো করেন । উনি এসে ভক্তির ফল প্রদান করেন । তোমাদেরকে, বাচ্চাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানান । বাবা এঁর মধ্যে প্রবেশ করে রাজযোগ শেখান, এঁনার নাম শিববাবা । উনি বলেন যে আমার এই জন্ম দিব্য আলৌকিক পূর্ণ । আমার আসার পাট একবার, কেবল সঙ্গমের সময় । এমনও হয় না যে তোমাদের আত্মাদের ডাক শুনে আসি । যখন আমার আসার সময় হবে - - তখন এক সেকেন্ডও এদিক ওদিক হবে না । একদম সঠিক সময়ে এসে পড়ব । আমার তো অঙ্গ প্রতঙ্গ (organ) নেই যে তোমাদের ডাক শুনে পাব। এই ড্রামা বানানো হয়েছে । যখন সময় হবে তখন এসে পতিতদের পবিত্র বানাবো। এমনও হয় না যে আমাদের চিৎকার ভগবান শোনে। অনেক বাচ্চারা বাবাকে বলে যে বাবা আপনি তো সর্বগুপ্ত, অন্তর্যামী(জানি জাননহার), আমরা পরীক্ষায় পাশ করবো কি? এই কাজটা হবে তো? বাবা বলেন, আরে! আমি তো আসিই পতিত পতিতদের পবিত্র হবার পথ দেখাতে । আমার যা পাট আছে সেটাই করবো । যা শোনাবার নয় তা শোনাবো না । আমি তো এই সব কথা বলবার জন্য আসি না । আমিও ড্রামার বন্ধনে বেঁধে আছি । প্রত্যেকের পাট ড্রামাতে গণ্ডিত আছে। যে নিশ্চয়ই বুদ্ধির(দুট বুদ্ধি) নয় সে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত নয় । আর সে কথা বার্তাও সেই রকমই বলবে । আর বাদবাকি যে সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী আত্মারা আছে, ওদেরকে তো বাবার কাছে নিশ্চয়ই এসে শুনে হবে আর বাবার বর্সা(অধিকার) নিতে হবে । আর বাকি যারা অধিক পুরুষার্থ করতে পারে না, তারাও স্বর্গে যাবে নিশ্চয়ই । কিন্তু শাস্তি পেয়ে কোন পদ প্রাপ্ত করবে অনেকেই তো বলে যে বাবা আমরা সূর্যবংশী হবো, নারায়ণ হবো । কিন্তু বাচ্চাদের পুরুষার্থ অনেক করতে হবে । বাবাকে অনুসরণ করার শক্তিও থাকা দরকার । ফলো ফাদার, বাবাকে অনুসরণ করবে তো, একে দেখো এ কেমন করে সব সমর্পণ করে দিয়েছে। সব

কিছু ঈশ্বরার্থে অর্পণ করে দিয়েছে । ঈশ্বরার্থে সব কিছু অর্পণ করে নিজের মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। পূর্বে ভাঙি থেকে অনেকে বেরিয়ে এসেছে, এখন আর সেরকম ভাঙি হতে পারবে না । এই কার্যে মাতাগণ, কন্যাগণ এগিয়ে যায় । এতে তো কন্যাগণ অনেক তীব্র গতিতে যায় । দেহ আর দেহ সম্পর্কিত সব কিছু ভুলে যেতে হবে, কেননা আমাদের ঘরে ফিরতে হবে । এখন বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো । এখন তো নাটক সম্পূর্ণ হবার সময়, খুব অল্প সময় আছে । যেমন প্রেমী ও প্রিয়তম (আশিক মাসুক) হয়। এই বাবা হলেন প্রিয়তম , প্রেমিক নন । বাবা বলেন যে তোমরা পতিত হয়েছো তাই জন্য তোমাদেরকেই স্মরণ করতে হবে । আমি তো পতিত হইনি যে আমি তোমাদের স্মরণ করবো । আমি যুক্তি বলে দিই, সেই মতো চলো । এই দুনিয়া থেকে মমত্ব মেটাতে থাকো । এখন তো ফিরতে হবে । এই বুদ্ধি হলো জ্ঞানের বুদ্ধি । এই শরীরও পুরোনো । সত্যযুগে নিরোগী শরীর প্রাপ্ত হবে । তারপর আমরা পরিষ্কার (ফর্সা) হয়ে যাবো । শ্যামবর্ণ থেকে ফর্সা কেমন করে হয়, তা তোমরা জানো । রামকেও শ্যামবর্ণ দেখানো হয়েছে । শিবের লিঙ্গও কালো বানিয়েছে । উনি তো কালো হতে পারেন না । উনি সর্বদা পবিত্র, ওনাকে তো সাদা হওয়া উচিত ।

বাবা বলেন -- চিত্র এমন ভাবে বানাও যা দেখামাত্র আকৃষ্ট করে । খবরের কাগজে কত চিত্র থাকে । তোমাদের থাকে না । বাবা তোমাদের, বাচ্চাদেরকে তো বেআক্কেল থেকে বুদ্ধিমান বানান । এই লক্ষী নারায়ণকে কে বুদ্ধিমান বানিয়েছেন? বাবা যোগের দ্বারা বানিয়েছেন । তোমাদের, বাচ্চাদের যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তা বিতরণ করতে হবে, বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । গভর্নমেন্ট জনগণের জন্য কত খরচ করে । এখানে যারা তোমরা বাচ্চারা বাবার হয়ে আছ, আর যা কিছু বাবার, সেই সব কিছু তোমাদের বাচ্চাদের জন্য । বাবা বলেন — আমি হলাম নিষ্কাম সেবাধারী । আমি তো দাতা । এই খেয়াল থাকা উচিত নয় যে আমরা শিববাবাকে দিয়ে দিই । শিববাবা ২১ জন্মের জন্য এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। এই বাবা কিছু নেন না, সব দান করেন । বাবা তো দাতা । আচ্ছা -- ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যেমন ব্রহ্মাবাবা সমর্পিত (স্যারেন্ডার) হয়েছেন, তেমনই ফলো ফাদার হওয়া উচিত। নিজের সব কিছু ঈশ্বরার্থে অর্পণ করে ট্রাষ্টি হয়ে মমত্ব মেটাতে হবে ।

২) শেষে এসে প্রথমে যাওয়ার জন্য স্মরণ আর পড়াশোনার ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে ।

বরদান :- মাষ্টার ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রত্যেক কর্ম যুক্তিযুক্ত ভাবে করার জন্য কর্ম বন্ধন মুক্ত ভব !

যা কিছু সংকল্প করো, যা কিছু বলো, যা কিছু কর্ম করো-- তা যদি মাষ্টার ত্রিকালদর্শী হয়ে করো তাহলে যে কোনো কর্ম ব্যর্থ অথবা অনর্থ হতে পারবে না । ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ সাক্ষীভাবের স্থিতিতে স্থির হয়ে, কর্মের গুহ্য গতিকে জেনে এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করা হলে, কখনো কর্মের বন্ধনে বেঁধে থাকবে না । প্রত্যেক কর্ম করতে করতে কর্ম বন্ধন মুক্ত, কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করতে থাকবে ।

স্নোগান :- যার কাছে হৃদের (লৌকিক) সব ইচ্ছার অবিদ্যা (ignorant of desires) আছে সে-ই হল মহান সম্পত্তিবান বা ধনবান ।

' সঙ্কল্প শক্তির গুরুত্ব জেনে এই শক্তি বাড়াও এবং প্রয়োগ করো'

আজ উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা তাঁর শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন কেননা সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মাদের তুলনায় তোমরা আত্মা রূপী বাচ্চারাই হলে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হাইয়েস্ট । দুনিয়ার লোকজন বলে হাইয়েস্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড তাও এক জন্মের জন্যে কিন্তু তোমরা আত্মা স্বরূপ বাচ্চারাই হলে হাইয়েস্ট বা শ্রেষ্ঠ ইন দি কল্প । সম্পূর্ণ কল্পে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ । জানো তো ? নিজের অনাদি কাল দেখো , অনাদি কালেও তোমরা সব আত্মারা বাবার কাছেই থাকবে। দেখছ কি , অনাদি রূপে বাবার সাথে কাছে থাকবে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা হলে তোমরা। থাকবে তো সবাই কিন্তু তোমাদের স্থান রয়েছে অনেক কাছে। তার মানে অনাদি রূপেও হলে উঁচু থেকে উঁচু । তারপরে এসো আদিকালে , সব বাচ্চারাই দেব- পদধারী হবে। মনে আছে নিজের দৈবী স্বরূপ ? আদিকালে সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ হও। তন-মন-ধন আর জন এই চারটি রূপেই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ হও। সদা সম্পন্ন হও , সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ হও। এমন দেব-পদ অন্য কোনো আত্মাদের প্রাপ্ত হয়না। সে ধর্মাত্মা - ই হোক , মহাত্মা -ই হোক কিন্তু এমন সর্ব প্রাপ্তিতে শ্রেষ্ঠ , অপ্রাপ্তির নাম-গন্ধ নেই , কেউ অনুভব করতে পারবেনা । তারপরে এসো মধ্যকালে , তো মধ্যকালেও তোমরা আত্মারা পূজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমাদের জড় চিত্রও পূজিত হয়। কোনো আত্মাদের এমন বিধি পূর্বক পূজা হয়না। যেমন পূজ্য আত্মাদের বিধি পূর্বক পূজা হয় তো ভাবো এমন বিধি পূর্বক আর কার পূজো হয় ! প্রতিটি কর্মের পূজা হয় কারণ তোমরা হলে কর্মযোগী । তাই পূজাও প্রতিটি কর্মের হয়। সে ধর্মাত্মা এবং মহাত্মাদের সাথেই মন্দিরে রাখা হয় কিন্তু বিধি পূর্বক পূজা হয়না। তাহলে মধ্যকালেও হলে হাইয়েস্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । এরপর এসো বর্তমানে অস্তিম কালে, তো অস্তিম কালেও এখন সঙ্গমে শ্রেষ্ঠ আত্মাই তো হয়েছ। শ্রেষ্ঠতার কি প্রমাণ আছে ? স্বয়ং বাপদাদা , পরমাত্ম আত্মা আর আদি আত্মা অর্থাৎ বাপদাদা দুজনের দ্বারা-ই পালনা প্রাপ্ত হচ্ছে , পড়াশোনা হচ্ছে , সাথে সঙ্কল্প দ্বারা শ্রীমত নেওয়ার অধিকারও প্রাপ্ত হয়েছে। তো অনাদিকাল , আদিকাল , মধ্যকাল আর এখন অন্তকালেও হও তোমরা হাইয়েস্ট , শ্রেষ্ঠ । এতটা নেশা থাকে কি ?

বাপদাদা বলেন এই স্মৃতিকে ইমার্জ করো। মনে , বুদ্ধিতে এই প্রাপ্তি স্মরণ করো। যত স্মরণে ইমার্জ থাকবে ততই স্মৃতিতে রহানী নেশা থাকবে। খুশী হবে , শক্তিশালী হবে। এতখানি হাইয়েস্ট আত্মা হয়েছ কি ? এই নিশ্চয় পাকা আছে তো ? যে আমরাই হলাম হাইয়েস্ট , শ্রেষ্ঠ হয়েছিলাম , বর্তমানে হয়েছি এবং সর্বদাই শ্রেষ্ঠ স্বরূপে পরিণত হব। নেশা আছে কি ? পাকা নিশ্চয় থাকলে হাত তোলো। টিচাররাও হাত তুলেছে।

মাতারা সর্বদাই খুশীর দোলনায় দুলতে থাকে , থাকে কিনা ! মাতাদের অনেক নেশা থাকে, কি নেশা থাকে তো ? আমাদের জন্যে বাবা এসেছেন । নেশা আছে কিনা ! দ্বাপর থেকে সবাই নীচে নামিয়েছে , তাই বাবা মাতাদের উপরে অনেক স্নেহ বর্ষণ করেন আর বিশেষত মাতাদের জন্যেই এসেছেন । এখন তো খুশী অনুভব করছ , কিন্তু সদা খুশীতে থাকতে হবে । এমন যেন না হয় যে

এখন হাত তুলছ আর ট্রেনে গিয়েই একটু একটু নেশা চলে যেতে থাকবে , সর্বদা একরস , অবিনাশী নেশা যেন থাকে। কখনও কখনও নয় , সদাকালের নেশা সর্বদাই খুশী প্রদান করে। মাতাদের চেহারা সর্বদা এমন হওয়া উচিত যে দূর থেকে রুহানী গোলাপ স্বরূপে দৃশ্যমান হও কেননা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কথা সবার ভালো লাগে , বিশেষত্ব দেখা দেয় সেইটি হল যে মাতারা হলেন রুহানী গোলাপের মতন সর্বদা প্রস্ফুটিত ফুলের মতো এবং মাতারাই দায়িত্ব নিয়েছে , মাতারাই এত বড় কাজ করেছে। সেখানে মহামন্ডেলস্বর হলও বুঝতে পারে যে মাতারা হয়েছেন নিমিত্ত এবং এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করছেন । মাতাদের জন্যে কথায় বলে -- যদিও কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু কথায় বলে দুইজন মাতা একত্রে কাজ করবে , খুবই মুশকিল । কিন্তু এখানে নিমিত্ত কে ? মাতারাই হল কিনা! যখন সাক্ষাতে আসে তখন কি জিজ্ঞেস করে ? মাতারা চালাচ্ছেন , লড়াই ঝগড়া হয় নাতো ? খিটখিট হয় না তো ? কিন্তু তারা কি জানে যে এরা কোনো সাধারণ মাতা নয় , এরা হল পরমাত্মা দ্বারা নিমিত্ত আত্মা । পরমাত্ম বরদান এদের চালাচ্ছে। এমনতো নয় ভাই অর্থাৎ পান্ডবরা ভাবে যে মাতাদেরই সম্মান আছে , আমাদের নেই। তোমাদেরও অর্থাৎ পাঁচ পান্ডবদেরও গায়ন আছে। শক্তির সাথে , ৭টি শীতলা দেখানো হয় তো একটি পান্ডবও দেখান হয়। আর পান্ডবদের ছাড়া মাতারা চালাতে পারবেনা , মাতাদের ছাড়া পান্ডবরা চালাতে পারবেনা । দুইটি ভূজা প্রয়োজন কিন্তু মাতাদের অনেক নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল , সেইজন্য বাবা মাতাদেরকে আগে রেখে দুনিয়া যে কাজটি অসম্ভব ভাবে , সেই কাজটি করে দেখাচ্ছেন । তোমরা মাতাদের দেখে খুশী তো ? নাকি খুশী না ? খুশী হয়েছে তো ? যদি মাতাদের বাবা নিমিত্ত না করতেন তো নতুন জ্ঞান , নতুন সিস্টেম হওয়ার জন্যে পান্ডবদের দেখে খুব হাস্যময় হয় । মাতারা হলেন ঢাল কারণ জ্ঞান হল নতুন তাইনা ! নতুন কথা কিনা। কিন্তু বোনেরদের সঙ্গে ভাইরা সদা-ই রয়েছে । পান্ডব নিজের কাজে অগ্রণী রয়েছে এবং বোনেরা নিজের কাজে অগ্রণী রয়েছে । দুইজনেরই মতানুসারে প্রতিটি কাজ নির্বিঘ্ন চলছে।

বাপদাদা প্রতিদিন বাচ্চাদের বিভিন্ন কাজ দেখেন । নতুন প্ল্যান বানাতেই থাকে। সময় তো সবার মনে আছে। মনে আছে কি ? ৯৯ -এর চক্রও পুরো হয়ে গেল তাইনা ! কি ভাবছিলে , ৯৯ এসেছে, ৯৯ এসেছে। কিন্তু তোমাদের সবার জন্যে সেবা করার বছর , নির্বিঘ্ন থাকার বছর এসেছে। দেখো ৯৯-তে মৌনতার ভাঙিও করছ তাইনা ! দুনিয়া ঘাবড়াচ্ছে আর তোমরা , যত তারা ঘাবড়াচ্ছে ততই তোমরা সবাই স্মরণের গভীরে যাচ্ছ। মনের মৌনতা আছেই , জ্ঞানসাগরের গভীরে যাওয়া আর নতুন অনুভূতির রস প্রাপ্ত করা। বাপদাদা আগেও ইশারা দিয়েছেন -- সবচেয়ে বড় খাজানা হল যে বর্তমান এবং ভবিষ্যত নির্মাণ করে , সেইটি হল শ্রেষ্ঠ খাজানা , শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়ের খাজানা । সঞ্চয় শক্তি হল খুবই বড় শক্তি যা তোমাদের কাছে রয়েছে - শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়ের শক্তি । সঞ্চয় তো সবার কাছে আছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ শক্তি , শুভভাবনার শুভকামনার সঞ্চয় শক্তি , মন-বুদ্ধি একত্র করার শক্তি - শুধুমাত্র তোমাদের কাছেই আছে। আর যত এগিয়ে যাবে এই সঞ্চয় শক্তি জমা করবে , ব্যর্থ নষ্ট করবেনা , ব্যর্থ নষ্ট করার মুখ্য কারণ হল ব্যর্থ সঞ্চয় । ব্যর্থ সঞ্চয় , বাপদাদা দেখেন যে মেজরিটি বাচ্চাদের সারাদিন এখনও ব্যর্থ রয়েছে । যেমন স্থূল ধন যথাযথ ভাবে (ইকোনমিক্যালি) ব্যবহার করে যারা তারা সদা সম্পন্ন থাকে আর ব্যর্থ নষ্ট করে যারা তারা ধোঁকা খেয়ে যায়। এমনই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ সঞ্চয়ে এতটা শক্তি আছে যে তোমাদের ক্যাচিং পাওয়ার , ভাইব্রেশন ক্যাচ করার পাওয়ার , অনেক বেড়ে যায়। এই ওয়ারলেস , টেলিফোন ইত্যাদি যেমন সাইন্সের সাধন কাজ করে তেমনই এই শুদ্ধ সঞ্চয়ের খাজানা , এমনই কাজ করবে যে লন্ডনে বসে

থাকা যে কোনো আত্মার ভাইব্রেশন তোমাদের এমন স্পষ্ট ভাবে ক্যাচ হবে যেমন ওয়ারলেসের মাধ্যমে বা টেলিফোন , টিভির , এই যত রকমের উপকরণ আছে কতরকমের সাধন বেরিয়েছে, এর চেয়েও স্পষ্ট হবে তোমাদের ক্যাচিং পাওয়ার , একাগ্রতার শক্তির দ্বারা বাড়বে। এই আধার তো শেষ হবেই । এই সব সাধন কোন আধারে অবস্থিত আছে ? লাইটের আধারে । যেসব সুখের সাধন আছে মেজরিটি লাইটের আধারে আছে। তাহলে তোমাদের আধ্যাত্মিক লাইট , আত্মার লাইট এই কাজ করতে পারবেনা । যা চাইবে সে কাছেরই হোক আর দূরেরই হোক সবরকমের ভাইব্রেশন ক্যাচ করতে পারবে। এখন কি চলছে , একাগ্রতার শক্তি মন-বুদ্ধি দুই-ই একাগ্র হলে ক্যাচিং পাওয়ার হবে। অনেক অনুভব হবে। সঞ্চল্ল করবে - নিঃস্বার্থ রূপে , স্পষ্ট আর কুইক অনুভব হবে। সাইলেন্সের শক্তির সামনে এই সাইলেন্সের শক্তি মাথা নোয়াবে । এখনও ভাবে যে সাইলেন্সে কোনো কিছু ঘটিত আছে যা ভরা উচিত তাইজন্য বাপদাদা পুনরায় আন্ডারলাইন করাচ্ছেন যে অন্টিম স্টেজ , অন্টিম সেবা - এই সঞ্চল্ল শক্তি খুব ফাস্ট সেবা করাবে তাই সঞ্চল্ল শক্তির উপরে বিশেষ অ্যাটেনশান দাও। সেভ করো , জমা করো। অনেক কাজে লাগবে। এই সঞ্চল্ল শক্তি দ্বারা প্রয়োগী তৈরী হবে। সাইলেন্সের এত গুরুত্ব কেন রয়েছে ? প্রয়োগ করা হয় তাই সবাই বুঝতে পারে যে সাইলেন্স ভাল কাজ করছে। তাহলে সাইলেন্সের পাওয়ার যদি প্রয়োগ করতে হয় তারজন্যে একাগ্রতার শক্তি চাই আর একাগ্রতার মূল আধার হল মনের কন্ট্রোলিং পাওয়ার , যার দ্বারা মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের শক্তির অনেক মহিমা আছে , এই রিদ্ধি সিদ্ধি কারী মনের শক্তি দ্বারা অল্পকালের চমৎকার দেখায় । তোমরা তো বিধি পূর্বক , রিদ্ধি সিদ্ধি নয় , বিধি পূর্বক কল্যাণের চমৎকার করে দেখাবে যা বরদান স্বরূপে পরিণত হয়ে যাবে , আত্মাদের জন্যে এই সঞ্চল্ল শক্তির প্রয়োগ বরদান রূপে পরিণত হবে। তাহলে প্রথমে চেক করো যে মনকে কন্ট্রোল করার কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে কি? সেকেন্ডের মধ্যে সাইলেন্সের শক্তি যেমন সুইচের আধারে , সুইচ অন করো আর অফ করো - তেমনই সেকেন্ডে মনকে যেখানে চাও যেমন করে চাও যতক্ষণ চাও ততই কন্ট্রোল করতে পারো ? অনেক ভাল-ভাল আত্মারা নিজের প্রতি অন্যের সেবার প্রতি সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু বাপদাদা দেখেন যে সঞ্চল্ল শক্তির জমা খাতার প্রতি এখনও সাধারণ অ্যাটেনশন রয়েছে । যতটা হওয়া চাই ততটা নেই। সঞ্চল্লের আধারে কথা বলা কর্ম করা অটোমেটিক চলে। আলাদা ভাবে পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই আজ বলা কন্ট্রোল করো , আজ দৃষ্টিকে অ্যাটেনশনে আনো , পরিশ্রম করো , আজ বৃত্তিকে অ্যাটেনশন দিয়ে চেঞ্জ করো। যদি সঞ্চল্ল শক্তি পাওয়ারফুল হয় তো এই সব স্বতঃই কন্ট্রোলে এসে যায়। পরিশ্রম থেকে মুক্তি হয়ে যায়। তাই সঞ্চল্ল শক্তির গুরুত্ব জানো ।

এই ভাটির আয়োজন বিশেষ ভাবে এইজন্য করানো হয় যাতে অভ্যেস হয়ে যায়। এখানকার অভ্যেস ভবিষ্যতে অ্যাটেনশান দিয়ে করবে তখনই অবিনাশী হবে। বুঝলে । এর গুরুত্ব হল কতখানি ? তোমাদের কাছে বিশাল উঁচু থেকে উঁচু খাজানা বাবা দিয়েছেন । এই শ্রেষ্ঠ সঞ্চল্ল , শুভভাবনা, শুভকামনার সঞ্চল্লের খাজানা আছে কি ? বাবা সবাইকে দিয়েছেন কিন্তু জমা তো নম্বর অনুযায়ী করে আর প্রয়োগ করার শক্তিও নম্বর অনুযায়ী আছে। এখনও শুভ ভাবনা বা শুভ কামনার প্রয়োগ করেছে কি ? বিধি পূর্বক করলে সিদ্ধির অনুভূতি হয় কি ? এখনও অল্প হয়। শেষমেশ তোমাদের সঞ্চল্লের শক্তি এত মহান হয়ে যাবে যে সেবায় মুখের কথায় সংবাদ বিতরণে সময় দাও , সম্পত্তি লাগাও , হলচলে অর্থাৎ ব্যস্ততা অনুভব করো , ক্লান্তিও অনুভব করো ... কিন্তু শ্রেষ্ঠ সঞ্চল্লের সেবায় এইসব কিছু সেভ হয়ে যাবে। তাই বাড়ানো । এই সংকল্প শক্তি বাড়ালে প্রত্যক্ষতাও শীঘ্র হবে। এখন ৬২-৬৩ বছর হয়ে গেছে , এত সময়ে কত আত্মা তৈরী হয়েছে ? ৯ লক্ষও হয়নি ।

এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বে সংবাদ পৌঁছাতে হবে তো কত কোটি আত্মারা রয়েছে ? এখনও পর্যন্ত ভগবান হলেন এদের শিক্ষক , ভগবান এদের চালাচ্ছেন, করাবনহার পরমাত্মা করাচ্ছেন ... এই কথাই স্পষ্ট হয়নি । ভাল কাজ আর শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে এই আওয়াজ আছে কিন্তু করাবনহার অর্থাৎ যিনি করাচ্ছেন তিনি গুপ্ত রয়েছেন । তো বর্তমানে সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা প্রত্যেকের বুদ্ধির পরিবর্তন করতে পারো । তা অহো প্রভু বলেই প্রত্যক্ষ হোক বা পিতা স্বরূপেই প্রত্যক্ষ হোক। তো বাপদাদা এখনও অ্যাটেনশান দিচ্ছেন যে সঙ্কল্প শক্তি বাড়াও আর প্রয়োগ করো । বুঝলে।

আচ্ছা - আজকে মাতাদের চান্স রয়েছে , এক হল মাতাদের গ্রুপ আর আরেক হল মেডিকাল গ্রুপ , দুটো বর্গ হল কিনা। মাতারা কি কামাল করে দেখাবে ? মেম্বার তো হয়েছে ? মহিলা বর্গের মেম্বার হয়েছে , ভাল কথা তাইনা ! যারা মেম্বার হয়েছে ভালো কাজ করেছে। এখন তোমরা সবার নাম লিস্ট করে গভর্নমেন্টকে পাঠাবে , পাঠাবে তো , ভয় পাবেনা । ইনকামট্যাক্সের লোক আসবেনা তোমাদের কাছে , তাই নাম পাঠিয়ে দাও যে এই মাতা-রা এখন জগতের মাতা স্বরূপে পরিণত হয়ে জগতকে শোধরাবে। এই কাজ করবে তো ? তাহলে গভর্নমেন্টকে তোমাদের নাম পাঠানো হোক যে এতজন মাতা-রা দুনিয়াকে স্বর্গে পরিণত করবে। পাঠানো হবে কি , হাত তোলো , ভয় পাও না তো? ভয় পাবেনা কিন্তু খেয়াল রাখবে যদি তোমাদের খোঁজ করা হয় তবে নিজের ঘরটি স্বর্গে পরিণত করো কেননা প্রথমে ঘর তারপরে বিশ্ব। তো যদি কেউ বাড়িতে এসে দেখে যে মাতাজির বাড়িতে সুখ-শান্তি আছে কি ? তো দেখতে পাবে , ঘরকে স্বর্গে পরিণত করবে ? নাকি বিশ্বকে স্বর্গে পরিণত করবে , ঘরকে নয়। প্রথমে ঘরকে পরিণত করো তবেই অন্যদের উপরে প্রভাব পড়বে । নাহলে তো বলবে ঘরে কলহ চলছে , স্বর্গ কোথায় । তাইজন্য মাতাদের এমন বায়ুমন্ডল তৈরী করতে হবে যে সবাই যেন দেখতে পায় যে মাতারা পরিবর্তন ভাল করেছে। আচ্ছা যারা মেম্বার তারা হাত তোলো । কতজন মেম্বার রয়েছে ? (এক হাজার এসেছে) এক হাজার তো অনেক । তো যারা হাত তুলেছে মেম্বাররা , তাদের বাড়িতে সুখ-শান্তি আছে কি ? হ্যাঁ তাহলে হাত তোলো। উঠে দাঁড়াও। বুঝতে পেরেছ নাকি এমনিই উঠে দাঁড়িয়েছ । ঘরে স্বর্গ আছে তো ? ঘরে শান্তি আছে তো ? আচ্ছা - এদের ফটো তোলো । আচ্ছা ।

চারিদিকের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের , আদি-মধ্য-অন্তে শ্রেষ্ঠ পার্টধারী আত্মাদের , সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প শক্তির বিধি অনুভবকারী আত্মাদের , সর্বদা সহজযোগী হওয়ার সাথে প্রয়োগী আত্মাদের , সর্বদা সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা সর্বশক্তি বৃদ্ধি করে এমন আত্মাদের , মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণকারী আত্মাদের , সदा প্রয়োগী বাচ্চাদের
স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

বরদান : পুরানো সংস্কার বা বিঘ্ন থেকে মুক্তি প্রাপ্তকারী সদা শক্তি সম্পন্ন ভব।

কোনো প্রকারের বিঘ্ন থেকে , দুর্বলতা থেকে বা পুরানো সংস্কার থেকে মুক্ত হতে শক্তি ধারণ করো অর্থাৎ অলংকারী রূপ ধরে থাকো। যারা সদা অলংকারে সেজেগুজে থাকে তারা ভবিষ্যতে বিষ্ণুবংশী হয় কিন্তু এখন বৈষ্ণব হয়ে যায়। তাদের কোনোরকম তমোগুণী সঙ্কল্প বা সংস্কার স্পর্শ করতে পারেনা। তারা পুরানো দুনিয়া অথবা দুনিয়ার কোনো বস্তু এবং ব্যক্তির থেকে সহজেই কিনারা করে নেয় , তাদের কারণে অকারণে কেউ স্পর্শ করতে পারেনা।

স্লোগান : প্রতিটি সময় প্রতিটি কর্মে ব্যালেন্স রাখাটাই হল সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তির সাধন।

" মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য বাবার সাথে সদা সত্যতা রক্ষা করো , বাবাকে সত্য কথা না বললে পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে । "

প্রশ্ন :- রুদ্র যজ্ঞের রক্ষক সত্যিকারের ব্রাহ্মণদের চিহ্ন কি এবং তাদের ধারণা শোনাও ?

উত্তর :- যজ্ঞের রক্ষাকারী ব্রাহ্মণরা কখনো কোনো উল্টো কর্ম করতে পারবে না । তারা দেহী - অভিমানী হয়ে প্রথমে নিজেদের রক্ষা করবে । তাদের মধ্যে রাবণের কোনো অংশ বা ভূত থাকবে না। তাদের ব্যবহার খুবই মিষ্টি হবে । বাবার সঙ্গে তারা সর্বদা সত্যতা বজায় রাখবে । কোনো আসুরী মানুষ যদি ভুলও করে , তাহলেও তাদের ওপর ক্রোধ করবে না । প্রতি কর্মে বাবার নিদর্শন রাখবে।

গীত :- যে পিয়ার সঙ্গে আছে

ওম্ শান্তি । যারা পিয়া অর্থাৎ বাবার সঙ্গে আছে - সেইসব ভাই এবং বোনেরা , একে অপরকে সাহায্য করে থাকে । অন্য কোনো সেন্টারে তো এমন হয় না । এখানেই এমন নিয়ম । যতক্ষণ পর্যন্ত না বাপদাদা আসেন ততক্ষণ পর্যন্ত একজন অপরজনকে বাপদাদার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগানোয় সাহায্য করার জন্য যোগে বসে । তারা নিজেরাও যোগে বসে এবং অন্যকেও ইশারার দ্বারা যোগে বসতে সাহায্য করে । তারা বলে , আমরাও বাবার স্মরণে বসেছি , তোমরাও বসো । বাচ্চারা জানে যে শিববাবাকে স্মরণ করলে আমাদের বিকর্ম ভস্ম হবে । তোমাদের একজনকে অন্যজনকে সাহায্য করতে হবে । যারা সামনে বসে তাদেরও সেই সময় স্মরণে থাকতেই হবে । এমন নয় যে ছাত্রদের বললো তোমরা বাবার স্মরণে বসো আর শিক্ষকের বুদ্ধিই এদিক ওদিক সম্বন্ধীদের মধ্যে ঘুরতে থাকলো । এতো শোভা পায় না । যাতে শিক্ষকের উপর দোষ না পড়ে তাই প্রথমেই নিজের বুদ্ধিকে এই অবস্থায় রাখতে হবে । আমরা বাবাকে স্মরণ করছি বিকর্ম বিনাশ করার জন্য । এতে কিছু বলারও দরকার পরে না । তোমাদের বুদ্ধিতে তোমরা বুঝতে পারো যে -বাইরের দুনিয়ায় থাকা মানুষদের মধ্যে তাদের জাগতিক কর্ম , মিত্র - সম্বন্ধী , গুরু - গোঁসাই ইত্যাদির অশান্তি চলতেই থাকে । বুদ্ধিও সেখানেই চলে যায় । এখানে তো তোমাদের কোনো জাগতিক ব্যবসা নেই । এখানে তোমরা বাবাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করতে পারো , যত সম্ভব বাবাকে স্মরণ করা উচিত । যদি মিত্র - সম্বন্ধীদের স্মরণ আসে , বুদ্ধি এদিক ওদিক গেলে দণ্ড খেতে হবে । যারা যোগে না থাকে তারা বায়ুমন্ডলকে অশুদ্ধ করে দেয় । সবাই তো আর বাবার স্মরণে থাকে না । কেউ কেউ কখনো সত্যিকথা বাবাকে বলে না যে আমাদের যোগ লাগে না , অন্য মানুষদের কথা মনে এসে যায় । সত্যিকারের বাচ্চারা বাবার কাছে এসে চট করে এই কথা শোনায় যে আমাদের দ্বারা এই পাপ হয়ে গেছে । অমুকের ওপর রাগ করেছি , তাকে মেরেছি । অনেক বাচ্চারাতো সত্যি কথা কখনো বলে না। তখন এই অভ্যাস আরো গভীরভাবে হয়ে যায় । অনেক বিকর্ম হতে থাকে । আগে মাঝা কাছারি করাতেন । তিনি জিজ্ঞেস করতেন , তোমরা কেউ কোনো বিকর্ম করেছো কি ? এ তো বাবা বোঝান যে সত্যি কথা না বললে দণ্ড খেতে হবে । লাভের বদলে লোকসান হয়ে যাবে । সত্যতা রেখে খুব অল্পজনই চলে , যারা এই সত্য বাবার সেবায় সত্যতা রেখে চলে । যে কোনো মানুষকে বাবার পরিচয় দেওয়া খুবই সহজ । কিন্তু প্রদর্শনী ইত্যাদিতে এতো লোক আসে তার মধ্যে খুব অল্প লোকই বুঝতে পারে । কেবল ভুল ধারণা দূর হয়ে যায় । তার মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তাদের বুদ্ধিতে

এই কথা বসবে । বাকি আসুরী সম্প্রদায় বুঝবেই না । এই সঙ্গম যুগেই একদিকে আসুরী সম্প্রদায় আর একদিকে দৈবী সম্প্রদায় । তোমরা এখন দৈবী গুণ ধারণ করে দৈবী সম্প্রদায় তৈরী হচ্ছে । এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আর অন্যরা হলো শূদ্র সম্প্রদায় । এই সব রহস্য তোমরাই জানো। তোমরা ৬৪ জন্মের চক্র শেষ করেছো । এখন আবার চক্র নতুন করে ঘুরবে । এখন এই চক্র শেষ হতে চলেছে এরপর তোমাদের এখন থেকে ওপরে যেতে হবে । বাকি ছবি দেখে অনেকেই কিছু বোঝে না তাই বাবা বলেন এরা হলো আসুরী সম্প্রদায় , পাথরতুল্য বুদ্ধি । এইসব নাম নাটকে নিহিত আছে । বাবা বোঝান যে , আমি গরীবের ভগবান । গরীবরাই দান গ্রহণ করে । এখানেও গরীবরাই আসবে । তাদেরই তোলায় চেষ্টা করো । যেমন কুরুক্ষেত্রে লক্ষণ বাম্বা , তার এই সেবার অনেক শখ । যত সময় পাওয়া যায় গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রজেক্টার দিয়ে এই সেবা করে । আগে থেকেই সে জানিয়ে দেয় যে আমি আপনাদের এই পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভূগোল প্রজেক্টার দিয়ে বোঝাবো । বাবা বোঝান যে এক একটি ছবি ধরে খুব ভালো করে বোঝাও যে পরম পিতা পরমাত্মা হলেন বেহদের বাবা , তাঁর জন্ম এই ভারতেই হয় । শিব জয়ন্তী এই ভারতেই পালন করা হয় । বাবা এই ভারতে এসেই ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপন করেন । ত্রিমূর্তির চিত্র একনম্বর । এর সামান্যতম জ্ঞানও কারোর নেই । ত্রিমূর্তি নামে একটা বড় বাড়ী আছে , তাই তোমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে যে ত্রিমূর্তি নাম কেন রাখা হয়েছে । ত্রিমূর্তি কারা ? তোমরা পেপারেও দিতে পারো যে ত্রিমূর্তিতে কার কার স্মরণ করা হয় ? রাস্তার নাম রাখার জন্যও কোনো কমিটি থাকে । কিন্তু ভারতবাসী যাঁর পূজো করে তাঁর কাজ সম্বন্ধেই জানে না । না হলে নিজেদের দেবী দেবতা ধর্মেরই বলতো । কিন্তু যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিল , তখন থেকে নিজেদের হিন্দু বলতে শুরু করেছিলো আর ভারত খণ্ডকে বদলে হিন্দুস্থান খণ্ড করে দিয়েছিলো । রাবণ রাজ্যের সময় থেকে হিন্দুস্থান নাম শুরু হয়েছিলো । এখন এই কথা যখন কারোর সময় হবে তখন সে বুঝবে । তারাই সময় এবং সুযোগ পাবে যারা দেবতা হবে । তারাই এখানে আসতে থাকবে । তাদেরই অস্তিমজ্জা এখন নরম করা শুরু হয়েছে । জ্ঞান আর যোগ অগ্নির দ্বারাই পাথর তুল্য বুদ্ধিদের নরম করা হয় । প্রদর্শনীতে খুব ভালো করে বোঝালে এরা নরম হতে থাকে । কেউ কেউ তো এমন থাকে যেন সম্পূর্ণ পাথর , তাদের বারুদ ছাড়া শোধরানো যায় না । তোমাদের তো পরিশ্রম করতেই হবে । শেষের দিকে কাউকে তো থাকতেই হবে । কেবলমাত্র যারা নির্ভয় , যাদের বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথেই থাকবে , তারাই থেকে যাবে । অনেকেরই এই ভয়ের রোগ থাকে । রাত্রে বাবা শিব কুমারকে বলছিলেন, তুমি তো বাবার থেকেও নির্ভীক । গরুকে দেখেও ভয় পাও না । গরু তার মালিক ছাড়া আর কাউকেই কাছে আসতে দেয় না । এখন মানুষের বুদ্ধিও পশুর তুল্য হয়ে গেছে তাই তাদের বানর সম্প্রদায় বলা হয় । নারদও তো মানুষই ছিল । তবুও তাকে বলা হয়েছিল, আয়নায নিজের মুখ দেখো । তোমার মধ্যে আসুরী গুণ আছে । এক নম্বরে হল দেহ - অভিমান । ভগবান নিজেই বলেছেন - এরা হলো বানর সেনা । শাস্ত্রে লেখা আছে - সীতা চুরি হয়েছিলো , তখন বানর সেনা নেওয়া হয়েছিলো । এখন রাবণ তো কোথাও নেই । দশ মাথাওয়ালা রাবণ সীতাকে কিভাবে নিয়ে যাবে ? এ খুবই আশ্চর্য লাগে । এমন কিছু পাথর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছে যারা এগুলোকেই সত্যি - সত্যি বলতে থাকে । বানর সেনাই বা কোথা থেকে আসবে । এখন এই কথা সিদ্ধ হয়ে গেছে যে এই কলিযুগী মানুষই বানর তুল্য । বাবা এসেই আবার তাদের দেবতা বানান । তোমরা সকলকেই বোঝাও যে ভারত একদিন কি ছিলো । বাবা এসেই পতিত মানুষকে পবিত্র বানিয়েছিলেন । তাই বাবা বলেন যে এরাই কংস , জরাসন্ধ এবং শিশুপাল । এই মানুষদের কার্যকলাপ ওদেরই মতো । এ সকল কথাই এই সঙ্গম যুগের । বাবার বোঝানো আর শাস্ত্রের মধ্যে কতো রাত - দিনের তফাত । যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিলো

তখন থেকেই মানুষ নিজেদের হিন্দু বলতে শুরু করেছিলো। জগন্নাথের মন্দিরও আছে। যখন দেবতারা বাম মার্গে গিয়েছিলো, তখনই হিন্দুস্থান নাম রাখা হয়েছিলো। সবাই হিন্দু - হিন্দু বলতে থাকে। তাদের জিজ্ঞেস করো যে হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছিলো তখন তারা বলতেই পারবে না। লক্ষ্মী - নারায়ণকে কেউ হিন্দু বলেই না। তাঁরা তো দেবী - দেবতাই ছিলেন। মিষ্টি -মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চারা, তোমরা তো এখন তোমাদের পিয়ার সাথে আছো। তোমরা প্রত্যক্ষভাবে বাবার বর্ষা বা সম্পত্তি পাছো। তাই তোমাদের কতটা ভালো হওয়া চাই। এ হলো শিববাবার রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে এই যজ্ঞের রক্ষক। ব্রাহ্মণরাই এই যজ্ঞের রক্ষা করে আর ব্রাহ্মণরা যতক্ষণ সময় এই যজ্ঞ রক্ষা করে ততক্ষণ তারা পতিত হয় না। এতো অনেক ভারী যজ্ঞ। ব্রাহ্মণরা কখনোই পতিত হয় না। অনেকে বাবাকে লিখে জানায়, বাবা মুখ কালো করে ফেলেছি। আরে, এ হলো শিববাবার যজ্ঞ। সেখানে সমস্ত ব্রাহ্মণরা, যারা যজ্ঞের রক্ষক তারা উল্টো কাজ করতেই পারে না। তাদের তো সম্পূর্ণ দেহী - অভিমানী থাকতে হবে। কোনো বিকার থাকতেই পারবে না। নিজেদের রক্ষা করতে হবে। নাহলে বুঝতে হবে এরা বাঁদর - বাঁদরী। এরা অনেক পাপের ভাগীদার হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ হয়ে কোনো পাপ কর্ম করলে তার দণ্ডও অনেক ভারী হবে। বলা হয় - এ হলো পূর্ব কর্মের ভোগ। এখন তো বাবা তোমাদের কর্মভীত বানাচ্ছেন। তাই কোনো বিকর্ম করো না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোনরকম ভূত থাকা উচিত নয়। না হলে রাবণের অংশ হয়ে যাবে। না হবে এদিকের না ওদিকের। এ তো শিববাবার যজ্ঞ তাই না। কোনো পাপ কর্ম করলে ধর্মরাজের থেকে অনেক দণ্ড খেতে হবে। যদি এই যজ্ঞে কোনো অপবিত্র কাজ করো তাহলে অনেক দণ্ড ভোগ করতে হবে। খুবই মিষ্টি হতে হবে। যদিও আসুরী মানুষ কিছু কিছু ভুল করতেই থাকবে। কিন্তু তোমাদের বাচ্চাদের কখনোই ক্রোধ আনা চলবে না। সত্যিকারের ব্রাহ্মণদের অনেক সত্যতা রাখতে হবে। যে কেউ এলেই তাদের পথ দেখাতে হবে। বাবা বলেন আমি যদি ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতেও কেউ সামনে এলে তাকে বোঝাতে পারি। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এইকথা যেকোনো কাউকেই তোমরা বোঝাতে পারো। কিন্তু তার আগে নিজেদের মধ্যে সেই গুণ রাখা চাই। যে কোনো ধরনের খারাপ কাজ করা উচিত নয়। নাহলে অনেক সাজা খেতে হবে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ হলো মহাভারী মহাভারতের লড়াই। বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন নতুন দুনিয়ার জন্য। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। এইসব তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। কিন্তু প্রথমে নিজেকে অপগুণ মুক্ত করলেই সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে পারবে। যজ্ঞের ব্রাহ্মণদের তো এই যজ্ঞের রক্ষা খুব ভালোভাবে করতে হবে। খুবই মিষ্টি হতে হবে। যে কোনো লোক দেখলেই যেন বলে এর মধ্যে কোনো দেহ - অভিমানই নেই। অতিথিদের তো সবসময় খাতির করা হয়। সুপুত্র বাচ্চারা বাবার পরিচয় দেবার জন্য অনেক খাতির করবে। বাবার অনেক বাচ্চা, সবাইকেই বোঝাতে থাকে। বাবা এই ভারতেই এই বেহদের যজ্ঞ রচনা করেছেন। তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই বিশ্বের মালিক হবে। পরিশ্রম তো করতেই হবে। পবিত্রতার ওপর কতো ঝগড়া হয়। স্ত্রী যদি জ্ঞানে থাকে আর পুরুষ না থাকে তাহলে তো অবশ্যই ঝগড়া হবে। তোমাদের বাচ্চাদের তো খুশীতে নাচ করা উচিত। কিন্তু এ সবই হলো গুপ্ত। আত্মা তো সুখ অনুভব করে। আমরা ভবিষ্যতে এই বিশ্বের মালিক হতে পারি। এখানে যারা থাকে তাদের পক্ষে তো খুবই সহজ। এখানে তো কোনো জাগতিক কাজকর্ম থাকে না। তোমাদের ব্যবহারে খুবই মিষ্টতা আনতে হবোভূতনাথ হলে এই বিশ্বের মালিক কিভাবে হবে। নিজের এই কামানোকে তো দাগ লাগিয়ে দাও। এই ভূতকে একদম ভাগাতে হবে। সুপুত্র বাচ্চাদের কাজই হলো সাবধান থাকা। আমরা কখনোই বাবার নাম বদনাম করবো না। ভূত যখন প্রবেশ করে তখন তারা বুঝতেই পারে না যে আমাদের

মধ্যে ভূত আছে। পাঁচ বিকারকে ভূত বলা হয়। ওই দুনিয়া হলো নিষ্পাপ দুনিয়া, আর এই দুনিয়া হলো বিকারী পাপের দুনিয়া। তাও মানুষ কিছুই মানে না। অনেক মত - মতান্তর আছে। এই নাটকের নিয়ম অনুসারে বাবা এসেই এক মত বলেন। এও কেউ জানে না। কেবল বলতে থাকে এক মত হওয়া চাই। আরে যখন অনেক ধর্ম, অনেক মত আছে তখন এক মত কি করে হবে। স্বর্গেই এক ধর্ম আর এক মত ছিলো। কোনো মানুষ কি একাই স্বর্গ স্থাপন করতে পারে? পারে না। এ কতো আশ্চর্যের কথা। কেউ যদি সবসময় বিচার সাগর মন্ডন করে তাহলে ভূত প্রবেশ করতে পারবে না। কোনো ভূতের প্রবেশ ঘটলে মুখের আকৃতিই বদলে যায়। কোনো একজনকে মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে দেখাও। এই হলো তোমাদের উদ্দেশ্য। মালী যদি ভালো ভালো ফুলের কলম লাগিয়ে বড় বাগান বানায় তাহলে সেই বাগানের মালিক অবশ্যই এসে তা দেখবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো ভূতরূপী বিকারের বশীভূত হয়ে নিজের কামাইকে কমানো যাবে না। এই বিকারের ভূতকে বের করে সুপুত্র হতে হবে।

২) বাবা তোমাদের বিকর্মজীত বানাতে এসেছেন, তাই কোনোরকমের বিকর্ম করবে না। তোমাদের ব্যবহার খুবই মিষ্টি করতে হবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সবসময় নির্ভয় থাকতে হবে।

বরদান :- বিস্তারকে সারে এনে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি বানিয়ে বাবার মতো লাইট এবং মাইট হাউস হও।

বাবার মতো লাইট এবং মাইট হাউস হওয়ার জন্য কোনো বিষয় যদি দেখা বা শোনো তাহলে তার সারকে জেনে এক সেকেন্ডে তাকে ছোটো করা বা পরিবর্তন করার অভ্যাস করো। কেন বা কি-এর বিস্তারে যেও না, কেননা যে কোনো বিষয়ের বিস্তারে গেলে সময় এবং শক্তি ব্যর্থ হয়। তাই বিস্তারকে ছোটো করে সারে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করো -- এরফলে অন্য আত্মাদের এক সেকেন্ডে সমস্ত জ্ঞানের সার অনুভব করাতে পারবে।

স্লোগান :- নিজের বৃত্তিকে শক্তিশালী বানাও তাহলে সেবায় তত্ত্বগাং বৃদ্ধি হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সঙ্গমযুগ হল পুরুষোত্তম যুগ, এখানকার পড়াশোনার দ্বারা একুশ জন্মের জন্য তোমরা উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হতে পারো "

প্রশ্ন -- আন্তরিক খুশীতে থাকার জন্য কোন্ নিশ্চয়ে পাকা বা মজবুত হওয়া দরকার?

উত্তর -- প্রথম প্রথম নিশ্চয় হওয়া দরকার যে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, অনেক ধনবান ছিলাম । আমরাই চুরাশী জন্ম পুরো গ্রহন করেছি । এবার বাবা আমাদের আবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী দিতে এসেছেন । এখন আমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছি । রচয়িতা বাবার দ্বারা রচনার আদি মধ্য অন্তকে জানতে পেরেছি । এরকম যদি নিশ্চয় হয় , তাহলে আন্তরিক খুশী থাকে ।

গীত --: নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু

ওম শান্তি । বাচ্চারা কি গানের লাইন শুনলো? এবার বাবা এসে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য কত ভালো পথ বলেছেন । দুনিয়ায় অনেক প্রকারের কলেজ, ইউনিভার্সিটি রয়েছে, যেখানে উচ্চ পদ প্রতিষ্ঠার জন্য পড়াশোনা করা হয় । তার মধ্যেও কেউ ক্লার্ক, কেউ মেজিস্ট্রেট, কেউ আবার চীফ জাস্টিস তৈরী হয় । পুরুষরা উত্তম পদ প্রাপ্ত করে , কিন্তু সেসব হলো কলিযুগের উত্তম পদ প্রতিষ্ঠা। বাবা এসে সত্যযুগের জন্য উত্তম পদ প্রাপ্ত করান । এটা হলো সঙ্গমযুগ । এই যুগে উত্তম থেকে উত্তম হতে হবে । মানুষরা উত্তম হওয়ার জন্যই ঐসব পঠন জ্ঞানের জন্য গ্রহন করে । এবার এটা হলো রুহানী (আত্মিক) জ্ঞান,যেটা হলো ভবিষ্যতের জন্য । এই সঙ্গমযুগ হলো পুরুষোত্তম যুগ । চিত্রে যেখানেই সঙ্গমযুগ থাকে, সেখানেই পুরুষোত্তম অবশ্যই লেখা দরকার । প্রতিটি জিনিসই উত্তম তৈরী করা হয় । তোমরা জানো লক্ষ্মী নারায়ণ কত পুরুষোত্তম হয় । তাদের আভূষণ বস্ত্রাদি কত শোভনীয় হয়ে থাকে । তাই ঐরকম চিত্র বানানো দরকার । বাবা তো ডায়রেকশন দেবেনই । বাচ্চারা তো শহরে ঘুরতে থাকে । তাদেরও তো নজরে পড়া দরকার যে কিরকম কিরকম শোভনীয় আকর্ষণীয় চিত্র বানিয়েছে, যার ফলে আড়ম্বরও (ভভকা) ভালো হয় । বুদ্ধিতে সারা দিন স্মরণে এটাই থাকা দরকার যে আমরা উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ তৈরী হচ্ছি । কে তৈরী করছেন? সবচেয়ে উত্তম বাবা । তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চ শ্রীমত এক বাবারই হয় আর সেটাই বাবা বলেন । শ্রী এর অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ । শ্রী র টাইটেল (surname) শুধু দেবতাদেরই দেওয়া হয় । তাদেরই আত্মা আর শরীর দুটো পবিত্র হয় । তাদের জন্মও পবিত্রতায় হয়ে থাকে । এখানে কারোরও জন্ম পবিত্রতায় হয় নি । শিখ লোকেরা গান গায় নোংরা কাপড় (মুত পলীতি) বাবা এসে নোংরা কাপড়কে ধুয়ে পরিস্কার করেন । আর তাদের মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করেন । দেবতার বিকারে জন্ম গ্রহণ করেন না । কিন্তু লোকেরা বোঝে বিকার ছাড়া দুনিয়া চলে কিভাবে? বাবা বোঝান স্বর্গে বিষের জন্ম হয় না । এখন তোমরা স্টুডেন্টরা জানো যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এখানে এসেছি । এই রাজযোগ দ্বারাই আমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করবো । এখানে যদি কেউ ফেল হয় তাহলে সে চন্দ্রবংশীতে চলে যায় । তোমাদের তো রাবণের সাথে যুদ্ধ, কিন্তু দুনিয়ায় কেউই জানে না যে রাবণই হলো আমাদের সেই পুরোনো শত্রু । রাবণের অর্থই জানে না, তাহলে দশটা মাথা কিভাবে হয় ? তোমরা বাচ্চারা জানো যে বিকারের প্রবেশ হওয়ার কারণেই ব্রষ্টাচারী তৈরী হয়েছে । সত্যযুগে সবাই শ্রেষ্ঠাচারী হয় । বাবা বলেন এই সময়ে সবার

বুদ্ধি তমোপ্রধান থাকে, একদম অন্ধকারে রয়েছে । এটাও গায়ন আছে যে সবাই কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমোচ্ছে । যখন আগুন লাগবে , তখন সবাই জাগবে । দেখছো না, তোমরা কত জাগাবার চেষ্টা করছো, তারপরেও শুয়ে থাকে । মেলায় তোমরা এতো পরিশ্রম করো, তার থেকে বের হয় কত জন কোটিতে মাত্র ক'জন । যদিও পরে গিয়ে অনেক বুদ্ধি হবে তখন মানুষের বুদ্ধি খুলবে । অন্যান্য ধর্ম তো অনেক সময় থেকে চলছে সে সবও এখন পুরানো হয়ে গেছে । সেইজন্যই তাদের বুদ্ধি দেখা যাচ্ছে । তোমাদের তো পুরানো ছোট বৃক্ষ হয় । তারা তো মাংস মদিরা সবকিছুই খায়। বিকারেও যায় । বলা হয় (সঙ্গ তারে কুসঙ্গ বোরে) সৎ সঙ্গ স্বর্গ বাস আর অসৎসঙ্গে নরক বাস সৎ সঙ্গ তো এক বাবার সাথেই আছে । কোন্ সঙ্গে তারা (star) হবে, এইসব কিছুই জানে না । গায় তারা, আমায় পার লাগাও কাণ্ডারী (নইয়া মেরী পার লাগাও, থিবৈয়া) । হে বাগবান (মালী) কাঁটার থেকে ফুল বানাও । এই কাঁটার জঙ্গল থেকে আমাদের বার করো । এবার ফুল তো এখানেই হতে হবে । দৈবীয় গুণ ধারণ করতে হবে, পুরুষোত্তম হতে হবে । খাওয়া দাওয়া শুদ্ধ হওয়া দরকার । যে জিনিসগুলো দেবতাদের দেওয়া হয় না, সেগুলো হলো তমোগুণী, খাওয়া উচিত নয় । শাক সন্ধিতেও সতো রজো তমো হয় । আজকাল তো মানুষরা গরীব, তাই না! জ্ঞানও গরিবদেরই নিতে হবে । সাহকার লোকেরা তো অনেক ধন (পয়সা) নষ্ট করে ।

বায়স্কোপ(সিনেমা) দেখা খুব খারাপ । সংবাদপত্রে পড়েছিলাম যে সিনেমা দেখা মানে নরকে যাওয়া । মানুষ যত ধনবান হয় তত তারা নোংরামি বেশি করে । এই সময়ে তো ভারত পুরো বেশ্যালয় । বাবা এসে শিবালয় তৈরী করেন । পুরো ব্যাপারটাই পবিত্রতার ওপরে নির্ভর করে । পবিত্রতা (purity) থাকলে শান্তি, সমৃদ্ধি (peace & prosperity) থাকে । রাবণের রাজত্বে কেউই পবিত্র থাকে না । এখানেই যুদ্ধের কথা হয় । যোগবল দ্বারাই তোমরা রাবণের সাথে বিজয় লাভ করো । এখানে তো কত ঢের ঢের মন্দির আছে । কিন্তু কারোরই বায়োগ্রাফী জানা নেই । শিবের মন্দিরে গিয়ে যদি শিবের বায়োগ্রাফী জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তো কিছুই বলতে পারবে না । তোমাদের মধ্যেও অনেকে নম্বরভিত্তিক পুরুষার্থ অনুসারে জ্ঞানকে বোঝে । উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ তো হয় , তাইনা! পড়াশোনার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করে । আত্মা বলে আমরা তো নর থেকে নারায়ণ তৈরী হবো । আমি (শিববাবা) তো সবাইকে রাজযোগ পড়াই , কিন্তু তারপরও পুরুষার্থ অনুসারে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ তৈরী হয় । এইজন্য বাচ্চাদের পড়াশোনায় অনেক মনোযোগ দেওয়া দরকার । শিব ভগবানুবাচ যে যোগ অগ্নি দ্বারা তোমাদের পাপ ভস্ম হবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এইজন্য বাচ্চারা স্মরণের যাত্রাকে ভুলো না । নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো যে প্রদর্শনীতে জ্ঞান তো অনেক ভালো বোঝায় কিন্তু আমরা কি স্মরণের যাত্রায় থাকি ? স্মরণে ফেল, সেই কারণে এই অবস্থা , আর সেই খুশী স্থির থাকে না । এই বিষয়ে বাচ্চাদের অভ্যাস বাড়াতে হবে । চিত্রও এমন শোভনীয় বানানো উচিত যে কেউও এসে পড়লেই জ্ঞান বুঝতে পারে । ভালো জিনিস হলে তো মানুষরা দেখতেও আসবে । যারা চিত্র বানায় তাদেরও তো কত পুরস্কার দেওয়া হয় । দেবতাদের চিত্র বিশেষ পুরোনো করে বিক্রি করা হয় । তখনই তো মানুষরা পছন্দ করে । অনেক টাকা দিয়ে কিনেও নেয় । দেবতারা হয় সতোপ্রধান, তাই তাদের চিত্রেরও কত সম্মান হয় । কিন্তু জানে না তারা যে ভারতই পুরানো থেকে পুরানো হয় । সবচেয়ে পুরানো থেকে পুরানো হলেন শিববাবা । প্রথম প্রথম শিববাবাই আসেন । মানুষরা তো কনফিউজড হয়ে আছে । এখন তুমিও বোঝো যে প্রথমে আমাদের বুদ্ধি তুচ্ছ ছিল । এবার আমরা কি থেকে কি হয়েছি !

আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, অনেক ধনবান ছিলাম । কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নিশ্চয় বুদ্ধিদারী অল্পই আছে । নইলে তো বাচ্চাদের আন্তরিক খুশী থাকা দরকার । বাহ ! আমরা তো পুরো চুরাশী জন্ম গ্রহন করেছি । যারা কম পড়াশোনা করে তারা কম জন্ম গ্রহন করে , আর যারা সূর্যবংশীতে আসে তাদের তো পড়াশোনা অবশ্যই ভালো হয় । এই পড়া অনেক ভালো । রচয়িতা বাবাই এসে রচনার আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়েছেন । তোমরা ত্রিকালদর্শী তৈরী হও । কাউকে জিজ্ঞেস করো তো বলবে তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী । তিনকালেরই জ্ঞান তোমাদের আছে । তখন বলবে এইসব হলো কল্পনা । কেউ একজন বললে তো অন্যরাও বলতে থাকবে । এবার তোমাদের বুদ্ধিতে সারা জ্ঞান আছে আর পরমাত্মা বাবা আছেন, এটাও তোমরা জানো । গীতায় লেখা আছে পরমাত্মার রূপ তো হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, কিন্তু এরকম হয় না । বাবা তো হলেন একদম শীতল । বাচ্চাদেরও শীতল তৈরী করেন । যেমন বাবাই জ্যোতির্বিদ্যু তেমনই আত্মাও হয় জ্যোতির্বিদ্যু । যেমন জোনাকি পোকা হয়, সেটা তো দেখা যায় আর বাবাকে তো দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। তোমরা জানো পরমাত্মা বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । তোমরা বাচ্চারাও হচ্ছে মাস্টার জ্ঞানের সাগর। আত্মা কতও ছোট হয়, কিন্তু তাতে সারা জ্ঞান ভরা থাকে । আত্মাই শোনে, আত্মাই ধারণ করে, আত্মাই শরীর দ্বারা বোঝে । এইসব কথা কেউই বোঝাতে আসবে না । তোমরাই বাবার কাছে বৃদ্ধি আবার বোঝাতে পারো । পরমপিতা পরমাত্মাই পতিতপাবন বা জ্ঞানের সাগর হন । কৃষ্ণকে পতিতপাবন বা জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । ডাকাও হয় একজনকে হে পতিতপাবন এসো, নাকি কৃষ্ণকে বা রামকে ! সীতার রাম কি পতিতপাবন ছিলেন ? তোমরা হলে সব ভক্ত আর ভগবান হলেন এক । তোমরা সবাই হলে ব্রাইড আর আমি তোমাদের ব্রাইডগ্রুম । আমি তোমাদের শৃঙ্গার করাতে আসি । সব আত্মাদের ভক্তির ফল দিতে আসি । এই পঠন হয় অনেক উচ্চ, যার দ্বারা নর থেকে নারায়ণ হওয়া যায় । কত নেশা থাকা দরকার । বাবা এসেছেনই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান দিতে । সবচেয়ে ভালো দান হলো এটা । শিবের সামনে গিয়ে বলা হয়, ঝোলা (থলে) ভরে দাও । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত জ্ঞান আছে যে আমরাই এবার সঙ্গমে আছি । শিববাবা আমাদেরই বিষ্ণুপুরীর মালিক তৈরী করেন । এবার আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, তারপর দেবতা হবো, তারপর ক্রমান্বয়ে ঋত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র হব । এই হলাম আমরা আর এই হল আমাদের রহস্য । মানুষ বলে আত্মা পরমাত্মা এক । কিন্তু বাবা বোঝান আমরাই পূজ্য আবার আমরাই কিভাবে পূজারী হয়েছি? সতোপ্রধান সতো রজো তমোতে কি করে আসা হয়েছে । এইসব রহস্য তোমরাই জানো । এইসব হলো ধারণা করার কথা । এই পঠন দ্বারা কিভাবে বেহদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তোমরা পড়ছো ভবিষ্যতের পড়া একুশ জন্মের জন্য, নম্বরভিত্তিক পুরুষার্থ অনুযায়ী । কেউ হবে রাজা কেউ রাণী আবার কেউ প্রজা তৈরী হবে । তবে সেখানে সবাই সুখই সুখ ভোগ করবে । এখানে তো কর্ম অনুসারে দুঃখ ভোগ করছে । এখানে হয় দুঃখধাম আর সেখানে হয় সুখধাম ।

এবার বাবা বলেন বাচ্চারা এমন কোনো খারাপ কাজ করো না, যার কারণে শাস্তি পেতে হয় । তারপরও যদি এমন কর্ম করো তাহলে তো পদও সেইরকম প্রাপ্ত হবে । যদি ভালো ভাবে পড়াশোনা করবে তাহলে কল্প কল্পান্তরের প্রালঙ্ক তৈরী হবে । এখন এই জ্ঞান রয়েছে তারপর প্রায় লোপ পাবে । এখন যদি তোমরা পুরুষার্থ না করো তাহলে অনেক অনুতাপ করতে হবে । বাবা বলেন দৈবীয় গুণ ধারণ না করলে তো কর্ম বিকর্ম তৈরী হয় । এইসব তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না । গীতার ভগবান কবে এসেছেন? এইসবও কেউ বলতে পারে না । তারা বলে দ্বাপরে

এসেছেন -- বেদশাস্ত্র তৈরী হয়েছে দ্বাপরে আর দ্বাপরেই আসুরী সম্প্রদায় হয়েছে । বাম্বারা বলে বাবা আমাদের এবার এই পাপের দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো । ওঁনার কাছে মৃত্যু চাইছো, এইজন্যই তো ওঁনাকে কালের কাল মহাকাল বলা হয়েছে ।

লোকে তো শুধু নাম রেখেছে অকাল তখত, কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না । যারা অনেক উচ্চ হয় তারাই আগে নীচে পড়ে । তোমরা বাম্বারা এবার এই জ্ঞান ভালো করে বুঝতে পেরেছো । জ্ঞান হলো খুবই ওয়ান্ডারফুল (চমৎকার) । রচনার আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান কেউ দিতে পারে না । নয়তো নিরাকারকে নলেজফুল বলে লাভ কি? যতক্ষণ না তিনি এসে জ্ঞান দেন , ততক্ষণ সব আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে এখানে এসে সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে পার্ট প্লে করতে থাকে । এবার ভগবানকে ডাকা হয় , ওঁনার তো নিজের শরীর হয় না । বাকী সব আত্মাদের তো নিজের নিজের শরীর থাকে । তাহলে ভগবান একাই নিরাকার, তাইতো! বাবা বলেন আমার নাম হলো শিব । আমি এঁনার (ব্রহ্মার) শরীরে ভ্রুকুটিতে বিরাজমান হই । যেমন আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলে সেই রকম বাবাও এঁনার ইন্দ্রিয় দ্বারা বোঝান । গায়ন আছে ভ্রুকুটির মাঝে রয়েছে এক চমকিত আজব তারা (নক্ষত্র) । এবার এই গুহ্য রহস্যকে তোমরাই জানো । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাম্বাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাম্বাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের উচ্চ প্রালব্ধ বানানোর জন্য পঠন ভালো করে পড়তে হবে । কোনো খারাপ কাজ করবে না ।

২) নিজের খাওয়া দাওয়া অনেক শুদ্ধ রাখতে হবে । যে খাবার দেবতাদের দেওয়া হয় সেই খাবার খেতে হবে । পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান --: রিগার্ড (সম্মান) দেওয়ার রেকর্ড ঠিক রেখে খুশীর মহাদান প্রদানকারী পুণ্য আত্মা ভব!

বর্তমান সময়ে চারিদিকে সম্মান (রিগার্ড) দেওয়ার রেকর্ড ঠিক করার প্রয়োজন আছে । এই রেকর্ডই আবার চারিদিকে বাজবে । সম্মান দেওয়া আর সম্মান নেওয়া, ছোটদেরও সম্মান দাও আর বড়দেরও সম্মান দাও । এই সম্মানের রেকর্ড এখন বেরোনো দরকার, তখন তো খুশীর দান যারা করে তারা মহাদানী পুণ্য আত্মা হবে । কাউকে সম্মান দিয়ে খুশী করা -- এটাই হল বড় থেকে বড় পুণ্যের কাজ আর সেবা ।

স্নোগান --: প্রতিটি মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত ভাববে তো এভাররেডি থাকবে ।

" মিষ্টি বাচ্চারা -- শ্রীমতে বলে পড়ার উপরে সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে, পড়াশোনা করলে তবেই নবাব হতে পারবে অর্থাৎ হৃদসিংহাসনে বসতে পারবে। "

প্রশ্ন : -- সার্ভিসের বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ কী ?

উত্তর: -- সার্ভিস যারা করছেন সে সব বাচ্চাদের মনে যদি দেহ-অভিমান আসে, সামান্য সার্ভিস করার পরেই নেশা চড়ে গেল যে আমি অমুককে জ্ঞান শুনিয়েছি, তবে সার্ভিসের বৃদ্ধি কখনোই ঘটবে না। বাচ্চারা এটাই ভুলে যায় যে বাবা-ই সেই বাচ্চাকে টাচ করিয়েছেন। দেহী-অভিমান সার্ভিসকে এগোতে দেয় না, সেই জন্য বাবা বারবার এই যুক্তি দেন দেহী-অভিমানী ভাব।

গীত -- হমে উন রাহো পর চলনা হয়..... আমাদের সেই পথেই চলতে হবে.....

ওম্ শান্তি। এক হল সর্বদা পরমধাম নিবাসী উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা। সেই শিববাবার নীচে হল বিষ্ণুর চিত্র। এখন তোমরা জানো যে আমাদেরকে শিববাবা বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী - নারায়ণ। এই দুজনের কণ্ঠাইন্ড রূপ হল বিষ্ণু। কাউকে বোঝাতে হলে বলতে হবে এটাই হল আমাদের মূল লক্ষ্য (aim object)। বুদ্ধিতে এটাই থাকতে হবে যে বাবা হলেন নিরাকার, তাহলে আমাদের কীভাবে পড়ান ! সেইজন্য বিষ্ণুর চিত্র দেখানো হয়েছে। বাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন। তোমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত, তবুও তোমরা ভুলে যাও যে আমরা হলাম স্টুডেন্ট, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। ভারতকেই শিবপুর বানাচ্ছেন। এটা যদি বুদ্ধিতে থাকে তবে কত আনন্দ হওয়ার কথা। এই ত্রিমূর্তির চিত্র কত প্রসিদ্ধ। ত্রিমূর্তিতে তারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে দেখায়, কিন্তু শিবকেই ভুলে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে শিববাবা আমাদের বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন এবং এই ধরাতে এসেছেন। ঐনার(ব্রহ্মার) অনেক জন্মের অস্তিম জন্মেরও অস্তিমে এসে ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেন। বাবা আসেনই ভারতে এবং ভারতকেই বিশ্বের মালিক বানান। তোমাদের বাচ্চাদের এটা নিশ্চয় রয়েছে যে প্রতি ৫ হাজার বছর পরে সঙ্গমেই তিনি আসেন। তোমরা বাচ্চারা এসেছ রাজস্ব নিতে অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হতে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভারতে কেবলমাত্র একটিই ধর্ম ছিল। সেই সময় আর কোনো ধর্ম ছিল না, তো কত নেশা হওয়া দরকার আর দৈবীগুণও ধারণ করা দরকার। বাবা যদি দেখেন যে বাচ্চারা দৈবীগুণ ধারণ করেনি, তবে তো তিনি বলবেনই যে -- তবে তো এটা এদেরই দুর্ভাগ্য। নিয়মিত না পড়া মানেই হল -- নিজের পায়েই কুঁড়ুল মারা। বাবা কত সহজ করে বোঝান। তোমরা জানো যে বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তাই বাচ্চাদের এখানেই দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। সত্যযুগে গিয়ে তো আর ধারণ করবে না। যারা দৈবীগুণ ধারণ করে আর অন্যকেও করায়, তারা কত আনন্দে থাকে। বাবা তো হলেনই উচ্চের মধ্যেও উচ্চ। তিনি থাকেন মূল বতনে। সূক্ষ্ম বতনে যাঁরা থাকেন, তাদের বলা হয় দেবতা, আর এখানে (স্থূল বতনে) থাকে মানুষ। পরমাত্মা হলেন সকলের পিতা বা স্বর্গের রচয়িতা। এই জ্ঞানও তোমরা পেয়েছ। তোমরা জানো আমরাও আগে পাথরবুদ্ধি ছিলাম। বাবার দ্বারাই আমরা পবিত্র হচ্ছি। একেবারে প্রথম দিকে ভারত ছিল গড আর গডেস-দের রাজ্য। সেটাকে ভগবতী শ্রী লক্ষ্মী, ভগবান শ্রী নারায়ণের রাজ্য বলা হয়। এখন তাঁরা কোথায় গেলেন? তাঁদেরকে এরূপ কে বানালেন। এসব না কেউ বলতে পারবেন, না তাদের মাথায় এসব আসবে। তোমরা জানো যে এই

সাকার সৃষ্টিতেই তাঁদের রাজত্ব ছিল। এখনও তাঁরা অন্য নামে এখানেই আছেন। এসব কথা জানার ফলে বাচ্চাদের খুবই আনন্দিত হওয়ার কথা যে, বাবা আমাদের পড়িয়ে এরূপ বানাচ্ছেন। ঐরাই হলেন প্রথম নম্বর হিরো-হিরোইন। সূক্ষ্মবতনেও তোমরা ঐদেরকেই দেখে থাকো। ঐরাও জানেন যে ঐনারাই এরকম তৈরী হচ্ছেন। নলেজফুল শ্রী শ্রী ঐদেরকে পড়িয়ে এমন শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ বানাচ্ছেন। তোমরা ঐনার সন্তানরাও গড এবং গডেস হবে। গডের দ্বারাই তোমরা এই গড আর গডেস তৈরী হচ্ছে, প্রজাও তৈরী হচ্ছে। কিন্তু প্রজাদের গড - গডেস বলা যাবে না, তাই তাদের বলা হবে দেবী দেবতা। তাও মুখ্যত লক্ষ্মী - নারায়ণকেই গড গডেস বলে দেয়। তাঁরাই সর্বাধিক পুরুষার্থ করে এই পদ লাভ করেছেন। সকলকে তো আর ভগবান ভগবতী বলা হবে না। প্রথম নম্বরের যিনি, তাঁরই তো মহিমা কীর্তিত হবে যে সর্বগুণ সম্পন্ন...আর অন্য কোনো ধর্মের এরূপ মহিমা নেই। এমনটা আর কেউ বলতেও পারবে না -- এ হল পূর্ব রচিত নাটক। প্রথমেই হল দৈবী ঘরানা, তারপর অন্যান্য ধর্ম গুলো। বাচ্চারা তোমাদেরকেও পুরুষার্থ করানো হয়। যাদের পাট রয়েছে তারাই স্বর্গে আসবে, বাকিরা সকলে শান্তিধামে চলে যাবে। এর মধ্যে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। মানুষ তো শান্তিরই সন্ধান করে। স্বর্গকে তো তারা জানেই না। তো বাবা তাদের আশা পূরণ করে দেন। ভারতবাসী স্বর্গকে স্মরণ করে, কিন্তু তারা জানে না যে স্বর্গে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন -- ভগবান ভগবতী বানানোর জন্য। বিদেশীরা তো শান্তিধামকেই স্বর্গ বলে মনে করে। মনে করে যে গড ফাদার ওখানে থাকেন। তোমরা জানো যে হলেন হল আলাদা, আর শান্তিধাম হল আলাদা। তোমরাই হেভেনে আসো। প্রথমে শান্তিধামে, পরে সুখধামে। তারপরে আবার শান্তিধামে যেতে হয়... এরকম খেলাই রচিত হয়ে রয়েছে। সব আত্মারা সত্যযুগে আসবে, সেটা হতে পারে না, এটা হল ভ্যারাইটি ধর্মের সৃষ্টি চক্র। প্রথমে হল সূর্যবংশী, তারপর অন্যান্য ধর্ম আসে। এই সৃষ্টি রূপী ড্রামাতে কোনো রকমফের হয় না। একই হিস্টি - জিওগ্রাফী আবার রিপিট হয়। কিন্তু কীভাবে রিপিট হয়, সেটা এসে বুঝতে হবে। সত্যযুগে তোমাদের রাজত্ব ছিল, এখন আবার সত্যযুগে যাওয়ার জন্য কল্প পূর্বের মতোই তোমাদের পুরুষার্থ চলছে।

তোমরা বাচ্চারা প্রতিটি ধর্মের আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। খ্রীষ্ট ধর্ম কখন স্থাপন হয়, কীভাবে হয়, কীভাবে বৃদ্ধি পায়। ঝাড়ের চিত্রে এটা পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছে যে নতুন নতুন যারা আসে তাদের ডালপালা কীভাবে বিস্তার লাভ করে, তাতে কতগুলি পাতা রয়েছে। খুবই কম পাতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। প্রথমে হল দেবী দেবতা ধর্ম তারপর অন্যান্য সম্প্রদায় আসে। এখন অন্তিমে এই ঝাড়(বৃক্ষ) জরাজীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মানুষ এই সৃষ্টি রূপ কল্পবৃক্ষের বিষয়েই জানে না। তোমরা জানো যে এটা হল অনাদি অবিনাশী ড্রামা, এতে এক সেকেন্ডেরও এদিক ওদিক হতে পারে। এই ঝাড়ের আয়ুও হল অ্যাক্যুরেট। এ হল মনুষ্য সৃষ্টিক্রমী বেহদের নাটক। এখানে আমরা আসি নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় করতে। এই বাবা-ই আমাদের বোঝান। এসব শাস্ত্র সবই হল ভক্তিমার্গের, আধাকল্প ধরে ভক্তিমার্গ চলে। তাতে এক সেকেন্ডেরও এদিক ওদিক হতে পারে না। এই জ্ঞানের প্রালব্ধও অ্যাক্যুরেট আধা কল্প চলে। তাতে যে যে ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, সেটাই করবে। এখন তোমাদের বুদ্ধি বেহদের হয়ে গেছে। অন্যদের বুদ্ধিকেও বেহদে নিয়ে আসতে হবে। তবেই তুমি বিশ্বের মালিক হতে পারবে। নিরাকার দুনিয়ায় রয়েছেন নিরাকার বাবা আর নিরাকারী আত্মারা, সব বাচ্চারা। সূক্ষ্ম বতনের পাট হল খুবই অল্প সময়ের। এখন এই সাকারি দুনিয়াতে সবথেকে নম্বর ওয়ান সুপ্রিম কে ? লক্ষ্মী - নারায়ণ। সুপ্রিম

বাবা-ই সুপ্রিম ধর্মের স্থাপন করেন। আর অন্য কোনো ধর্মকে সুপ্রিম বলা যাবে না। এখন তো সব কিছুই হল তমোপ্রধান। একমাত্র বাবা-ই হলেন চির পবিত্র (ever pure) এবং এভার সুপ্রিম। আর সবাইকেই সত্যো রজো তমো-তে আসতেই হবে। এখন তো তমোপ্রধান দুনিয়ার বিনাশ হবেই। এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ -- সব বিনাশ হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি যখন তৈরী হয়, তখন পুরানোটা নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়ার সাক্ষাৎকারও করো। এখন পুরানোটির থেকে মনকে সরিয়ে নাও। একটা গান রয়েছে না -- জাগো সজনীরা জাগো (জাগ সজনীয়া জাগ)। বাবা তোমাকে এর অর্থ বুঝিয়ে দেন যে বাচ্চারা এখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। তো এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই স্মৃতি এসে গেছে যে আমাদের এই ড্রামাতে অবিনাশী পার্ট রয়েছে, আমাদের তবুও আসতেই হবে। আদি থেকে অন্তিম পর্যন্ত তোমাদেরই পার্ট রয়েছে। অর্ধ কল্পের পরে শাখা প্রশাখাও বের হতে থাকে। যখন শাখা প্রশাখা বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে সেখান থেকে আসা বন্ধ হয়েছে। তখন এখান থেকে যাওয়া আরম্ভ হবে। তাহলে এত সব আত্মারা কোথায় যাবে ! তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই থাকবে। একটি সম্প্রদায়ের থেকে কত কত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কত বড় ঝড় হয়ে যায়। এখন হল সব তমোপ্রধান মানুষদের নাটক, বা বলা যায় কাঁটার জঙ্গল। এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝড় একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায় না। যতই তুফান আসুক তবুও একেবারে বিনাশ হয় না। পরিবর্তন অবশ্যই হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা কাঁটার থেকে ফুল হয়ে উঠছো। এ কথাটা তোমরা যখন রুজিরোজগারের পিছনে ছোটো তখন ভুলে যাও। আর যারা ঠিক মতো ধারণ করতে পারে, তারা সারাদিন বিচার সাগর মন্বন করতে থাকে যে আমরা কীভাবে সার্ভিস করবো অথবা কীভাবে মানুষকে কাঁটার থেকে ফুল বানাবো। বাবা হলেন সবচেয়ে বড় ধর্মাত্মা, যিনি সাধুদেরও উদ্ধার করেন। বাবা যতক্ষণ না সাকারে আসবেন, মানবের উদ্ধার তবে কীভাবে হবে ! প্রেরণার দ্বারা খোড়াই হবে ! তো বাবা এসে সমস্ত জ্ঞান প্রদান করে তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানান। তো বাচ্চারা তোমাদের কতখানি নেশা হওয়ার কথা ! বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন যে, এইভাবে এইভাবে সার্ভিস করো, তাহলে অনেকের কল্যাণ হবে। বাবাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। অন্যদেরকেও এসব কথা বলতে থাকো। লৌকিক পড়াশোনার দ্বারা যেমন মানুষ ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়, তেমনি তোমরা মানব থেকে দেবতা হয়ে যাও। বাবা বলেন -- নিজ সমান যদি না বানাতে পারো, তাহলে বুঝতে হবে সার্ভিসেবল হতে পারনি। কারণ সার্ভিস কখনো গোপন থাকতে পারে না। শেষে তোমাদের প্রভাবও প্রকাশিত হবে সকলের কাছে। এখন তো বাচ্চাদের অবস্থা উপর নীচে হতে থাকে। একটু পরীক্ষা সামনে এলেই বাচ্চারা হতাশ হয়ে পড়ে। তোমাদেরও হয়তো ফিল হয় যে আজ আমার বাবার সাথে যোগ স্থায়ী হচ্ছে না। দশা তো বদলাতেই থাকে। যারা সার্ভিস করে বৃহস্পতির দশা সরে গেলে তাদের একেবারে নীচে ফেলে দেয়। কর্মভোগ তখন অসুখ - বিসুখ রূপে আসে। অভুল তো শেষে হবে, কিন্তু সর্বদা এই নেশা থাকতে হবে যে আমাদের পরমপিতা পড়াচ্ছেন ভগবান ভগবতী বানানোর জন্য। এখন যদি ফেল করো, তবে কল্প কল্পান্তর ধরে তোমাদের এই পার্টই থাকবে। বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখেন। নিজেকেও দেখা উচিত -- আমি কি সার্ভিস করছি? কখনো কখনো মায়া বাচ্চাদের থান্ড লাগিয়ে দেয়। শ্রীমতে না চলার ফলে মায়া মেরে মেরে লাশ বানিয়ে দেয়। তখন আর সার্ভিসও করতে পারে না। দেখো না মাতা-রা কত সার্ভিস করে। কেউ কেউ তো দেহ - অভিমানে এসে বলে -- আমি তো অমুককে জ্ঞান শুনিয়েছি। এটা ভুলে যায় যে বাবা-ই তাকে টাচ করান, বাচ্চাদের নাম যাতে ছড়াতে পারে তার

জন্য। দেহ অভিমান এসে যাওয়ার জন্য যতটা সেবা হওয়ার কথা তা হতে পারে না। তখন বলে -- বাবা ভুল হয়ে গেছে। বাবা তো বুঝিয়েছেন যে -- বড় বড় মাপের মানুষদের অনেক যুক্তির সাহায্যে বোঝাতে হবে। তাদের দ্বারাই আওয়াজ ছড়াবে আর বাহ বাহ হবে। কিন্তু তার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে অনেক অনেক যোগের শক্তি ভরতে হবে। এখন বাবা এসে বাচ্চাদের পুরুষার্থ করান, তবুও কারো কারো ভাগ্যে থাকে না, তারা শ্রীমতে চলে না। লেখাপড়া করবে, তবেই তো নবাব হবে। আর তবেই তো বাবার হৃদয়ে বসতে পারবে। দেখো, সব বাচ্চারা বাবাকে কেন আহ্বান করে? সেই বাবাও যে বাচ্চাদের হৃদয়েই বিরাজ করে থাকেন। বাবাও তো সার্ভিস করে বাচ্চাদের কেমন ফুলের মতন সুন্দর বানিয়ে দিয়েছেন। সার্ভিস করা তো সকলের কর্তব্য। তোমরা ম্যাগাজিনে লিখতে পারো যে অমুক ব্যক্তি মারা গেছেন, এ তো নাথিং নিউ। এই সৃষ্টি রূপী নাটকের রহস্যকে ব্রাহ্মণরাই বুঝতে পারবে। শূদ্ররা কিছুই বুঝবে না। তাদের মনে কেবল সংশয়ই আসবে। ম্যাগাজিনের মাধ্যমেও তোমরা বোঝাতে পারো। তারা সেসব নেবে, পড়বে, তারপরও যদি যদি বুঝতে না পারে, তবে ফেলে দেবে। কারো ভাগ্যে যদি না থাকে তখন আর কি করা যাবে। তখন আর কোনো রকম ধারণাও করতে পারে না। তখন আর ইচ্ছা হবে না যে একে এ সব মন্ত্র দিই। এ হল মহামন্ত্র -- মনমনাভবা। আচ্ছা নিজে যদি স্মরণ করতে নাও পারো, অন্তত অন্যদের তো কল্যাণ করো। ঘরে ঘরে এই বার্তা পৌঁছে দাও যে বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। আমিই হলাম পতিত পাবন। সার্ভিসের জন্য মাথা খাটাতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ভালোবাসা আর সুপ্রভাত! রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) বুদ্ধিকে সীমিত-র মধ্য থেকে সরিয়ে অসীমে(বেহদ) রাখতে হবে। অপরকেও অসীমে নিয়ে এসো। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মনকে সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে নিতে হবে।

২) সর্বদা খুশীতে থাকার জন্য নিজে ধারণা করতে হবে আর অপরকেও করাতে হবে। আমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন -- এই নেশা রাখতে হবে।

বরদানঃ -- সদা একরস সম্পন্ন মুড়ে থাকতে সমর্থ পুরুষার্থী তথা প্রালঙ্কী স্বরূপ ভব

বাপদাদা বতন থেকে দেখেন যে কোনো কোনো বাচ্চার খুব মুড বদল হয়, কখনো আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার মুড,, কখনো প্রশ্ন বোধক মুড, কখনো কনফিউশনের(দ্বিধাগ্রস্ত) মুড, কখনো টেনশন, কখনো অ্যাটেনশানের দোলায় দোলে..... কিন্তু সঙ্গম যুগ হল প্রালঙ্কের যুগ, পুরুষার্থের নয়(effort making age নয়)। সেইজন্য বাবার যা যা গুণ, সে সবই বাচ্চাদেরও, বাবার যে স্টেজ, সেই স্টেজ বাচ্চাদেরও -- এটাই হল সঙ্গম যুগের প্রালঙ্ক। তো সদা একরস একই সম্পন্ন মুড়ে থাকলে, তবেই বলা হবে সে বাবার সমান অর্থাৎ প্রালঙ্কী স্বরূপ ।

স্লোগান: -- বাপদাদার হাতে নিজের বুদ্ধিরূপী হাত থাকলে পরীক্ষারূপী সাগরে টলমল করবে না।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই জ্ঞানের বাণী যা কিছুই শুনছো, গভীর ভাবে তার বিচার-সাগর মন্থন করে থাকলে, বুদ্ধিতে সারা দিনই সেই জ্ঞান চলতে থাকবে।"

প্রশ্ন :- এখানকার কোন্ পারদর্শিতার অভিজ্ঞতা নতুন দুনিয়া স্থাপনের কাজে লাগে ?

উত্তর :- এখানকার বিজ্ঞানের নৈপুণ্যতা - যার দ্বারা এরোল্পেন, বাড়ী-ঘর বানানো ইত্যাদির যে সংস্কার তা তো তাদের আত্মার সাথেই ওখানে যাবে। যদিও তারা এখন সেই জ্ঞানকে গভীর ভাবে গ্রহণ নাও করে, কিন্তু এসব নৈপুণ্যতা তো সাথে যাবেই। তোমরা তো এখন সত্যযুগের শুরু থেকে কলিযুগের শেষ পুরোটারই ইতিবৃত্ত ও জাগতিক ভূগোল সবটাই জেনে গেছো। তাই তো তোমরা বুঝতে পারছো, এই চর্মচক্ষু দ্বারা বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ার যা কিছুই দেখছো- তার সম্পূর্ণটাই এবার ধ্বংস হতে চলেছে।

গীত :- তুনে রাত গবাই সো কে - দিন গবাই থা কে।(তুমি রাত কাটালে শুয়ে - আর দিন কাটালে খেয়ে)।

ওঁ শান্তি! বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। ঠিক যেমন ভাবে ৫ হাজার বছর আগে এইভাবেই তা বুঝিয়েছিলেন। একই ভাবে আবার বোঝাচ্ছেন যে, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়া সত্যযুগের স্থাপনা কিভাবে হয়ে থাকে। বর্তমানের এই সময়কাল হল -- পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার সঙ্গমযুগ। বাবা তো জানিয়েই দিয়েছেন, নতুন দুনিয়া সত্যযুগ থেকে বর্তমানের কলিযুগের শেষ পর্যন্ত কি কি হতে থাকে। কি কি ধন-সম্পদ থাকে এবং কি কি দেখা যায় কোন সময়কালে। যজ্ঞ, তপস্যা, দান-পূন্য ইত্যাদি কি কি করা হয়। এখন যা কিছুই দেখতে পাচ্ছো, এ সবার কিছুই দেখা যায় না তখন। পুরানো যা কিছু তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যেমন পুরানো বাড়ী ভাঙ্গার সময় তার মার্বেল-পাথর ইত্যাদি মূল্যবান আসবাব যা কিছু, তা রেখে দেওয়া হয়। বাদবাকী যা কিছু থাকে সে সব ভেঙ্গ-চুড়ে গুঁড়িয়ে দেয়। তোমরা বাচ্চারা তো তা জানতেই পেরেছো, জাগতিক যা কিছু পুরানো থাকে, তার প্রায় সবকিছুই তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের এই নৈপুণ্যতা, তা কিন্তু থেকেই যায়। তোমরা এও তো জেনেছো, এই সৃষ্টি-চক্র কিভাবে তার অবিনাশী নিয়মে চক্রাকারে ঘুরতেই থাকে। সত্যযুগের শুরু থেকে কলিযুগের শেষ হওয়া পর্যন্ত কি কি হতে থাকে। এই বিজ্ঞানও কিন্তু জ্ঞানের বিদ্যা। যার দ্বারা এরোল্পেন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সবকিছুই এসেছে। যা পূর্বে ছিল না, এখন হয়েছে। দুনিয়া কিন্তু তার নিজের নিয়মে চলতেই থাকে। এই ভারতভূমি হলো অবিনাশী খন্ড, যার ধ্বংস হয় না। এই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, যার দ্বারা মানুষেরা এত সুখ পেয়ে থাকে, সেখানেও সেই পারদর্শিতার অভিজ্ঞতাই সত্যযুগে থাকে। একবার যে জ্ঞান লব্ধ হয় পরবর্তী জন্মেও তা কাজে লাগে। কিছু না কিছু অবশিষ্ট তো অবশ্যই থাকে। এখানেও যেখানে ভূমিকম্প ঋতিগ্রস্ত হয়, খুব তাড়াতাড়ি সেখানে নতুন ভাবে তা বানিয়ে দেয়। ওখানেও সেই নতুন দুনিয়াতে এরোল্পেন ইত্যাদি বানাবার কারিগরও থাকবে। সৃষ্টির ধারা তো চলতেই থাকে। এইসব বানাবার কারিগরেরাও (আত্মারাও) অবশ্য যাবে সেখানে। 'অন্ত মতি সো গতি'- (শেষ মূহর্তের ভাবনাই তোমার অদৃষ্ট-ভাগ্য) হবে। যদিও তার মধ্যে সেই জ্ঞান না থাকে, তবুও তার

মনে নিত্য নতুন কিছু না কিছু বানাবার আগ্রহ অবশ্যই আসবে। তোমাদের বুদ্ধিতে যেমন এখন আসছে। এখনকার সবকিছুই তো ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবলমাত্র এই ভারত-খন্ডই অবশিষ্ট থাকবে। তোমরা হলে গুপ্ত (রুহানী) যোদ্ধা। নিজেদের জন্যই তোমরা নিজেদের যোগ-বলের দ্বারা, নিজেরাই সেই স্বরাজ্যের স্থাপনা করছো। যেখানে সবকিছুই হবে একেবারে নতুন। তন্ত্র-ও (জাগতিক সবকিছুই) এখন যা তমোপ্রধান হয়ে আছে, সেগুলি সবই তখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরাও তো সেই নতুন পবিত্র দুনিয়ায় যাবার লক্ষ্যে পবিত্র হবার শপথ নিয়েছো। যেহেতু তোমরা জেনেছো, তাই তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান ধারণ করে খুবই চালাক-চতুর হতে পারবে। একেবারে মিষ্টি সুগন্ধ ফুলের মতো হতে পারবে। তোমরা যখন এসব অন্যদের শোনাও, তখন তারাও খুব খুশী হয়। যে যত নৈপুণ্যতার সাথে তা বোঝাতে পারে, অন্যেরা তার প্রতি তত বেশী খুশী হয়। তারা তখন বলে, অমূকের বোঝাবার ধরণ খুব ভালো। এত স্নেহও যখন তাদেরকে তাদের মতামত লেখার জন্য বলা হয়, তখন তারা জবাব দেয় - আচ্ছা ভেবে দেখি। এখনই আমি কিভাবে কি লিখি। মাত্র একবার শুনেই বাবার সাথে যোগ লাগাবো কি করে ? তা তো এখনও শেখা হয়নি। ভালো তো অবশ্যই লাগে। তোমরা একথা অবশ্যই বোঝাবে, এবার এই পুরোনো দুনিয়া বিনাশ হতে যাচ্ছে। সবার মাথায় পাপের বোঝা চেপে আছে অনেক। এই পতিত দুনিয়ায় থাকতে থাকতে পাপও অনেক বেড়েছে। বর্তমানের এই রাবণ-রাজ্যে সবাই পতিত হয়ে পরেছে, তাই তো সবাই পতিত-পাবন বাবাকেই ডাকতে থাকে। এই সব জ্ঞান কেবল মাত্র এখনই জানতে পারো তোমরা। সত্যযুগে কারও এই জ্ঞানটুকুও থাকে না যে, সত্যযুগের পর ত্রেতার আগমন ঘটে। সেই সময়কালে তখন তারা কেবল তাদের প্রাপ্ত প্রালব্ধই ভোগ করে। বাচ্চারা, তোমরা এখন অনেক বুদ্ধিমান হয়েছো, যেহেতু তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন সেই রুহানী শিববাবা স্বয়ং। এই বাবাই হলেন বিশ্ব-চরাচরের একমাত্র কর্তা যিনি সর্বশক্তিমান। কিন্তু জাগতিক লোকেরা তো কেবল মাত্র ধর্মশাস্ত্রের কর্তৃত্বের অধিকারী। সেই শাস্ত্র পাঠকারীদের সর্বশক্তিমান বলা যাবে না অবশ্য। যেহেতু সেই সব শাস্ত্রগুলি যে ভক্তিমার্গের। কিন্তু এই বাবা তোমাদের যে সব জ্ঞানের পাঠ পড়ান, তা নতুন দুনিয়ার নতুন তথ্য। বাচ্চারা, তাই তো তোমাদের কত আনন্দ সহকারে এই পাঠ পড়া উচিত। সারাদিনই যেন এই জ্ঞানের কথাগুলি তোমাদের বুদ্ধিতে ঘোরাফেরা করতে থাকে। ছাত্রেরা যা কিছুই পড়ে ও বোঝে সেগুলিকে তারা আবার মন্বন করতে থাকে। যাকে বিচার সাগর মন্বন করা বলা হয়। তোমরা এটাও বুঝতে পারো যে, বাবা বসে তোমাদের বেহদের জ্ঞান অথবা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সব রহস্য বোঝাতে থাকেন। যে জ্ঞান কেবল মাত্র তোমরা ছাড়া অন্য কারোরই তা বোধগম্য হয় না, অথচ যেটা খুবই আনন্দের তোমাদের কাছে। সেই হিসেবে তোমরা এই জ্ঞান-ধনে খুবই ধনী। যেহেতু তোমাদের শিক্ষাদাতা যে উঁচু থেকেও অতি উঁচু সর্বোচ্চ বাবা উঁনি। তাই তো তোমাদেরও খুশীর পারদ সর্বদা চড়তেই থাকা উচিত। সর্বদা নিজেদের বুদ্ধিতে এই সব কথাগুলি বিচার সাগর মন্বন করবে যে, এই তোমরাই একদা কত পবিত্র-পাবন ছিলে, কিন্তু ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন কত পতিত হয়ে পড়েছো। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী আবার বাবা তোমাদের পবিত্র-পাবন বনাচ্ছেন। সাধু-সন্তরা স্বীকার করে থাকেন যে, তারা রচয়িতা ও তার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কিছুই জানে না। তোমরা কিন্তু তা জানতে পেরেছো। যীশুখ্রীষ্ট আবার তার নির্দিষ্ট সময় অনুসারেই আসবে। একদা খ্রীষ্টানরা যেমন সম্পূর্ণ পৃথিবীতেই তাদের রাজত্ব বিস্তার করেছিলো, কালচক্রে তা এখন সবাই পৃথক পৃথক হয়ে আছে। তারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়ায় ব্যস্ত। ফলে এখন তারা চাইছে আবার এক রাজ্য-এক ভাষা হোক। কিন্তু এতেও যে মতভেদ হবে না, তা কি করে বলা যায়। এখন তো তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া আরও বেশী করে হবে। কারণ এমনটা

মোটাই সম্ভব নয় যে, সবাই দৈবী-মনোভাবের মত পোষণ করবে। যদিও তারা মুখের কথায় রামরাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সে বিষয়ে তো তাদের কোনও জ্ঞানই নেই। প্রথমদিকে অবশ্য তোমাদেরও এ সবার কোনও জ্ঞান ছিল না। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমরা তো এও জেনেছো যে, তোমাদের যুগ একেবারেই পৃথক ধরণের। এই সময়েই ব্রহ্মার দ্বারা মুখ-বংশাবলী (পোষ্য) ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে রাজ-ঋষি। তাই তোমরাই পবিত্রতা ধারণ করে শিববাবার থেকে রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করো। অন্যেরা তো যোগ রাখে ব্রহ্মের সাথে, অবশ্যই তা সেই এক ও একমাত্র বাবার সাথে নয়। একজন যোগ রাখে এর সাথে তো আর একজন আবার অন্য কারও সাথে। অমুক একজনের পূজারী তো অন্যজন আর একজনের। আসলে এটাই কারও জানা নেই যে, উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ, সর্বোচ্চ কে ? তাই তো বাবা বলে থাকেন - এরা সব আসুরী সম্প্রদায়ের, তুচ্ছ বুদ্ধিধারী, রাবণের দাস। কিন্তু তোমরা তো এখন শিববাবার পরিবারের সদস্য। যেহেতু শিববাবার থেকেই তোমরা সেই আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকো, যার দ্বারা তোমরা নতুন দুনিয়া সত্যযুগে যেতে পারো। বাবা তাই বলেন- ওহে আত্মারা, তোমাদের এখন অবশ্য করেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে, তার জন্য কেবল আমাকেই স্মরণ করতে হয়। কত সহজ এই পন্থা। গীতাতে তো কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা হয়, তাকেই আবার দ্বাপর যুগে দেখানো হয়। এটাই তো মারাত্মক ভুল। কিন্তু এই সব বুদ্ধি কেবল তাদেরই থাকবে যারা পুরো সময়টাই এখানে থাকে। মেলাতে তো কত কত লোকই আসে, তাদের মধ্যেও তো বুদ্ধদার-অবুদ্ধ সব রকমেরই থাকে। অনেক ধর্মের লোকেরাই তো আসে। তার মধ্যে হিন্দু ধর্মের লোকেরাই বেশী আসে, যারা দেবী-দেবতাদের পূজারী। যারা কখনো পূজা ছিল তারাই এখন পূজারী। এসবের ব্যাখ্যাও করতে হবে তোমাদের। যদিও মেলা বা প্রদর্শনীগুলিতে খুব বিস্তারিত ভাবে বোঝাবার অবকাশ থাকে না। এসব জ্ঞান বোঝার জন্য কারও কারও ৪-৫ মাসও লাগে। কেউ কেউ আবার তা খুব ভালভাবেই বুঝে যায়। তোমরা যত বেশী করে প্রদর্শনী-মেলার ব্যবস্থা করবে, ততই বেশী সংখ্যক লোক আসতে থাকবে এখানে। তখন তারা বুঝতে পারবে এই জ্ঞান কত সুন্দর, তারা নিজে থেকেই তারপর আসতে থাকবে। সেন্টারগুলিতে তো অনেক সংখ্যক চিত্র রাখা হয় না, যেমন প্রদর্শনীতে অনেক ধরণের চিত্র রাখা হয়। তোমরা যখন সেগুলি বোঝাতে থাকো, তাদের কিন্তু তখন খুব ভালোই লাগে, কিন্তু যেই তারা বাইরে আসে তখনই মায়ার বায়ুমন্ডলের চক্রজালে পড়ে যায়। এছাড়া যার যার নিজেদের কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বানিজ্যের ব্যাপারটাও তো আছে - তাতেই তারা লেগে পড়ে। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে নতুন তো হবেই, যেহেতু বাবা আমাদেরকে সেই নতুন দুনিয়া স্থাপন করিয়ে সেখানকার বাদশাহী দিতে চলেছেন আমাদের। সেই নতুন দুনিয়াতে গিয়ে আমরা নতুন নতুন মহলও বানাবো। এমন তো আর হতে পারে না যে, নীচে থেকে মাটি খুঁড়ে সেই সব মহল বেড়িয়ে আসবে। মুখ্যতঃ এটা সর্বাগ্রে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, উঁনি যেমন আমাদের বাবা তেমনি শিক্ষকও উঁনিই। উঁনিই আবার মানুষ সৃষ্টির বীজরূপও। সর্ব-জ্ঞানেই সম্পূর্ণ-জ্ঞানীও উঁনিই। তাই তো ওঁনার এত মহিমা কীর্তন করা হয়, ওঁনাকেই বলা হয় জ্ঞানের-সাগর। উঁনিই সমস্ত মানুষ সৃষ্টি জগতের (কল্প-বৃক্ষের) বীজ স্বরূপ। যদিও উঁনি বাকরুদ্ধ, কিন্তু চৈতন্য-স্বরূপ। বাবা তোমাদের যে সব জ্ঞানই দিয়ে থাকেন, তা অন্যদেরকেও খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। মেলা বা প্রদর্শনীগুলিতে এত অসংখ্য লোকই তো আসে। কোটি-কোটির মধ্যে কেউ কেউ এমনও জ্ঞানী বেরিয়ে আসে। অনেকে আবার ৭-৮ দিন এসেই, একেবারেই অদৃশ্যও হয়ে যায়। এরকম হতে হতেই কেউ না কেউ বেরিয়ে তো আসেই। আমাদের কাছে সময় আর বেশী নেই, এদিকে বিনাশও যে আমাদের দোরগোড়ায়। অতএব কর্মাতীত অবস্থায় অবশ্যই আসতেই হবে। পতিত থেকে পবিত্র-পাবন

হতে গেলে স্মরণের যোগ করাটা খুবই জরুরী। আবার নিজের সব কিছু নিজেকেই দেখতে হবে। যেহেতু তোমাদের সত্বপ্রধান তো হতেই হবে, তাই এই চিন্তা যেন সর্বদা থাকে মনে, যেহেতু তোমাদের মাথায় জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা চেপে আছে। চক্রের নিয়মে রাবণ-রাজ্যের কারণেই সিঁড়ি নীচের দিকেই নামতে থাকে। যা যোগবলের দ্বারাই আবার উপরের দিকে চড়তে হয়। রাত-দিন তোমাদের যেন এই চেষ্টাই থাকে যে, আমাকে সত্বপ্রধান হতেই হবে। অবশ্য তার সাথে সৃষ্টি-চক্রের জ্ঞানটাও যেন বুদ্ধিতে সজাগ থাকে। স্কুলেও তো এমনটা হয়ে থাকে যে, এই এই বিষয়ে আমাকে পাস করতেই হবে। আর এক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা। আর হ্যাঁ, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানটাও কিন্তু জানতে হবে। সিঁড়ির সমস্ত জ্ঞানটাই বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তোমাদের। জানতে হবে কিভাবে বাবাকে স্মরণ করলে সত্যযুগী সূর্যবংশী পরিবারের সিঁড়িতে উঠতে পারা যায়। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা এভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছো। এখন কিন্তু মূহুর্তেই উপরে উঠতে হবে। তাই তো একথা প্রচলিত আছে - সেকেন্ডেই জীবন-মুক্তি। এই জন্মেই বাবার থেকে জীবন মুক্তির আশীর্বাদী-বর্ষা নিয়ে দেবতা হতে হবে। বাবাও তাই বলেন, বাচ্চারা তোমরাই তো সূর্যবংশী ছিলে, তারপর হলে চন্দ্রবংশী, তারও পরে বৈশ্যবংশী.....। এখন আবার তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ বানাচ্ছি। ব্রাহ্মণরাই সর্বোচ্চ শিখরে। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্বোচ্চ পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋগ্বেদ - এই তিন ধর্মের স্থাপনা করেন। তোমরা জেনেছো, এখন তোমরা সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে আছো। তারপরেই দেবতা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রোজ এমনই কত জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হয়। এগুলিকেই ধারণ করতে হয়। তা না হলে বাচ্চাদেরকে বাবার সমান বানাতে কি করে। সূর্যবংশী পরিবারে তো খুব কম সংখ্যকই আসতে পারে-যারা খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করে আর অন্যদেরকেও পড়ায় তারাই। তোমাদের মতামত ও বুদ্ধি সবই কিন্তু বর্তমান জাগতিক দুনিয়া থেকে ভিন্ন প্রকৃতিরই হবে। যেমনটা বলা হয়, ঈশ্বরের সব কিছুই যেন আলাদা প্রকারের। তোমরা ছাড়া অন্যেরা কেউই আর বাবার সাথে নিজেকে স্মরণের যোগে রাখে না। প্রদর্শনীতে আসে আর চলে যায় মাত্র। তারা তো প্রজার মধ্যেই আসবে। কিন্তু যারা খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করে অপরকেও সেই পাঠ পড়ায়, কেবল তারাই ভাল পদের অধিকারী হতে পারবে। আর তোমাদের এটা তো জনহিতকারী। যে সংগঠন দিন-প্রতিদিন বুদ্ধিই হতে থাকবে। আরও অনেকে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসতেই থাকবে। নতুন কিছুর প্রচার হতে কিছু সময় তো লাগবেই, তাই না। তখন ফটাফট নতুন নতুন অনেক চিত্রও তৈরী হয়ে যাবে। দিন-প্রতিদিন মানুষদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তোমরা তো বুঝতেই পারছো, এই যে বোম্ (বোমা) ইত্যাদির লড়াই শুরু হবে, তার ফলে কি অবস্থাটাই না হবে। দিন-প্রতিদিন দুঃখ-কষ্ট আরও চরমে বাড়তেই থাকবে। এই দুঃখের দুনিয়ার অবসান তো হতেই হবে। যদিও সম্পূর্ণটারই বিনাশ হবে না। শাস্ত্রেও তা লেখা আছে একমাত্র ভারতই অবিনাশী-খন্ড। তোমাদের তো অবশ্যই আবুর সেই স্মৃতি হুবহু স্মরণেই আছে। সে বিষয়েও বোঝাতে হবে, যদিও তা হবে জড় পদার্থকে স্মরণ করার মতন। বাস্তবে এখন সেখানে তারই স্থাপনা কার্য চলছে। তোমরা রাজযোগ শিখছো বৈকুণ্ঠে (স্বর্গে) যাবার লক্ষ্যে। দিলওয়াল মন্দিরের স্থাপত্য কত সুন্দর রূপে তৈরী করা হয়েছে। আমরাই যেন সেখানে বসে আছি। আমরা আসার পূর্বেই আমাদের স্মরণিকা তৈরী হয়ে আছে। তোমরা স্বর্গের সার্বভৌম রাজস্ব পাবার উদ্দেশ্যেই এখানে এসে বসো। আবার এও বলা যে, বাবা আমরাই আপনার থেকে অবশ্যই সেই রাজস্ব নেবোই-নেবো। যারা খুব ভালোভাবে সারা দিন স্মরণ করে আর অপরকেও তা করায়, তারা খুব খুশীতেই থাকতে পারে। যেমন ছাত্ররা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারে, সে পাস করবে না কি করবে না। লাখ-কোটির মধ্যে কেবল মাত্র কয়েকজনই তো

স্কলারশিপ পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে প্রথম ৮ জন হয় মুখ্য সোনার, তারপর ১০৮ জন হন রূপোর, এছাড়া ১৬০০০ হয় তামার। যেমন পোপ যখন মেডেল দেন, তখন সবাইকেই তো আর সোনার মেডেল দেন না। কাউকে সোনা, কাউকে রূপার। এইভাবেই তো মালা তৈরী হয়। তোমাদের আগ্রহ থাকে সোনার মেডেল পাবার। আর রূপার মেডেল পেলে তারা তো চন্দ্র-বংশীর অন্তর্গত হবে। তাই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তাতেই বিকর্ম বিনাশ হবে, এছাড়া আর অন্য কোনও উপায়ও নেই। তোমরা শুধু এই একটা বিষয়েই সম্বন্ধ রাখবে পাস হবার জন্য। যুদ্ধ যখন একটু বেশী মাত্রায় শুরু হবে, তখন কিন্তু তোমরা খুব বেশী পরিমাণে পুরুষার্থ করা শুরু করে দেবে। পরীক্ষার সময় ছাত্রেরা যেমন অতি দ্রুত গতিতে লেখার পুরুষার্থ করে থাকে, তেমনি। আর তোমাদের এটা তো বেহদের স্কুল। প্রদর্শনীগুলিতে বোঝাবার অভ্যাস বেশী করে করবে। প্রজেক্টের দেখে তারা ততটা প্রভাবিত হয় না যতটা আশ্চর্য ও আকৃষ্ট হয় প্রদর্শনীগুলি দেখে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমনের স্মরণ ও ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানায় - নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশের পূর্বেই নিজেকে কর্মাতীত অবস্থার স্থিতিতে তৈরী করতে করতে হবে। স্মরণের যোগে থেকে সতোপ্রধান হতে হবে।

২) সর্বদা এই খুশীতেই থাকতে হবে যে, যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্বোচ্চ স্বয়ং বাবা আমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। অতএব এই পাঠ খুব মনোযোগ সহকারে যেমন পড়তে হবে তেমনি অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। মন দিয়ে সবকিছু শুনে তার বিচার-সাগর মন্বন করতে হবে।

বরদান :- আমিষের বোঝাকে সমাপ্ত করে প্রত্যক্ষফলের অনুভব করে বালক থেকে মালিক হও।

যখন কোনও প্রকারেরই আমিষ আসে তখন সেই আমিষের বোঝা মাথায় এসে ভারী হয়ে যায়। কিন্তু বাবা এসে নিজেই যখন তা বলছেন যে, "সব বোঝাই আমাকে দিয়ে দাও, আর তোমরা কেবল নাচো আর উড়তে থাকো সেখানে এসব প্রশ্ন বা কেন ? - সেবা কি ভাবে হবে ? ভাষণ কিভাবে করবো ? -- তোমরা নিজেদের কেবল নিমিত্ত ভেবে পাওয়ার হাউসের সাথে স্মরণের যোগ সংযোগ করে বসে যাও। মনোবল হারিও না, বাপদাদা সব কিছুই স্বতঃতই তা করিয়ে দেন। বালক ও মালিক বোধে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থাকলে, প্রত্যক্ষ ফলের অনুভূতি করতে থাকবে।

স্লোগান :- জ্ঞানের বিতরণ করার সাথে সাথে গুণেরও দান করলে, সফলতা আসতেই থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের চেহারা সবসময় যেন হাস্যোজ্জ্বল হয়, কথায় সাহস আর তেজ (spirit) থাকে, তাহলে অন্যদের উপরে তোমাদের কথার প্রভাব পড়বে"

প্রশ্ন:- বাবার এমন কোন্ দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে , যা কোনো মানুষ তা করতে পারে না?

উত্তর:- বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা বা পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানানো, এই দায়িত্ব হল বাবার । কোনো মানুষ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। যদিও সম্মেলন আদি করে, শান্তির পুরস্কার দেয় কিন্তু শান্তি স্থাপন তখনই হতে পারে যখন সে প্রথমে পবিত্রতায় থাকবে । পবিত্রতার দ্বারাই শান্তি আর সমৃদ্ধি মেলে। বাবা এসে এমন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন, যেখানে শান্তি থাকবে ।

গীত:- তুমিই মাতাপিতা.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার মহিমা শুনলো? ব্রহ্মার, সরস্বতীর নাকি শিবের? যখন বলে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই তখন অন্য আর কার মহিমা করা সম্ভব। যদিও ব্রাহ্মণ হল উচ্চ কিন্তু তার উপরে শিববাবা আছেন তাই না। উনি ছাড়া আর কারো মহিমা নেই। এখন অনেককে শান্তি পুরস্কারও দেয়। এই দুনিয়ার সমাচারও শোনা প্রয়োজন। তোমাদের নতুন দুনিয়ার সমাচার বুদ্ধিতে আছে। এখন আমরা যাচ্ছি নতুন দুনিয়াতে। তো তোমরা বাচ্চারা জানো যে একের ছাড়া আর কারো মহিমা নেই। বাবা বলেন আমিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাই। আমি না থাকলে তোমরা ব্রাহ্মণরা খোড়াই হতে। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন শিখছ, বাবার থেকে বর্সা পাচ্ছ। শূদ্র তো বর্সা পেতে পারে না। তো বলিহার এক বাবারই আছে। যদিওবা রুহানি সেবাধারি ব্রাহ্মণেরও গায়ন আছে। দেবী- দেবতাদেরও গায়ন আছে। কিন্তু যদি শিববাবা

না থাকেন তবে এঁদের গায়ন কোথা থেকে আসে! গীতও আছে --আমার তো এক শিববাবা অন্য কেউ নয়। বর্সাও ওনার থেকেই প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন আমি কোনো শান্তির পুরস্কার পাই না। আমি তো হলাম নিষ্কাম সেবাধারি। আমাকে কি পদক দেবে? আমাকে কি কোনো পদক দেবে! আমি উপহার কি করবো! কেউ সোনা আদির পদক বানিয়ে দেয় বা সংবাদপত্রে দেয়। আমার জন্য কি করবে? বাচ্চারা আমি তো হলাম তোমাদের বাবা । বাবার দায়িত্ব হল -- পতিতকে পবিত্র বানানো। ড্রামা অনুসার আমাকে সবাইকে মুক্তি- জীবন্মুক্তি দিতে হবে। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি? যেরকম জনকের নাম আছে, আবার অনুজনকও হয়। এরকম এখানেও নাম আছে। যেমন কারো নাম লক্ষ্মী হয়। এখন তারা জীবনবন্ধতে আছে আর তোমরা এখন সত্য

লক্ষ্মী, সত্য নারায়ণ তৈরি হচ্ছে। ভারতেই এরকম নাম অনেকের আছে, অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের এরকম নাম শুনবে না। ভারতে কেন রাখে? কারণ এর মাধ্যমে বড়দের স্মরণ করা হয় । তা না হলে পার্থক্য দেখ কত । এখানের লক্ষ্মী, নারায়ণ নামের মনুষ্য মন্দিরে গিয়ে সত্যযুগের লক্ষ্মী- নারায়ণের সামনে মাথা নত করছে, পূজা করছে। ওনাদের বলবে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ। নিজে কে শ্রী বলতে পারবে না। পতিত শ্রেষ্ঠ কি করে হতে পারে। ওরা বলবে আমরা হলাম বিকারী পতিত, আর এঁরা হলেন নির্বিকারী, পবিত্র । ওঁরাও মানুষ, অতীতে ছিলেন । এইসব কথা আর কেউ জানে না। তোমাকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন আর সকল প্রকারের নির্দেশও দিচ্ছেন। এখন বিরাট রূপের চিত্রও থাকা দরকার। দেবতারাই শেষে এসে শূদ্র হয় । নানান বৈচিত্র্য আছে তাই না। অন্য কারো এরকম

বিরাট রূপ তৈরি হয়নি। ৮৪ জন্মও তোমরাই নাও। পূজ্য পূজারীও তোমরাই হও। এত এত পূজারীর জন্য তো পূজ্যও অনেক চাই। তো কত চিত্র বসে বানিয়েছে। হনুমানকেও পূজ্য বানিয়ে রেখেছে। তো বিরাট রূপের চিত্রও অবশ্যই আছে। হিসাব চাই তো। কোন্ হিসাবের দ্বারা আমরা ৮৪ জন্ম নিই। উপরে টিকিও অবশ্যই দেখাতে হবে। বিষ্ণুর রূপও ঠিক আছে কারণ এটা হল প্রবৃত্তিমার্গ। ব্রাহ্মণদের টিকিও পরিষ্কার করে বলা উচিত। চিত্র এত বড় হওয়া দরকার যাতে লেখাও যায়। তোমরা খুব সহজ ভাবেই বোঝাতে পারো। বাস্তবে বাবার পুরস্কার ইত্যাদি কিছুই পান না। পুরস্কার তোমরা পাও। পবিত্রতা, শান্তি আর সমৃদ্ধির রাজ্য তোমরাই স্থাপন করো। তোমরা বোঝাতে পারো-- আমরা এটা(রাজ্য)স্থাপন করছি। আমরা যে এত সেবা করি, তার পুরস্কার আমাদের প্রাপ্ত হয়, তা হল বিশ্বের বাদশাহী। কত সুন্দর বোঝার বিষয় এটি। এখানে শান্তি পুরস্কার কেউ কি করে পাবে? তোমরা লিখতে পারো যে আমরা পবিত্রতা, শান্তি আর সমৃদ্ধির রাজ্য ২৫০০ বছরের জন্য স্থাপন করছি শ্রীমতের দ্বারা। কিন্তু বাম্বাদের এত নেশা হয়নি। নেশা কার হবে? শিববাবার? যাদের পুরো নেশা হয়, তারা ঐ নেশাতেই বোঝায়। প্রথমে তো নেশা ব্রহ্মার হয়, এইজন্য শিববাবা বলেন বাবাকে অনুসরণ করো। তোমাদেরও এরকম উচ্চ পুরুষার্থ করে এরকম হতে হবে। এই বাবা(ব্রহ্মা) বলেন আমি বাবার থেকে শিক্ষা পাচ্ছি। তোমরাও শিববাবাকে স্মরণ করো। আমরা তো হলাম

পুরুষার্থী। শিববাবা বলেন আমার কর্তব্য হল পবিত্র বানানো, এতে আমার মহিমা কি করবে। আমাকে পুরস্কার কি দেবে? কেউ আমার এই কর্তব্য নিতে কি করে পারবে। আজকাল অনেকে শান্তি পুরস্কার পেয়ে থাকে। তো তোমরা রায় দিতে পারো-- আপনি শান্তি স্থাপন করতে পারবেন কি? শান্তি স্থাপন করবার জন্য তো একই বাবা আছেন। প্রথমে চাই পবিত্রতা। শান্তি তো আছে শান্তিধামে সুখধামে। নিরাকারী দুনিয়াতে বা বিদেহি স্বর্গে। এটাও বুঝতে হবে। শান্তি স্থাপন কে করেন? তোমরা ডাকোও

যে এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করো। এটা কে বোঝায়? দুজনে একত্র আছেন তাই না! দুজনের নাম নাও, অথবা একজনের। বাম্বা হল বাদশাহ(ব্রহ্মা বাবা) আর পূর্বপুরুষ(শিববাবা) হলেন মন্ত্রী। তোমরা কি ভাবো? বিচার সাগর মন্তন কে করে? শিববাবা করবেন না ব্রহ্মা? দুজনেই তো একত্র আছেন তাই না। এই কথা গুড় জানে আর গুড়ের পুঁটলি জানে। তোমরা বুঝতে পারো না যে কে নির্দেশ দিচ্ছেন চিত্র বানানোর আর বোঝানোর জন্য। আমরা যে রুহানি সেবা করছি তাও নাটক অনুসারে। পড়ে এবং পড়ায় যে সে কখনও লুকিয়ে থাকতে পারে না। হ্যাঁ, তুফান তো অবশ্যই আসবে। এই ৫ বিকারই বিরক্ত করে। রাবণরাজ্যে বুদ্ধি ভুল কাজই করায় কারণ বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়। মায়া সবাইকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন এখন প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা বসে বোঝান তোমরা ভারতবাসীরা কি হয়ে পড়েছে। এটা ব্রহ্মাও বোঝেন যে আমি কি ছিলাম আর ৮৪ জন্ম পরে কি হই। ভারতে ৮৪ জন্ম এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরই গুণবে। বাবাও এখানেই এসেছেন। শিব জয়ন্তীও ভারতেই হয়। বাবা বলেন আমি পতিত শরীরে প্রবেশ করে পতিত দুনিয়াতেই আসি। পয়লা নম্বর পাবন আবার পয়লা নম্বর পতিত। এই সময় পতিত তো সকলে আছে তাই না। সেবাধারী বাম্বাদের বুদ্ধিতে সারাদিন এই জ্ঞানই থাকে। বাবা বলেন -- গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক তো পবিত্র থাকো আর বাবাকে স্মরণ করো। সৎসঙ্গও সকালে আর বিকালে হয়। দিনের বেলায় তো ব্যবহারেতে থাকে, ভক্তি করে। কেউ এর পূজা করে, কেউ অন্য কারো। বাস্তবে স্ত্রীকে তো বলে পতিই তোমার সবকিছু তাই ওঁদের তো অন্য কারো পূজা করার দরকার নেই। পতিকেই গুরু ঈশ্বর বলা হয়। কিন্তু এটা

বিকারির ক্ষেত্রে খোড়াই বলা হতে পারে । পতিরও পতি, গুরুরও গুরু হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা । তোমরা সকলে হলে কনে (bride) , আর একজনই হলেন পাত্র (Bridegroom)। ওরা আবার পতিকে ভেবে নেয় । বস্তুবে বাবা তো এসে মাতাদের অনেক উঁচুতে বসান । গাওয়াও হয়ে থাকে প্রথমে লক্ষ্মী, পরে নারায়ণ । লক্ষ্মীর সম্মান বেশী । তো স্বর্গের মালিক হওয়ার কত নেশা থাকা দরকার, কল্প আগেও শিবজয়ন্তী পালন হয়েছিল । বাবা এসেছিলেন স্বর্গের স্থাপনা করেছিলেন । বাবা এসে রাজযোগ শেখান । আমরা রাজ্যও নিই আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশও

হয় । আর কারো বুদ্ধিতে এই কথা থাকতে পারে না । বুদ্ধিতে এইসব কথা ধারণ থাকলে তবে খুশীতে থাকবে । সাহস আর উদ্যম চাই । বলার অভ্যাস করতে হয়, ব্যারিস্টারও অভ্যাস করলে খুব ভালো তৈরী হয়ে ওঠে । ক্রম অনুসারে তো হয়েই থাকে । প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী তো হয়ই । বাচ্চাদের অবস্থাও এরকম হয় । বাচ্চাদের মধ্যেও তো মিষ্টতা অনেক চাই । মধুরতা আর স্পষ্ট শব্দ প্রয়োগে কথা বললে প্রভাব অনেক পড়বে । তো শান্তি স্থাপন করবার জন্য এক বাবা-ই আছেন, ডাকেও ওনাকেই । বাবা বলেন আমাকে উপহার কি দেবে ! আমি তো তোমাদের বাচ্চাদের উপহার দিই । তোমরা শান্তি, সমৃদ্ধি স্থাপন করো সত্যতার । কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত । পরে অবশ্যই সকলের উপরে প্রভাব পড়বে । লোকে এটা বোঝে যে বি.কে. রা কামাল করছে । দিনে দিনে পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে । কারো কাছে বেশী ধন থাকলে বাড়িতেও ভালো -ভালো পাথরের বসায় । তোমরাও যত বেশী শিখতে থাকবে চিত্র ইত্যাদিও জাঁকজমক হতে থাকবে । সবকিছুতে সময় লাগে । এ তো অনেক বড় পরীক্ষা । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । ব্যাস আর কারো সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কি করে হবো, এই যুক্তি বাবা বসে বোঝান । গীতাতেও আছে -- মন্মনাভব । কিন্তু এর অর্থ বুঝতে পারে না । এখন বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা জানে-- আধাকল্প হল ভক্তি, আধাকল্প হল জ্ঞান । সত্যযুগ ত্রেতাতে ভক্তি হয় । জ্ঞান হল দিন, ভক্তি হল রাত । মানবেরই দিন আর রাত হয় । এটা হল বেহদের কথা । ব্রহ্মার দিন ব্রহ্মার রাত । দিনের দিকে তাকিয়ে দেখো -- লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী তাই না ! এখন হল রাত । এই ধাঁধা কতও কত সুন্দর । ব্রহ্মা হতে ৫ হাজার বছর লাগে । ৮৪ জন্ম নেয় তাই না । তোমরা বলবে আমরাই সেই দেবতা হই । এটা তো বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে । সৃষ্টিচক্র বুদ্ধিতে থাকা দরকার । এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে

খুব খুশী হওয়া দরকার । এটা হল মূল লক্ষ্য । আমরা রাজযোগ শিখছি -- নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য । কৃষ্ণ সত্যযুগের রাজা ছিলেন । ওখানে খোড়াই বসে গীতা শোনাবেন । কত ভুল আছে । এই ভুল বাবা ছাড়া কেউ সংশোধন করতে পারে না । এটা তো তোমরা বাচ্চারা জানো আর তো সবাই বিষয় সাগরে ডুবতে থাকে। অনেককে মায়া একদম গলা ধরে নর্দমায় ফেলে দেয়। বাবা বলেন-- নর্দমায় পোড়ো না । তাহলে অনেক পস্তাতে হবে । পস্তাতে না হয় এইজন্য বাবা বোঝাচ্ছেন । অনেকে প্রচুর উৎসাহ আসে, তাড়াতাড়ি মেনে নেয় । কেউ লেখে বাবা আগের থেকেই পাকা কথা হয়ে আছে । এখন কি করি । বাবা বলেন -- তোমরা কামাল করে দেখাও । তাকে প্রথম থেকেই বলে দাও, তোমাকে পতির আস্তা অনুসারে চলতে হবে । এটা গ্যারান্টি দিতে হবে যে আমরা পবিত্র থাকবো । প্রথম থেকেই লিখে দিক, যা আমি বলব তা-ই মানবে । লিখিয়ে নাও তো আর কোনো সমস্যা নেই । কন্যা তো লেখাতে পারবে না । ওঁদের পুরুষার্থ করা উচিত যে আমরা বিয়ে করব না । কন্যাদের তো অনেক বেশী সাবধান থাকতে হবে । আচ্ছা ।

বাবা বলেন তোমরা আমাকে কি ভেবেছ, যে বলো হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র বানাও, কি এটাই আমার একমাত্র কাজ নাকি ! বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে মজা করছেন । তোমরা ডাকো বাবা আমরা পতিত হয়ে গেছি, এসে পবিত্র বানাও । বাবা অন্য দেশে আসেন । এটা তো হল পতিত দুনিয়া, তাই না ! আমাকে এনার(ব্রহ্মার)মধ্যে প্রবেশ করে পবিত্র বানাতে হয় । ইনি তো আবার এসে পবিত্র শরীর নেবেন । আমার ভাগ্যে তো এটাও নেই । আমাকে পতিত শরীরেই আসতে হয়। এই জ্ঞান শুনে অনেকের খুব আনন্দ হয় । এটা জ্ঞান কত উচ্চ । তো পুরুষার্থও পুরো করা প্রয়োজন । ভালো পুরুষার্থীর নাম তো বাবা গায়ন করে থাকেন । মানুষ তো এই আনন্দেই যেন স্বর্গে আছি । এখানে তো অনেক কিছু সহ্য করতে হয় । বাবা যেখানেই থাওয়াক, পড়াক, বসাক -- প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে । আচ্ছা--

মিষ্টি-মিষ্টি হারনিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) স্মরণ শিববাবাকে করতে হবে, অনুসরণ ব্রহ্মা বাবাকে করতে হবে । ব্রহ্মা বাবার সমান উচ্চ পুরুষার্থ করতে হবে । ঈশ্বরীয় নেশাতে থাকতে হবে ।

২) তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে, বাকি কোনো কথার পরোয়া করবে না । প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে ।

বরদান:- বালক ও মালিক ভাবের স্মৃতি দ্বারা সর্ব খাজানার অধিকারী, প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব ।

আমরা হলাম বাবার সর্ব খাজানার বালক তথা মালিক , স্বাভাবিক যোগী, স্বাভাবিক স্বরাজ্য অধিকারী । এই স্মৃতির দ্বারা সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন হও । এই গীত সদা গাইতে থাকো যে "যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি" । হারালে-পেলে, হারালে-পেলে এই খেলা কোরো না । আমি পাচ্ছি, আমি পাচ্ছি -- এটা অধিকারী আস্তার বোল হবে না । যে সম্পন্ন বাবার বালক, সাগরের সন্তান, সে চাকরের সমান পরিশ্রম করতে পারে না ।

স্লোগান:- যোগবল দ্বারা কর্মভোগের উপর বিজয় প্রাপ্ত করা -- এটাই হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমাদের ভক্তির ফল প্রদান করতে, ভক্তির ফল হল জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি লাভ হয় ।"

প্রশ্ন :- এই ব্রাহ্মণ কূলে বড় কাকে বলবে? তার লক্ষণ কি কি হবে ?

উত্তর :- ব্রাহ্মণ কূলে বড়র থেকে বড় তিনি হবেন যিনি খুব ভালো সেবা (সার্ভিস) করেন । যাঁর সর্বদা নিজের উন্নতির চিন্তা(খেয়াল) থাকে, যিনি পড়াশোনা করে খুব তীব্র গতিতে এগিয়ে যান । এমন মহাবীর বাচ্চারা নিজের তন - মন - ধন সব কিছু ঈশ্বরীয় সেবাতে দিয়ে সফল করে । নিজের চাল চলনে খুব সতর্ক থাকে ।

গীত:- তুমি তো রাত্রিকাল নষ্ট করেছেো ঘুমিয়ে.. দিনমান নষ্ট করলে খেয়ে....

ওম্ শান্তি । এই গানটা বার্থিক (incorrect) । এই দুনিয়ায় তোমরা যা কিছু শোনো সব বার্থিক অর্থাৎ মিথ্যা । বাবা বসে বসে বোঝাচ্ছেন, হে! ভারতবাসী বাচ্চারা, যারা তার সামনে আছে, তাদেরকে বলছেন । তোমরা এখন জেনেছো যে, ওটা হল ভক্তিমার্গ । বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ ইত্যাদি কতসব ভক্তি মার্গে থেকে জন্ম জন্মান্তর ধরে পড়ে আসছে । গঙ্গা স্নান করে আসছ, জিপ্তোস করো, এই কুস্ত্র মেলা কবে থেকে শুরু হয়েছে? তাহলে বলবে যে এতো অনাদি কাল থেকে চলে আসছে । কবে থেকে হচ্ছে? এটা তো বলতে পারবে না । ওদের তো এটা জানা নেই যে ভক্তি মার্গ কবে থেকে শুরু হয়েছে । ওরা তো কল্পের আয়ু উল্টো করে দিয়েছে । বলা হয় শাস্ত্রে লেখা আছে যে, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত । এটা তো গীতাতে আছে । এবার বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের ব্রাহ্মণদের দিন আর রাত্রি হল বেহদের । অর্ধকল্প দিন আর অর্ধকল্প রাত্রি । সমান সমান হওয়া জরুরী । অর্ধকল্প থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয়, এটা কেউ জানে না । সোমনাথ মন্দির কবে তৈরি হয়েছে? প্রথমে তো সোমনাথ মন্দির তৈরি হয়েছে -- অব্যাভিচারী ভক্তির জন্য। তোমরা জানো যে অর্ধকল্প পুরো হলে ব্রহ্মার রাত্রি শুরু হয় । লক্ষ বছরের ব্যাপার হতে পারে না । বলা হয় ১৩০০ -১৪০০ বছর পার হয়েছে হয়তো যখন মুহাম্মদ গজনী মন্দিরের সম্পদ লুণ্ঠ করে নিয়ে যায় । তোমরা এখন ভাবছো যে এই পুরানো দুনিয়ার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আরো অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আসে, সে সব বাই প্লট ("by plot") এর মধ্যে আসে । এখন তো তাদেরও অন্তিম কাল। তমোপ্রধান হয়ে আছে । কত প্রকারের আছে । সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী আছে, দুই কলা কম হলে পরে অন্য ভ্যারাইটি (variety) আসে । এই সময়টা হল ভক্তি মার্গের । জ্ঞানের দ্বারাই দিন হয়, সুখ আসে । ভক্তির দ্বারা রাত্রি হয়, দুঃখ আসে । যখন ভক্তি পুরো হয়ে যায় তখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । জ্ঞান দান করেন একমাত্র জ্ঞানের সাগর বাবা । উনি কখন আসবেন, শিব জয়ন্তী কখন পালন করা হয়, এটা তো কেউ জানে না ।

এখন তোমাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে কত সময় অবধি ভক্তি চলে, তারপর জ্ঞান কখন প্রাপ্ত হয় । অর্ধকল্প ধরে এই ভক্তি মার্গ চলে আসছে । সত্যযুগে , ত্রেতাযুগে এই ভক্তি মার্গের চিত্র ইত্যাদি কিছুই হয় না । ভক্তির অংশমাত্র থাকে না । এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, তাই ভগবানকে আসতে হবে । মধ্যে কেউ ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারে না । বলা হয় যে জানি না কোন্ রূপে

ভগবানকে পাবো ? গীতার ভগবান যদি কৃষ্ণ হয়, তাহলে উনি কবে আসবেন--- রাজযোগ শেখাতে? মানুষ কিছু জানে না । ভক্তি মার্গ একদম পৃথক। জ্ঞান একদম আলাদা । গীতাতে আছে ভগবানুবাচ । গাওয়াও হয়, পতিত পাবন এসো । একদিকে ডাকতে থাকে, আর একদিকে গঙ্গা স্নান করতে যাচ্ছে । নিশ্চিত কিছু জানা নেই যে পতিত পাবন পরমাত্মা কে?বাচ্চারা তোমাদের এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে । তোমরা এখন জানো যে তোমরা যোগবলের দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত করো । বাবা বলেন যে, -- "মামেকম " স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি — পতিত পাবন বাবা বলছেন যে, আমি ৫ হাজার পূর্বে এমনই বলেছিলাম যে, হে বাচ্চারা দেহ সহ সব সম্পর্ক থেকে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করে আমাকে স্মরণ করো । এই হল "গীতার " মহাবাক্য । কিন্তু "গীতা " আমি কবে শুনিয়ে ছিলাম তা কেউ জানে না। আমি বলছি যে ৫ হাজার বছর পূর্বে আমি তোমাদের " গীতা " শুনিয়ে ছিলাম । বর্তমান সময়ে পুরো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড় জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেছে । এখন বাবা এসে তোমাদের ড্রামার আদি - মধ্য - অন্ত, এসব চক্রের রহস্য বুঝিয়েছেন । বাবা তো নিশ্চয়ই অস্তিম কালে আসবেন, তাই না । তোমরা তো জানো যে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ কেমন করে হচ্ছে । এখন তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা কেমন করে নতুন দুনিয়ার, স্বর্গের মালিক হবো । এই যদি রাজযোগ তাহলে আমরা প্রজা কেন হব । মাম্মা, বাবা যদি রাজা রানী হন তাহলে আমরা কেন রাজা রানী হব না? মাম্মা তো অল্প বয়সী ছিলেন, আর বাবা তো বৃদ্ধ ছিলেন তাসত্ত্বেও সবার থেকে অনেক বেশী পড়াশোনা করতেন । মুখে খুব ধার থাকা চাই । বাবা বলেন, কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো, যতটা সম্ভব হতে পারে। আর বাদবাকি সব কিছু ভুলে যাও । পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য । যেমন নতুন বাড়ি হলে পরে বুদ্ধি ওইদিকে চলে যায় তেমনই । এটা তো চোখে দেখা যায় । এই সব বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারো । অনেকের সাক্ষাৎকারও হয় । বৈকুণ্ঠকে সবসময় স্বর্গ, প্যারাডাইস বলা হয় । নিশ্চয়ই কখনো এই সমস্ত ছিল । এখন আর নেই । এখন তো তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য রাজযোগ শিখছো । সর্বপ্রথম মুখ্য কথা হল এই যে -- শিব ভগবানুবাচ । কৃষ্ণ তো ভগবান হতে পারেন না । উনি তো পুরো ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন । ভগবান তো জন্ম - মরণের চক্রে আসেন না, এটা একদম পরিষ্কার । কৃষ্ণের সেই রূপ যা সত্যযুগে ছিল সেটা তো আবার হবে না । পুণর্জন্ম নিতে নিতে নাম রূপ বদলে যায় । এই সময় সেই আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে আছে । কেউ কেউ বলে যে কৃষ্ণ দ্বাপরে ছিলেন, কিন্তু ওঁনার সেই রূপ তো দ্বাপরে হতে পারে না । দ্বাপরে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে আসতে পারেন না । কৃষ্ণ তো সত্যযুগেই থাকেন । ওনাকে পতিত পাবন বলা যায় না । "গীতার " ভগবান কৃষ্ণ নয়, শিব । উনি নিশ্চিত ভাবে আসেন । শিব জয়ন্তীও হয়, নিশ্চিত ভাবে কোনো দেহ রথে প্রবেশ করেন । স্বয়ং তিনি বলেনও যে আমি সাধারণ দেহ তে আসি, যাঁর নাম ব্রহ্মা রাখি । ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করা হয় । মহাভারতের লড়াই সামনে উপস্থিত । এই কথা খুব ভালো ভাবে বুদ্ধিতে স্মরণ করে রাখতে হবে । বুদ্ধিতে এটা রাখা দরকার যে আমরা স্টুডেন্ট । বাবা পড়াচ্ছেন । আর অল্প সময় বাকি আছে । তারপর বাবা আমাদের ফেরত নিয়ে যাবেন । যে নিজেকে উঁচু বানাতে সে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । কিন্তু মায়া এমন যে সে তোমাদের সব কিছু শেষ করে দেয় । অনেক বাচ্চাদের সেবা কাজের (সার্ভিস) খুব সদিচ্ছা থাকে । ছোট ছোট গ্রামে প্রজেক্টর নিয়ে সেবা কাজ করেন । অনেক প্রজা বানাতে পরে স্বয়ং নিশ্চয়ই রাজা হবে । গৃহস্থ সংসারে থাকলেও খুব পবিত্র থাকতে হবে । অনেক পরিশ্রম করতে হবে । মাতা-রা পবিত্র হতে গেলে পতিগণ তা হতে দেয় না, তার কারণে ঝগড়া চলতে থাকে । সন্ন্যাসীরা স্বয়ং পবিত্র হবার জন্য স্ত্রীদের ত্যাগ করে দেন । তার জন্য ওঁদের কেউ

কিছু বলে না, বলে না যে, নিজের রচনা কেন ছেড়ে পালিয়েছেন। পবিত্র হওয়ার জন্যে এই ব্যাপারে কেউ মানা করতে পারে না। আমরা কাউকে ঘর পরিবার ছাড়তে বলি না। কেবল বলি তোমরা পবিত্র থাকো, এর জন্যে কোনো নিষেধ কেন থাকবে। কিন্তু এই সব কথা বলার জন্যে অনেক সাহস থাকা দরকার। ভগবানুবাচ -- তোমরা পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এর জন্যে পরিস্থিতি খুব মজবুত হওয়া উচিত। মোহ, ইত্যাদি থাকা উচিত নয়, যা কিনা স্মরণে আসতে থাকে। বুদ্ধিযোগ কুটুম্ব পরিবারের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে, এই জন্যই সেবা কাজের যোগ্য হতে পারে না। এখানে তো বেহদের(অসীম) সন্ধ্যাস চাই। এখানে তো কবরখানা(graveyard) হয়ে আছে। আমাদের স্মরণ করতে হবে -- বাবাকে। উনি আমাদের পরিস্থানে নিয়ে যাবেন। এই ব্রাহ্মণ কুলে যিনি খুব ভালো সেবা কাজ(সার্ভিস) করেন, তিনি বড় হন। তাদের প্রতি অনেক সম্মান দেখানো উচিত, ওনাদের মতো সার্ভিস করা উচিত তাহলেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। এখন তো তোমাদের নিজেদের উন্নতি সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যে আমরা বাবার থেকে বর্সা(অধিকার) প্রাপ্ত করার মতো যোগ্য হয়েছি কিনা! বাবা এসেছেন পবিত্র বানিয়ে আমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন। উনি কেমন করে তোমাদের প্রত্যাখান(reject) করবেন? যখন বাবা সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, তখন সবাই বলে, "আমি তো মহারানী হবো"। তাই তো ওইরকম চাল চলন হওয়া উচিত। অনেক ভালো বাচ্চারাও আছে। কিন্তু যে পুরুষার্থ করবেই না তাহলে সে কি পদ প্রাপ্ত করবে। প্রত্যেকটা ব্যাপারে পুরুষার্থের দ্বারা প্রালব্ধ পাওয়া যায়। কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তারপর ঠিক হয়ে যাওয়ার পর দিন রাত তীব্র পুরুষার্থ করে, পড়াশোনা করে অনেক এগিয়ে হয়ে যায়। এখানেও সেবা কাজে যুক্ত থাকতে হবে। বাবা সার্ভিসের অনেক যুক্তি জানিয়েছেন। প্রদর্শনীতে বোঝাবার অভ্যাস করো।

বাবা তো বলেন নিজের উন্নতি করে জীবন বানাও। এই খেয়াল থাকা উচিত যে আমি কতটা সার্ভিস করছি, কতজনকে নিজের মতো বানিয়েছি। কাউকে যদি নিজের মতো না বানানো যায় তাহলে উচ্চ পদ কেমন করে প্রাপ্ত হবে। তারপর মনে হয় প্রজা হয়ে যাবে অথবা দাস দাসী হয়ে যাবে। অনেক সার্ভিস পড়ে আছে। এখন তোমাদের ঝড় ছোট আছে। মজবুত নয়। ঝড় তুফান আসলে পরে কাঁচা অবস্থাতেই ভেঙে যাবে। মায়া খুবই হয়রান করে। মায়ার কাজই হচ্ছে বাবার থেকে বিমুখ করানো। যখন এগিয়ে যেতে যেতে অশুভ লক্ষণ সমূহ (omen, গ্রহের দশা) সরে যায়, তখন বলা হয় যে বাবা এখন আমরা আপনার থেকে পুরো বর্সা (অধিকার) নেবো। তন- মন-ধন দিয়ে পুরো সেবা করব। কখনো কখনো মায়া ভুল কাজ করিয়ে দেয়, তার জন্যে শ্রীমতে চলা ছেড়ে দেয়। তারপর যদি আবার স্মরণে আসে তাহলে শ্রীমতে চলা শুরু করে দেয়। এই সময় দুনিয়ায় রাবণ সম্প্রদায় রয়েছে। এই দেবতরা হলেন রাম সম্প্রদায়। রাবণ সম্প্রদায়রা রাম সম্প্রদায়ের কাছে মাথা নত করে। তোমরা তো জানো আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম। ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে এখন কি হাল হয়েছে। এখন তো বাবা সবাইকে পুরুষার্থ করচ্ছেন। না করলে অনেক অনুশোচনা করতে হবে, যদি আমরা ভগবানের শ্রীমতে না চলি। বাবা তো প্রত্যেক দিন বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা গাফিলতি করো না। সার্ভিস যারা করে তাদেরকে দেখছে তো কেমন ভালো ভাবে সার্ভিস করে। একজন ফার্স্ট গ্রেডে, আরেক জন সেকেন্ড গ্রেডে সার্ভিস করে। কিছু তো পার্থক্য থাকবে, তাই না। বাবা বাচ্চাদের সঠিক ভাবে বোঝাবেন। অগুণত কালে বাবা(লৌকিক) চপেটাঘাতও (থাপ্পড়) করেন। এখানে এই বেহদের বাবা কত ভালবাসার সাথে বোঝান যে, নিজের উন্নতি করো। যেমন ভাবে হোক পুরুষার্থ করা

উচিত । বাবার খুব আনন্দ হচ্ছে কেননা , ৫০০০ হাজার বছর বাদে আবার বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়েছি। রাজযোগ শেখাচ্ছি । গান আছে না... সেই তোমরা আমিও সেই । তাইতো বাবাও বলেন তোমরা আমার সেই বাচ্চারা । এই সমস্ত কথা অন্য আর কেউ বুঝতে পারবে না । আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে সার্ভিসের যোগ্য বানাতে হবে । যাঁরা ভালো সার্ভিস (সেবা কাজ) করে তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখতে হবে ।

২) তন- মন- ধনের দ্বারা সম্পূর্ণ সেবা করতে হবে। শ্রীমতে চলতে হবে, গাফিলতি করা চলবে না ।

বরদান :- বিশ্ব পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ কার্যে নিজের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহান ও নম্র ((নির্মাণ, humble) ভব

যেমন কোনো স্থূল জিনিস বানানোর সময় ওতে সব জিনিস মেশানো হয়, কোনো খুব ভালো খাবারের জিনিসে সাধারণ মিষ্টি বা নুন কম হয়ে গেলে তা আর খাবার যোগ্য থাকে না । সেই রকমই বিশ্ব পরিবর্তনের এই শ্রেষ্ঠ কার্যের জন্য এক একটি রক্তের বিশেষ প্রয়োজন হয় । সবার আগ্রহ চাই, সবার নিজ- নিজ যোগ্যতা অনুযায়ীই হোক, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজন । তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ মহারথী, এই জন্যই নিজের কার্যের শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যকে জানো, তোমরা হলে মহান আত্মা । কিন্তু যতটা মহান ততটাই বিনয়ী (নির্মাণ, Humble) হতে হবে ।

স্লোগান :- নিজের স্বভাব সরল বানাও তাহলে সব কার্য সহজ হয়ে যাবে ।

নম্বরওয়ান ভাগ্যবানের বিশেষত্ব

আজ ভাগ্যবিধাতা বাবা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী আত্মাদের দেখছেন। প্রত্যেকে নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কিরূপ ভাগ্যের রেখা কেটেছে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে কেউ নম্বর ওয়ান ভাগ্য নির্মাণ করেছে, কেউ ভাগ্য নির্মাণে সেকেন্ড নম্বরে। প্রথম নম্বরের ভাগ্য হল সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ। সে সর্বগুণে হোক, জ্ঞানের খাজানায় হোক, সর্ব শক্তিতে হোক সর্বদা প্রাপ্তির দোলায় দুলতে থাকে। এখন থেকেই অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই এমন ভাগ্যবানের জীবনে। প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি শ্বাস, প্রতিটি সঙ্কল্প অশেষ খাজানা প্রাপ্তি সম্পন্ন। এমন আত্মাদের প্রতিটি পদক্ষেপে চড়তি কলার অনুভূতি হয়। চারিদিকে অনেক প্রকারের খাজানা-ই শুধু দেখা যায়। প্রতিটি আত্মা নিজস্ব অতি স্নেহী অনাদি সম্বন্ধের স্বরূপ আপন অনুভব হয়। প্রতিটি আত্মা এক পিতার সন্তান হওয়ার দরুন ভাই অনুভব হয়। প্রতিটি আত্মার প্রতি এই শুভভাবনা, শুভকামনা ইমার্জ রূপে বিদ্যমান থাকে যেন সব আত্মারাই সদা সুখী এবং শান্ত হয়ে যায়। বেহদের পরিবার আর বেহদের স্নেহ থাকে। হদের বিষয়ে দুঃখ হয়, বেহদে দুঃখ হয়না। কেননা বেহদে রইলে বেহদের সম্বন্ধ, বেহদের জ্ঞান, বেহদের বৃত্তি, বেহদের রুহানী স্নেহ সব দুঃখকে সমাপ্ত করে সুখ রূপে পরিণত করে। রুহানী নলেজের কারণে প্রতিটি আত্মার কর্ম কাহিনীর পার্টের সংস্কার রূপী লাইট এবং মাইটের প্রভাবে যে দেখবে, শুনবে, সম্পর্কে, সম্বন্ধে আসবে কিন্তু প্রতিটি কর্মে অতি নেয়ারা বা ডিট্যাচ এবং অতি প্রিয় হবে। নেয়ারা ও পেয়ারা অর্থাৎ ডিট্যাচ ও প্রিয় হওয়ার সমান স্বরূপে হবে। কোন সময়ে প্রিয় হবে, কোন সময়ে ডিট্যাচ হবে - এই পার্ট প্লে করার বিশেষত্ব আত্মাকে সদা সুখী সদা শান্ত রূপে পরিণত করে। রুহানী সম্বন্ধ হওয়ার দরুন বুদ্ধি একাগ্রতার কারণে নির্ণয় শক্তি, সমাযিত করার শক্তি, সম্মুখীন হওয়ার শক্তি, সর্ব শক্তি প্রতিটি আত্মার পার্ট এবং নিজের পার্টকে ভালভাবে বুঝে প্লে করতে পারে তাই অচল ও সাক্ষী রূপে থাকে। এমন ভাগ্যবান আত্মার প্রতিটি সংকল্প এবং কর্মকে, প্রতিটি বিষয়কে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে দেখে থাকে। তাইজন্য প্রশ্ন চিহ্ন সমাপ্ত হয়ে যায়। এইরূপ কেন, এইটি কি ইত্যাদি হল প্রশ্ন চিহ্ন। সর্বদা ফুলস্টপ। সবাইকে তিন বিন্দুর তিলক লাগিয়েছ তাইনা? তাতে আশ্চর্য নেই। নাথিং নিউ। কি হল, এমন বলবেনা। এই হল নম্বরওয়ান ভাগ্যবান।

তোমরা সবাই নম্বরওয়ান ভাগ্যবানের লিস্টে রয়েছ তো। সবারই ফার্স্টক্লাস পছন্দ তাইনা। সবাই এসেছে বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্ত করতে। চন্দ্রবংশী হতে রাজী? সূর্যবংশী অর্থাৎ ফার্স্টক্লাস। সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্মৃতিতে থেকে সমর্থ স্বরূপে থাকো। এমন অনুভব হয় কি? যা বাবার গুণ তাই আমাদের গুণ। সর্বদা নিজের অনাদি আসল স্বরূপ স্মৃতিতে থাকে তো? মায়ার নকল স্বরূপের মুখোশ পরো নাতো। যেমন ড্রামায় নকল মুখ লাগানো হয় কিনা। যেমন গুণ যেমন কর্তব্য তেমন মুখ লাগিয়ে দেয়। তবে নকল স্বরূপ হাস্যকর হয় কিনা। তেমনভাবে মায়াও নকল গুণ এবং কর্তব্যের স্বরূপে পরিণত করে দেয়। কাউকে ক্রোধী কাউকে লোভী বানিয়ে দেয়। কাউকে দুঃখী কাউকে অশান্ত করে দেয়। কিন্তু আসল স্বরূপ এইসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকে। তাহলে সর্বদা এই স্বরূপে স্থিত থাকো। আচ্ছা - যেমন ভক্তিতে লাষ্ট ডুব হয় তাইনা। তারও গুরুত্ব আছে। তো

এখানেও সবাই সাগরে ডুব দিতে এসেছে নাকি সমায়িত হতে এসেছে। সর্ব প্রকারের নিয়ম কায়দা এখনই শুরু হচ্ছে । সঙ্গম হলই মিলনের যুগ , আজ হল বেহদের দিন।

প্রতিটি জোনের নিজস্ব মহিমা আছে। গুজরাট অর্থাৎ যেখানে রাত পোহাল(রাত গত), সদা-ই দিন যেখানে । সদা-ই আলো যেখানে । অন্ধকার মিটেছে। ইউপি 'র বিশেষত্ব হল সেখানে চিনির উৎপাদন খুব বেশী । সেখানে চারিদিকে স্থূল রূপেই বলো আর সুক্ষ্ম রূপে মিষ্টত্ব অনেক বেশী।

রাজস্থান হল বিশ্বের নতুন রাজ্যের ভিত্তি নির্মাতা। এখানেই মহান তীর্থ আছে এই হল এখানকার বিশেষত্ব কারণ রাজস্থান হল বাপদাদার কর্মভূমি , চরিত্র ভূমি। রাজস্থানের মহিমা হল সদা সর্বশ্রেষ্ঠ।

পাঞ্জাব জোন সর্বদা অকাল তথতে বিরাজিত থাকে। পাঞ্জাবিদের কখনও অকালতথত বিস্মৃত হয়না। সর্বদা অকালমূর্ত্ত বাবার সঙ্গে অকাল স্বরূপে স্থিত থাকে। দিল্লি হল দিলারামের হৃদয়ে বিরাজিত আত্মারা। নামও হল - দিল লি অর্থাৎ হৃদয় আসনধারী । তাহলে বাপদাদার মনের ইচ্ছে কি ? বিশ্বের উপরে সদাকালের জন্যে সুখ এবং শান্তির পতাকা উত্তোলন হোক। সর্বদা নিশ্চিন্ততার বাঁশি যেন বাজতে থাকে। তো দিল্লিবাসীরা এই লক্ষ্যটি মাথায় রেখে মহা যজ্ঞে মহা কর্তব্য পালন করছে তো । সর্বদা সহযোগের আঙুলের সাহায্যে আমরা সবাই এক - এই শ্লোগান জোর আওয়াজে শুনিয়েছে । দিল্লির উপরে সবার অধিকার আছে । কেননা সবাই রাজ্য অধিকারী হয়েছে তাইনা । তো সেবার নতুন নতুন কাজে মন দেয় যারা।

মুম্বাইকে গভর্নমেন্টও যেমন সুন্দর করে তুলছে , বিস্মৃত করছে তেমনভাবে পান্ডবদের সেবায়ও সেবার বিস্তার ভালো হয়েছে , সহযোগী আর অধিকারী দুই প্রকারের ভালো আত্মারাই সেবার বিস্তারে নিমিত্ত স্বরূপে রয়েছে । বরদান প্রাপ্ত করেছে কিনা।

মধ্যপ্রদেশে এক নিরাকার বাবার স্মারকচিহ্ন ভালো রয়েছে । এমনই ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যেও একমাত্র বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত থাকতে পারে , একনম্বরে আসতে পারে তাদের ভালো রেস চলছে। বিধিও রয়েছে এবং বৃদ্ধিও রয়েছে । এখন সবার বিশেষত্ব শুনেছ তো । সবার একত্রেই ডুব হল কিনা। জ্ঞানসাগর আর নদীর মিলন হল। মিলন অর্থাৎ প্রাপ্তি । খাজানা প্রাপ্তি হল কিনা । শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের দাগ টানা হয়েছে কিনা।

বাপদাদার একটি শ্লোগান সর্বদা মনে রাখবে যে, "সদা খুশীতে থাকবে আর সর্বকে সদা খুশীতে রাখবে। চারিদিকে খুশীর বাজনা বাজাও কারণ তোমরাই হলে ভাগ্যবান আত্মা ।"*

এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান , সর্বদা খুশীর খাজানায় সম্পন্ন হয়ে সর্বকে সুখের রাস্তা বলে দেয় এমন মাস্টার সুখদাতা , সকলের সংকট মোচন , বিঘ্ন-বিনাশক রূপী -- এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

দিদিদের *সঙ্গে* -

মহাবীরদের শ্রেষ্ঠ সেবার স্বরূপ হল কোনটি ? যেমন অন্য সব শক্তি গুলি চিত্রে দৃশ্যমান রয়েছে । এই সব শক্তির মধ্যে সেবার জন্যে বিশেষ শক্তিটি কি ? সবাই বানী দ্বারা , বিভিন্ন সাধন দ্বারা ,

প্ল্যান প্রোগ্রাম দ্বারা তো সেবা তো করছে। তোমাদের বিশেষ সেবা কোনটি? যেমন এই পুরানো সৃষ্টি এবং হিন্দীতে রয়েছে - পুরাতন সময়ে বিহঙ্গ সেবার সাহায্যে সংবাদ পৌঁছানো হতো। সংবাদ দিয়েই তারা ফিরে আসতো। তোমাদের সেবা কোনটি? তারা বিহঙ্গ মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছাতো তোমরা সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা যে কোনো আত্মার প্রতি সেবা করতে পারো। সঙ্কল্পের সুইট অন করলেই সংবাদ সেখানে পৌঁছে যাবে। যেমন অন্তঃবাহক বাহক শরীরের সাহায্যে সহযোগ দেওয়া যায় তেমনভাবে সঙ্কল্প শক্তির সাহায্যে অনেক আত্মাদের সমস্যা মেটানো সম্ভব। নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সাহায্যে তাদের ব্যর্থ বা দুর্বল সঙ্কল্প পরিবর্তন করতে পারো। এই বিশেষ সেবা সময়ানুসারে বৃদ্ধি পাবে। সমস্যা এমন আসবে যে স্থূল সাধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন কি করণীয় হবে? নিজের সঙ্কল্প গুলি এতটাই পাওয়ারফুল করতে হবে যে তার প্রভাব যেন বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পাওয়ার যত বেশী হয় বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছায়। তো সঙ্কল্প এত শক্তি সম্পন্ন হোক যে এখানে সঙ্কল্প করলে ঐখানে ফল প্রাপ্তি হবে। যেমন বাবা ভক্তির ফল প্রদান করেন তেমনই তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা পরিবারে সহযোগের ফল দেবে আর সেই ফলের বিভিন্ন অনুভূতি হবে, এই সেবা-টিও আরম্ভ হবে।

নতুনদের দেখে, পরিবারের বৃদ্ধি দেখে, সেবার সিদ্ধি দেখে খুশী হয় কিনা। এরাও নিজের রাজধানী তৈরী করছে। রাজধানীতে সবারকমের আত্মারাই থাকবে। সম্পর্ক স্বরূপ, সেবাধারী স্বরূপ, সম্বন্ধ স্বরূপ এবং অধিকারী স্বরূপ সবারকমের আত্মাদের প্রয়োজন রয়েছে। এখন তো আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছে। এখন সবেমাত্র এদিক ওদিক দেখে সকলেই জানতে চাইছে এই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে? শোনা যায় কিন্তু এখনও ক্রিয়ার শোনা যায়নি! কোথা থেকে আওয়াজ আসছে কোথায় যেতে হবে এখনও বুঝতে পারেনি। ক্রিয়ার তখনই হবে যখন বাণীর সাথে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের শক্তি তাদের কাছে পৌঁছাবে। এখন এর প্রতি অ্যাটেনশান দেওয়া আরম্ভ হয়েছে।

প্রতিটি সীজিনে নিজস্ব একটি উজ্জ্বলতার পাট আছে। বাপদাদার জন্যে তো সবাই হল হারানিধি, সব কাজ স্বতঃই সহজভাবে বৃদ্ধি পাবে। কত বিশাল পরিবারের সদস্য তোমরা।

সত্যযুগের আদি সময়ের সংখ্যা নিজের চোখে দেখবে তো নাকি। অথবা স্বপ্নে দেখবে নাকি খবরের কাগজে পড়বে - কি হবে? এখন তো এক হাজারকেও রাখতে পারবেনা, তাহলে কোথায় রাখবে! সবাই ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য, যেদিন সবাই মধুবন ভূমিতে একত্র হবে হলচল আরম্ভ হবে। সংগঠনের চিত্র তো দেখান হয়েছে যে সবাই আগুলের সহযোগ দিয়েছে। সূক্ষ্ম রূপে তো সহযোগ দিয়েছ কিন্তু এত বিশাল পরিবার রয়েছে, পরিবারকেও তো দেখাশোনা করা দরকার। এর কোনো প্ল্যান বানিয়েছ কি? সত্যযুগে তো শুধু তোমাদের প্রজারা থাকবে কিন্তু এখানেতো তোমাদের ভক্তরাও আসবে। ডবল বংশাবলী হবে। যখন ভক্তরা জানবে যে আমাদের ইষ্ট-রা একত্রিত হয়েছে তো কি করবে? তারাও কোনো প্রশ্ন না করে পৌঁছে যাবে। যেমন এখনও অনেকে পৌঁছে যায় কিনা। ভক্তরা তো হয়ই চাতক পাখির মতন।

বাপদাদা শক্তিদের নাম উজ্জ্বল হওয়ায় আনন্দিত হচ্ছেন। সর্বশক্তিমান হলেন গুপ্ত আর শক্তির প্রত্যক্ষ রূপে উপস্থিত রয়েছে। তো শিব, শক্তিদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। বাপদাদা স্বদেশ থেকেও দেখেন, কত লাইন লেগেছে, সেইটিও দেখেন। প্রত্যেক চৈতন্য মূর্তির মন্দির প্রাপ্তনে লাইন লাগা আরম্ভ হয়েছে কিনা।

বাচ্চাদের সেবা দেখে বাপদাদা আনন্দিত হচ্ছেন। বাবার চেয়েও লক্ষ গুণ বেশী প্রত্যক্ষ রূপে সেবার ময়দানে এসেছে আরও আসবে।

***পার্টিদের* *সঙ্গে* - (উত্তরপ্রদেশের জোন)**

সর্বদা নিজেকে বিশ্বের সামনে এক যথার্থ পথ প্রদর্শক রূপে রূহানী পান্ডা ভেবেছ কি ? পান্ডাদের নাম কি ? উত্তরপ্রদেশে পান্ডা তো অনেক থাকে তাইনা ? সেই পান্ডারা কি করে আর তোমরা কি করো ? তারা কিরকম যাত্রা করায় আর তোমরা কি যাত্রা করাও ? তোমরা এমন যাত্রা করাও যে জন্ম-জন্মান্তরের যাত্রা থেকে মুক্তি লাভ হয় আর তারা বারবার যাত্রা করতেই থাকবে। তো সদাকালের জন্যে মুক্তি - জীবনমুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে এমন পান্ডা হয়েছ। অর্ধেক পথে ছেড়ে যাবেনা, পথ বিভ্রান্ত করবে না। লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। যেমন বাবার কাজ, বাবা পথ দেখিয়েছেন কিনা। তেমনই বাচ্চাদেরও সেই কাজ। পথ সে-ই বলে দিতে পারে যে স্বয়ং সে পথ চেনে। সেইটি কোন পথ ? জ্ঞান আর যোগ, এই পথ দ্বারা-ই মুক্তি এবং জীবনমুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। পথের মাঝে যেসব সাইডসীন আসে সেসব দেখতে থেমে যাওনা তো ? কেননা মায়া সাইডসীন রূপে থামাবার চেষ্টা করে, কোনো না কোনো পরিস্থিতি বা বিষয় এমন আসবে যে আটকানোর চেষ্টা করবে কিন্তু পাকা যাত্রী কখনও থামেনা, লক্ষ্যে পৌঁছেই যায় তাইনা। যদি এত সব পান্ডারা তৈরী হয়ে যায় তবে অনেক আত্মাদের পথ বলে দেবে, বিশ্বের কত আত্মারা আছে, সবাইকে পথ দেখাতে হবে তাইনা।

বিভিন্ন* *গ্রুপের* *সঙ্গে

১. সবাই সদা সাক্ষী রূপে স্থির হয়ে প্রতিটি পার্ট প্লে করো কি ? সাক্ষী স্বরূপ স্টেজ স্থির থাকে তো? কখনও সাক্ষী রূপের বদলে পার্টধারী স্বরূপে পার্ট প্লে করতে করতে সাক্ষী স্বরূপ ভুলে যাওনা তো ? যে সাক্ষী হবে সে কখনোই কোনো পার্টে অস্থির হবেনা। ডিট্যাচ হবে আর প্রিয়ও হবে। ভালো সঙ্গে ভালো, খারাপের সঙ্গে খারাপ এমন হবেনা। সাক্ষী অর্থাৎ সর্ব কর্মে সদা সর্বের কল্যাণের বৃত্তিতে স্থির রয় যে। যা কিছু হচ্ছে তাতে কল্যাণ ভরা আছে। যদি মায়ার কোনো বিভ্রম আসে তাও লাভ হয়েছে ভেবে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাবে, থামবে না। এমন হয়েছ ? সীটে বসে খেলা দেখো কি ? সাক্ষী রূপের সীট। এই সীটে বসে ড্রামা দেখলে খুব মজা পাবে। সর্বদা নিজেকে সাক্ষী রূপের সীটে সেট রাখো, তাহলেই বাঃ ড্রামা বাঃ হয়ে যাবে। এই গানই সদা গাইবে।

২. সবাই তীর পুরুষার্থী হয়েছ তো ? নতুনরাই কল্প-কল্পের পুরানো, পুরানো ভাবলেই নিজের অধিকার নিয়ে নেবে। এমন ভাবো কি যে আমরা হলাম কল্প-কল্পের অধিকারী। লাস্ট এসেও ফাস্ট হবে সেজন্য সহজ সাধন হল - নিরন্তর স্মরণ। স্মরণে ব্লক হওয়া উচিত নয়। সদা কর্মযোগী। কর্মও করো আর স্মরণেও থাকো। যে সর্বদা কর্মযোগীর স্টেজে থাকে সে সহজেই কর্মভীত স্বরূপ ধারণ করতে পারে। যখন ইচ্ছে কর্মে মগ্ন হবে, যখন ইচ্ছে ডিট্যাচ হয়ে যাবে।

৩. সর্বদা সেবার উৎসাহে থেকে বিশ্ব কল্যাণের বৃত্তিতে থাকো কি ? সদা বিশ্ব কল্যাণকারী স্বরূপধারী হয়ে সর্বের কল্যাণ করতে হবে, এইরকম বৃত্তি থাকে কি ? সর্বদা যেন এই বৃত্তি থাকে - এই বৃত্তি দ্বারা-ই বিশ্বের কল্যাণ করতে পারবে। সে বানী দ্বারা হোক আর বৃত্তি দ্বারা কিন্তু সদা

কল্যাণকারী স্মৃতিতে থাকে। যত এই বৃত্তিতে থাকবে ততই এগিয়ে যাবে। কেউ যত সেবা করে ততই অন্যদের খুশীর রিটার্ন নিজের মধ্যেও খুশীর অনুভূতি হয়। অন্যদের সেবা নয়। সর্বদা চড়তি কলার দিকে যাওয়ার সময় এখন থামার সময় নেই। যদি থামবে তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছাবে কিভাবে ? প্রতিটি সেকেন্ডে চড়তি কলা আরোহণ কলা। অ্যাটেনশনকে আন্ডারলাইন করলে সর্বদা চড়তি কলা হতেই থাকবে। আচ্ছা ।

বরদান : লৌকিক(হদের) দায়িত্ব গুলি অলৌকিকে (বেহদে) পরিবর্তনকারী স্মৃতি স্বরূপ নষ্টোমোহা ভব।

নষ্টোমোহা হতে শুধু নিজের স্মৃতি স্বরূপকে পরিবর্তন করো। মোহ তখনই উৎপন্ন হয় যখন এই কথা স্মৃতিতে থাকে যে আমরা হলাম গৃহস্থ , এই আমাদের সংসার , আমাদের সম্বন্ধ । এবারে এই লৌকিক (হদের) দায়িত্বটিকে অলৌকিক (বেহদের) দায়িত্বে পরিবর্তন করে দাও। বেহদের দায়িত্ব পালনে হদের দায়িত্ব স্বতঃই পূর্ণ হবে। কিন্তু যদি বেহদের দায়িত্ব ভুলে শুধুমাত্র হদের দায়িত্ব পালন করে তাহলে আরও ভুল হয় কেননা সেই কর্তব্য , মোহজালে পরিণত হয়। তাই নিজের স্মৃতি স্বরূপকে পরিবর্তন করে নষ্টোমোহা হও।

স্লোগান : এমন তীব্র বেগে উড়ে যাও যাতে পরিস্থিতির মেঘ যেন সেকেন্ডে ক্রস হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল সুন্দর (সুহাবনা , attractive) কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ, যেখানে বাবা স্বয়ং এসে পতিত ভারতকে পবিত্র তৈরী করেন "

প্রশ্ন -- সঙ্গমযুগে যখন বাবা আসেন , তখন আমরা কোন্ ইশারা পেয়ে থাকি ?

উত্তর -- এই পুরানো দুনিয়ার শেষ (অন্ত) হওয়ার ইশারা সবাই পেয়ে যায় কারণ বাবা আসেন পতিত সৃষ্টিকে সমাপ্ত করতে, সেই কারণে বিনাশেরও সাক্ষাৎকার হয় । তোমরা এখন সামনে নতুন দুনিয়ার বৃক্ষ (ঝাড়) দেখতে পাচ্ছো ।

গীত --: তোমাকে পেয়ে আমরা

ওম্ শান্তি । বাস্তবে বলা উচিত (রহানী) আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি (রহানী) আত্মিক বাবার সুপ্রভাত, কারণ বাচ্চারা জানে বাবা রাতকে দিন বানাতেই এসেছেন । শেষে বাবাও কোন সময়ে আসেন? তিথি তারিখ তো কিছুই নেই । কিন্তু তাহলে বাবা কোন সময়ে আসেন, অবশ্যই বারোটা বেজে এক মিনিট হবে হয়তো, তখন বাবা এই শরীরে প্রবেশ করেন মনে হয় । এই হলো বেহদের রাত আর দিন । তিথি তারিখ বলা যাবে না । নিজেদের বাচ্চাদেরই বলা হয় আমি (শিববাবা) এসে রাতকে দিন, নরককে স্বর্গ তৈরী করি অথবা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া তৈরী করি । বোঝা যাচ্ছে যে বাবার আসা রাত্রিকেই বলা হচ্ছে । শিবরাত্রি বলা হয় না ! আসেনই রাত্রিকে দিন করতে । ওঁনার কি কোনো জন্মপত্রিকা হয় ? কৃষ্ণ জয়ন্তীরও তিথি তারিখ কিছুই হয় না কারণ তাকেও তো অনেক দূর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । এটা কেউই জানে না । কৃষ্ণের জন্ম কবে হয়েছিল? সম্ভবত তিথি তারিখ কিছুই হয় না । বাকী শুধু রাত্রে পালন করা হয় । বাস্তবে শিববাবা রাত্রেই আসেন । তোমাদের বাচ্চাদের কথায় শিববাবার রাত্রি । ভারতে শিবরাত্রি পালন করা হয় । শিবজয়ন্তীও বলা হয় , কিন্তু বাস্তবে শিবজয়ন্তী বলা উচিত নয় কারণ ওঁনার তো মৃত্যু নেই । মানুষ যেমন জন্মায় তো তাকে মরতেও হয় । আর তিনি তো মৃত্যুকে বরণই করেন না, সেইজন্য শিবজয়ন্তী বলা ভুল হবে । শিবরাত্রি বলাই ঠিক । এই সবকিছু শিববাবাই বলছেন । দ্বিতীয় আর কেউ এইসব কথা বলতে পারে না । যদিও বলা হয় শিবোহম কিন্তু বলতে পারেনা যে আমি কবে আসি? আর এসে কি করি ? শিববাবা তো বলেন এবার অর্ধকল্পের রাত্রি পুরো হয়ে দিন শুরু হবে। গীতার এপিসোডই রিপীট হচ্ছে । মৃত্যুর ঝড় (তুফান) সামনে দাঁড়িয়ে আর সঙ্গে আবার পতিত দুনিয়া, দুটোই হল সমান তালে । কলিযুগের অন্তিম সময় । সঙ্কট বিপত্তি তো সামনেই দাঁড়িয়ে । তোমরা এখন বোঝো যে এটাই হল মহাভারতের লড়াই, আর যার জন্য শাস্ত্রেও গায়ন আছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । তাহলে তো অবশ্যই গীতার ভগবান এসে গেছেন । তিনি তো আসেনই কলিযুগের অন্তিমে । সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার (first prince) , সে তো আর দ্বাপরে আসতে পারে না । মানুষ চুরাশিটা শরীর প্রাপ্ত করে । প্রতিটি জন্মে চেহারা (feature) বদল হয় -- একে অপরের সাথে কোনও মিল হয় না । যদিও এখন কৃষ্ণের গায়ন পূজন হয় , কিন্তু তার হুবহু চেহারা (accurate feature) তো হয় না । তার ফটো পাওয়াও মুশকিল । এমনই মাটির, কাগজের তৈরী করে দেয় । যখন তোমরা ধ্যানে বসো তখন তার হুবহু চেহারা দেখতে পারো । ফটো বার করা যায় না । মীরা কৃষ্ণের সাথে নাচ

করতো, অনেক প্রসিদ্ধ ছিল । শিরোমণি ভক্তদের মধ্যে তার নাম গাওয়া হয় । কৃষ্ণকে স্মরণ করতো বলেই ঝট করে তার (মীরার) সাক্ষাৎকার হয়েছিল । কৃষ্ণের সাথে প্রীত ছিল যে! সাক্ষাৎকারে দেখেছিল তাই পবিত্র থাকতে চেয়েছিল । মীরা জানতো সেখানে বিকার হয় না। কৃষ্ণের সাথে যখন প্রীত হয়েছে তখন অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । পতিত তো কৃষ্ণের সাথে মিলিতও হতে পারে না । মীরা পবিত্র ছিল তাই তার মহিমা আছে । এইসব রহস্য বাবাই বোঝান । ভক্তি মার্গে তো তার অল্পকালের ঋণভঙ্গুরের ভাবনা পুরো হয়েছিল । মনোকামনায় যা ছিল , সেসবের সাক্ষাৎকার হয়েছিল, সেইসব অল্পকালের জন্য পুরোও হয় । অনেক প্রকারের দেবতা আছেন, তাদের সাক্ষাৎকার চাওয়া হয়, তাই ডামার প্ল্যান অনুসারে সেই মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায় । ভক্তিমার্গেও এইসব ফিক্সড রয়েছে । বেদশাস্ত্র পড়ে বা মাথা চাপড়ে মুক্তি জীবনমুক্তিতে যাওয়া যায় না । প্রথমে বেনারসে গিয়ে কাশী কলবট খাওয়া হতো । বুঝতো তারা শিবপুরী অর্থাৎ মুক্তিতে যাওয়ার কথা কিন্তু যেতে পারতো না । মুক্তিদাতা তো এক বাবাই হন । ওঁনাকেই মুক্তি জীবনমুক্তি দাতা বলা হয় । দ্বিতীয় আর কেউই নিয়ে যেতে পারে না । সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল তো জীবনমুক্তি ছিল, জীবনবন্ধে কেউ আবদ্ধ ছিল না । তখন অনেক অল্প লোকজন থাকতো । এই সময়ে তো কত কোটি কোটি মানুষ রয়েছে, সত্যযুগে এত থাকে না । তাহলে সেই সময়ে বাকীরা কোথায় থাকে ? এইসবও তোমরা এখনই জেনেছো । সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান তোমরা এখনই পেয়েছো । রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তকে তো কেউই জানতে পারে না । এখন তোমরা জানো পতিত সৃষ্টির অন্তিম সময় । তারা তো বোঝে কলিযুগ এখনও আরো চল্লিশ বছর চলবে কিন্তু তোমরা জানো কলিযুগ এখন শেষ হওয়ার মুখে । সেই কারণেই তো বাবা এসেছেন আর জ্ঞান শোনাচ্ছেন । উচ্চ থেকে উচ্চ হলোই ভগবান । ওঁনার জন্মও এখানেই হয় । তিনি আসেন সঙ্গমে আর শেষ হওয়ার ইশারা দেন । বিনাশের সাক্ষাৎকারও তিনি করিয়েছেন । অর্জুনের জন্যও দেখানো হয়েছে না যে সাক্ষাৎকার হয়েছে! তোমরা বাচ্চারাও অনেক সাক্ষাৎকার করেছো । যত সময় কাছে আসবে তত তোমরা দেখতে পাবে । মানুষ যখন ঘরের কাছাকাছি আসতে থাকে তখন তার সব কথা মনে পড়তে থাকে , তাইতো! সেরকম তোমাদেরও অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। মুক্তিধামে গিয়ে আবার জীবনমুক্তিতে আসতে হবে । তুমি জানো ভারত সত্যিই বিশ্বের মালিক ছিল। বাবা বলেন আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে এসে তোমাদের রাজযোগ শেখাই । ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়ার জন্য এই স্থাপনার কাজ হচ্ছে । সঙ্গমে স্থাপনা হয় । তোমরা ব্রাহ্মণরাই হচ্ছে সঙ্গমযুগে । তারা হলো শুদ্ধ আর তোমরা হলে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে থাকে না । মানুষরা খোড়াই জানে যে সঙ্গম কাকে বলা হয় ? একে কল্যাণকারী মনোহর সঙ্গমযুগ বলা হয় । যেখান থেকে পতিত ভারত পাবন তৈরী হয় । বাবাও হলেন কল্যাণকারী । তিনি ভারতেই আসেন। বাবা বলেন এখন তোমাদের চুরাশী জন্ম পুরো হয়েছে । এবার তুমি হলে পতিত, একজনও পবিত্র নয় । সবাই ভ্রষ্টাচারী । বিকার থেকে জন্ম গ্রহণ হয়েছে । তোমরা ছিলে শ্রেষ্ঠ দেবীদেবতা তারপর ক্রমান্বয়ে ক্ষত্রিয় , বৈশ্য আর শুদ্ধ তৈরী হয়েছে । এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে, এবার দেবতা হবে । তারপর শেষে গিয়ে প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা স্থাপনা করবেন । কিসের? স্বর্গের , দেবীদেবতা ধর্মের। তোমরা এখানে এসেছো দেবীদেবতা তৈরী হতে , দৈবীয় গুণ ধারণ করতে । এইসব তো তোমরা বাচ্চারা ভালোভাবেই জেনেছো যে , কোনো বিকারীর এখানে প্রবেশের অনুমতি নেই । প্রথমেই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হয় । এবার প্রতিজ্ঞা করে যদি ভাঙ্গা হয় তাহলে তো একদম রসাতলে চলে যাওয়া হয়, এখানে বাবার সামনে পতিত কেউ আসতে পারে না । যদি ব্রাহ্মণী ভুল করে কাউকে নিয়ে যায় তাহলে তো তার ওপরেই দোষ আসে । তখন দুজনেই চণ্ডাল তৈরী হয় ।

যে পবিত্র হতে পারে না তার এখানে প্রবেশের অনুমতি বা আদেশ নেই । পার্সোনালি এসে বোঝা যেতে পারে কিন্তু বাবার সভায় আসা যায় না । যদি ভুল করে নিয়ে আসা হয় তাহলে তো তার চোট অনেক লাগে । আসে তো অনেকেই , সবাই জানে যে বেহদে বাবার কাছে যেতে হলে পবিত্র সবাইকে অবশ্যই হতে হবে । মীরা পবিত্র ছিল, তাই তার কত সম্মান ছিল । এখন তোমরা জ্ঞান অমৃতসুধা পান করাচ্ছো, তাও তারা বিষ পান করতে চাইছে । অবলাদের ওপর বিশ্বের কারণে কত অত্যাচার হচ্ছে । কৃষ্ণের তো কথাই নেই । এটা তো অনেক বড় ভুল যে ভগবানের বদলে কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে ।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে ভক্তরা বলে ভক্তির পরে ভগবান ফল দিতে আসেন, তাহলে ভক্তি নিষ্ফল হলো তো! কিন্তু কিছুই বোঝে না । ভারতই গোল্ডেন এজড (স্বর্ণযুগ) ছিল, আর এখন হলো আয়রন এজড (লৌহ যুগ) । ডাকেও তারা পতিতপাবন আসুন, তাহলে তো পতিত হলো তাইনা! যদি কাউকে বলা হয় তোমরা হলে নরকবাসী পতিত, তাহলে বোঝে না । বাবা যখন বোঝাদার (সমঝদার) বানিয়েছিলেন, তখন স্বর্গ ছিল, এখন অবুঝ হওয়ার কারণে কাস্পাল তৈরী হয়েছে । যখন দেবীদেবতার রাজ্য ছিল তখন ভারত কত উন্নত ছিল । বলাও হয় স্বর্গ ছিল, লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল, তাহলে আবার শাস্ত্রে এমন এমন কথা লেখা হয়েছে যে লোকেরা বোঝে সেখানেও অসুর ছিল । এই শাস্ত্র কোনো সঙ্গতির জন্য নয় । যখন বাবা আসেন তখন বাবা সবার সঙ্গতি করেন । এই হলো রাবণ রাজ্য, তখনই তো রামরাজ্য চাওয়া হয় । কিন্তু এটা জানে না যে রাবণ রাজ্য কখন শুরু হয়েছে । জ্ঞান সাগর বাবা তো সবাইকে সঙ্গতিতে নিয়ে যান । এটা হলো বোঝার কথা । প্রতিটি আত্মা অবিনাশী পাট প্রাপ্ত করেছে । আত্মা এই পৃথিবীতে শান্তিধাম থেকে আসে পাট প্লে করতে । আত্মাও অবিনাশী আর ড্রামাও অবিনাশী । তার মধ্যে আত্মা হলো অবিনাশী এক্টর (নাট্যক) । পরমধাম নিবাসী । গায়ন আছে চুরাশী জন্মের । তারা তো চুরাশী লাখ বলে । পরমাত্মাকে যখন নুড়ি পাথরে বলা হয় তখন ওঁনার গ্লানি হয় কিনা! বাবা তো ভারতে উপকার করে স্বর্গ তৈরী করতে আসেন । রাবণ তো অপকার করে নরক বানিয়েছে । এই হলো সুখ দুঃখের খেলা । এটা হলো কাঁটার জঙ্গল । বাবা এসে কাঁটাকে ফুল তৈরী করেন । বড় থেকে বড় কাঁটা হলো কামবিকার । এখন বাবা বলেন আমি পবিত্র বানাতে এসেছি । যারা পবিত্র হবে তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক তৈরী হবে । বাবা সহজ যোগ শেখাতে এসেছেন । তিনি বলেন আমাকে নিজের প্রিয়তমের মতন স্মরণ করো । সকল আত্মাদের এক প্রিয়তমের ওপরেই ভালোবাসা থাকে । তিনি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যান কিন্তু বাবা বলেন তোমরা পতিত হলে যেতে পারবে না । আমায় স্মরণ করো তো খাদ বেরোবে ।

ড্রামা অনুসারে যখন সময় আসে তখনই আমি তোমাদের বাচ্চাদের পাবন বানাতে আসি । এটা সেই মহাভারতের লড়াই । মৃত্যুলোকে এটা হলো অস্তিত্ব লড়াই । অমরলোকে লড়াই হয় না । সেটাকে বলাই হয় রামরাজ্য, সেখানে সব ধর্মাত্মারা থাকে । এখানে আছে পাপ আত্মারা, পাপ করতে থাকে । পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয় । বাবা বলেন আমি এক সেকেন্ডে তোমাদের উড়তি (আরোহী) কলায় নিয়ে যাই । এতে শুধু একটাই জন্ম লাগে আর অবরোহী কলায় চুরাশী জন্ম লাগে । তাই বাবা বলছেন সবসময়ই, উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ করো । সাধুদেরও উদ্ধার করতে আমাকে আসতে হয় । তমোপ্রধান বুদ্ধিধারী মানুষরা যা কিছু শোনে সেগুলিকেই সত্যি সত্যি করতে থাকে । অন্ধ শ্রদ্ধালু হয়তো! তাই তারা অন্ধশ্রদ্ধার মতো পুতুলের পূজা করতে থাকে ।

বায়োগ্রাফী তারা কিছুই জানে না । এবার বাবা এসে এদের সবাইকে জ্ঞান দিচ্ছেন , যাকে বলা হয় (রুহানী স্পীরিচুয়াল নলেজ) আত্মিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান । সেটা হলো শাস্ত্রের (ফিলোসফী) দার্শনিক । এইসবও বাবাই বাচ্চাদেরকে বোঝান । দুনিয়ায় তো একটিও মানুষ নেই যে যারা পরমপিতা পরমাত্মাকে যথার্থ ভাবে জানে । মানুষ হয়ে বাবাকে না জানা তো জানোয়ারের থেকেও অধম হয় । দেবতাদের সামনে গিয়ে মহিমা করে যে আপনি হলেন সর্বগুণসম্পন্ন কিন্তু হয়তো দুজনেই মানুষ, তাই না! কিন্তু এখানে তো পুরো কাঁটার জঙ্গল । বাবা তোমাকে কাঁটা থেকে ফুল তৈরী করছেন । ভারত সত্যখণ্ড ছিল, রাবণ এসে ভারতকে মিথ্যে খণ্ড তৈরী করেছে । সত্য খণ্ড তো একজন পরমপিতা পরমাত্মাই তৈরী করেন । বাবাই এসে পরিচয় দেন, সেটাও আবার ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের । তারপর আর এই জ্ঞান থাকবে না । তোমরা বাচ্চারা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক তৈরী হও । বাহুবল দ্বারা কেউ কখনও বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করতে পারে না । ভারত যে বিশ্বের মালিক ছিল সেই এখন কাঙ্গাল তৈরী হয়েছে । মানুষের বুদ্ধি এমন হয়েছে যে বাইরে বোর্ড দেখে, লেখা থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমার কুমারী,..... তাও তারা বোঝে না যে এটা একটা ঈশ্বরীয় পরিবার । এখানে তো ঢের বী.কে রয়েছে । এখানে তো অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথাই হয় না । এই হলো ঈশ্বরীয় ঘর । তারা বোঝে যে এটা একটা ইনস্টিটিউট । আরে ! এটা তো একটা পরিবার, তাই না ! কুমার কুমারী যখন, তখন এটা তো হল একটা ঘর, তাই না! এতো প্রদর্শনী করা হয়, বোঝানো হয় , কিন্তু তাও তারা খোড়াই বোঝে ! সাতদিনের কোর্স যখন ভালো ভাবে বোঝে তখন বুদ্ধিতে থাকে যে বাবা আবার বেহদের অধিকার দিতে এসেছেন । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) আরোহী কলায় যাওয়ার জন্য উঠতে বসতে এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে । বাবা সমান সবার ওপরে উপকার করতে হবে ।

২) জ্ঞান অমৃত সুখ পান করতে হবে আর পান করাতে হবে । কাঁটা থেকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান --: "আমিহ্ব" (ম্যায়পন) ত্যাগ করে সর্বদা সেবার মাঝেই হারিয়ে যায় এমন ত্যাগ মুরত, সেবাধারী ভব!

সেবাধারী সেবায় সফলতার অনুভূতি তখন করতে পারবে যখন আমিহ্ব অর্থাৎ ম্যায়পন ত্যাগ হবে। আমি সেবা করছি , আমি সেবা করেছি -- এই সেবা ভাব ত্যাগ করতে হবে । আমি নয় , কিন্তু আমি হলাম করনহার (নিমিত্ত) , করাবনহার অর্থাৎ করাচ্ছেন যিনি মানে বাবা । "আমিহ্ব" বাবার স্নেহে মিশে যাক্ -- একে বলে সেবার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ত্যাগ মুরত সত্যিকারের

সেবাধারী । যিনি করাবার তিনিই করাচ্ছেন, আমরা তো হলাম নিমিত্ত মাত্র । সেবায় আমিষ্ম
মিশ্রিত হওয়া অর্থাৎ মোহতাজ হওয়া । সত্যিকারের সেবাধারীতে এই সংস্কার থাকে না ।

স্লোগান --: ব্যর্থতাকে সমাপ্ত করে দাও তাহলে সেবার সুযোগ সামনে আসবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের অসীম সুখের প্রাপ্তি হয়েছে , সেই জন্য তোমাদের মায়ারূপী সুখের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়, সেই সুখ হল কাক-বিষ্ঠা সম সুখ"

প্রশ্ন -- বাবার সকল বাচ্চাদের প্রতি একটি মাত্র আশা রয়েছে - সেটি কি ?

উত্তর -- আমার সব বাচ্চারা ভাল ভাবে শিক্ষিত হয়ে সিংহাসনে বিরাজিত হোক অথবা বাবার কাঁধে স্থান গ্রহণ করুক । বাবা দেখেন কে কতখানি নিজস্ব সুগন্ধ সহজে ছড়াচ্ছে । বাচ্চাদের মধ্যে কোনো দুর্গন্ধ নেই তো। তাই বাচ্চাদের এমন পুরুষার্থ করা উচিত। কখনও কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো উল্টো কর্ম করা উচিত নয় ।

গীত --: দুনিয়া যতই বদলে যাক আমরা বদলাবো না.....

ওম্ শান্তি । এই গানের অর্থ বাবা একটু বলে দিচ্ছেন এতে পরিবর্তনের কোনো কথা নেই । বাচ্চারা বাবাকে বলতে পারেনা যে আমরা আপনার সন্তান নই। কিন্তু কোনো কোনো সময় বদলে যায় । এমনিতে বাচ্চারা কখনও বাবার কাছে বদলায়না । বাচ্চারা তো আছেই কিন্তু তারা আত্মীয় স্বজনদের থেকে দূরে হয়ে যায়। এখন ইনি তো হলেন বেহদের বাবা। বলেন আমি পরমধামে থাকতাম । যেমন তোমরা আত্মারা এখানে এসে পার্ট করো , গৃহস্থ রূপে পরিণত হও তেমনই আমাকেও এসে গৃহস্থে পরিণত হতে হয়। এখানে সামনা-সামনি তোমরা আমাকে মাতা-পিতা বোলো। ভালাই আগেও তোমরা মাতা-পিতা বলেই ডাকতে কিন্তু সেইসময় আমি গৃহস্থ ছিলাম না। এই সময় এসে গৃহস্থ হয়েছি। তাও আবার দুই চার জন বাচ্চার নয়। অনেক বাচ্চারা আসে যায়। ভালাই বলে আমরা বদলাবো না , কিন্তু মায়া বদলে দেয়। বাবা হলেন উঁচু থেকে উঁচু । ঐনার চেয়ে উঁচু বাবা আর কেউ নেই। সাধারণ মানুষের দেহে প্রবেশ করেছেন। বাচ্চারা জানে ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্যে পুরুষার্থ অনুসারে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। অনেকেই চলতে চলতে বদলে যায় কেননা এই হল মায়ার লড়াই। আগে তুমি মায়ার ছিলে। এখন বাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। ঐ দিকে মায়ার সুখ , এখানে তো সেই সুখ নেই। তো মায়ার সুখ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। এখানে তোমাদের রয়েছে গুপ্ত সুখ। জানো যে ভবিষ্যতে অসীম সুখ প্রাপ্ত হবে। এখানকার সুখের প্রতি যদি বুদ্ধি যায় তো ঐ সুখ মনে পড়তে থাকবে। শেষ সময়েও সেইসব মনে পড়বে সেইজন্য এই মায়াবী সুখের পরোয়া করবে না । গায়নও আছে এই সুখ হল কাক-বিষ্ঠা সমান। এখন তোমরা জানো যে সুখ তো আমরা সত্যযুগে প্রাপ্ত করি , সেই সুখ প্রাপ্তির জন্যে আমরা মাতা-পিতার আপন হয়েছি। বাবা নিশ্চয়ই কোনো সময়ে গৃহস্থ হয়েছেন , যার জন্যে ওনাকে মাতা-পিতা বলে ডাকা হয়। গান গায় কিন্তু বুঝতে পারেনা। এখন তোমরা জানো বেহদের বাবাও হলেন মাঁ-ও হলেন। এই মাঁ -য়ের দ্বারা অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন । এবারে প্রজাপিতা এবং শিব দুজনেই তো হলেন পিতা । পিতা তো মাতার দ্বারা অ্যাডপ্ট করবেন তাইনা । এবারে স্বমেব মাতাশ্চ পিতা শিববাবাকে বলবে নাকি ব্রহ্মা কে বলবে ? গায়ন তো আছেই আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স , তিনি হলেন ফাদার । তাতে মাতার প্রশ্নই নেই। গায়ন আছে - তুমি মাত-পিতা। এবারে মাতা-পিতা কিভাবে হয় , এই কথা গুলি হল ওয়াল্ডরফুল বুঝবার কথা। মানুষ কনফিউজ হয় কেননা শরীর তো মেল কিনা , সেইজন্য মাতা অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। সে হল সরস্বতী কন্যা । কিন্তু কন্যা দ্বারা

অ্যাডপ্ট করা হয়না। ইনি মাতাও আবার পিতা ও। তিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তখন ব্রহ্মাকে নিজেই বলেন তুমি হলে আমার সন্তান, আমার স্ত্রীও। বরাবর বাবা এনার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন। তো ইনি মাতা হয়ে গেলেন। তবুও বাবা বলেন তোমাদের আমাকে স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মাকে নয়। দুনিয়ায় মানুষ তো অনেক প্রকারেরই লকেট পরে। এই বাবাও হলেন সেই রকম একজন। বাবা বলেন তোমাকে নিজের সবকিছু ভুলে যেতে হবে, দেহ সহ দেহের আত্মীয় স্বজন সবাইকে ভুলে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ লাগাও। তোমাদের জন্যে আদেশ রয়েছে আমারে স্মরণ করো। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকে রাজযোগ শেখাই, এতে প্রেরণার কোনো কথা নেই। প্রেরণার সাহায্যে বাবা কাজ করেননা। এইসব ড্রামা অনুযায়ী হবেই। বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ সম্ভব। বাকি কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে সময় নষ্ট হয়। অন্যের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগানো মানে বাবার অমান্য করা। বাবাকে স্মরণ করতে পরিশ্রম আছে, এতেই ভুল হয়। বাবা বলেন তোমরা হলে আশিক (প্রেমিক)। চলতে ফিরতে মানুষকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো। গায়নে ভগবানুওয়াচ আছে - মামেকম স্মরণ করো। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে নিজেকে আত্মা ভাবো। এই কথাটি কে বলছে? শিববাবা না শ্রীকৃষ্ণ? কাকে স্মরণ করতে হবে? শ্রীকৃষ্ণ তো সঙ্গমে হতে পারেনা। হ্যাঁ, কৃষ্ণের আত্মা তো নিশ্চয়ই আছে। তিনিও শিখে অন্যদের শেখানথ। এই হল এক নম্বর প্রিন্স। এনার সঙ্গে আরও তো আছে কিনা, রাধেও সঙ্গে আছে। কিন্তু ফার্স্ট প্রিন্স হলেন তিনি। রাধে একটু পরে রয়েছে। প্রথমে ওঁনার নাম আছে। এইসব কতখানি গুহ্য কথা তাইজন্য বাবা বলেন মুখ্য একটি কথাই ভুলে ধরো। শ্রীকৃষ্ণ গীতার গায়ন করেননি। এই কথাতেই সমস্ত বিজয় তথ্য লুকোনো আছে। একমাত্র বাবা-ই ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয় এই তিন ধর্মের স্থাপনা করেন। প্রথমে দেবতা ধর্ম, তারপরে ইসলামিজম, বুদ্ধইজম, খ্রিস্টিয়ানিজম ব্যস অন্য ছোটো ছোটো ধর্ম অনেক আছে। সঙ্গতি হয় গীতার ভগবানের দ্বারা। সর্বের সঙ্গতি দাতা হলেন বাবা। সর্বের জগৎগুরু হলেন একমাত্র সদ্গুরু শিববাবা। সদ্গুরু অর্থাৎ সঙ্গতি করেন যিনি। এই কথা সবাইকে ভাল ভাবে বোঝাতে পারো।

বাবার যে মুরলী বের হয়, সব স্টুডেন্টদের ভালো করে মুরলী পড়ার অধিকার রয়েছে। যাদের মুরলীর শখ থাকবে তারা তিন চারবার মুরলী নিশ্চয়ই পড়বে। মুরলী ছাড়া অন্য কিছু মাথায় আসা উচিত নয়। মুরলী যদি কেউ ৫-৮ বার ভালো করে পড়ে তবে সে ব্রাহ্মণীর চেয়েও উঁচুতে যেতে পারে। সবাইকে নিজের উন্নতি করতে হবে। বাস্তবে ব্রাহ্মণীরা হল মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। কারো যদি ভালো খাওয়া দাওয়ার দিকে মন যায় তাহলে মরণ কালে সেইসবই মনে পড়বে। এই সময় কেউ যদি কারো কাছ থেকে ব্যক্তিগত সেবা নেয়, তাহলেই খালাস। সার্ভিসে থাকলে সর্বদা ওবিডিয়েন্ট হয়ে থাকবে। যেমন জনক বাচ্চি, কখনও কারও সেবা নয়না। কারো আবার অভ্যেস হয়ে যায় তাহলে তো আর কথাই নেই। কাপড় কাচার লোক না থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোথাও যেতে পারেনা। এতে অতিরিক্ত নবাবীপানা চলবেনা। সার্ভেন্ট রূপে সার্ভিস করতে হবে। বাবাও হলেন সার্ভেন্ট তাইনা। বলেন আমি হলাম উঁচু থেকে উঁচু, কত সাধারণ দেহে এসেছি। আমি কোনো ঘোড়া গাড়ী ইত্যাদি চাইনা। ইনি তো তবুও হলেন পিতা। বাণপ্রস্থের পরে বাচ্চাদের কর্তব্য হল বাবার সেবা করা। শিববাবার রথ তবু বাবা কোনো সেবা নেন না বাচ্চাদের কাছে। বাচ্চাদের নিজের পড়াশোনায় মন দেওয়া উচিত। নিয়মানুযায়ী পড়বে, পড়াবে তো সত্যযুগে নিয়মানুযায়ী রাজস্ব করবে। সত্যযুগে বেকায়দা কোনো কথা হয়না। প্রতিটি কথায় অ্যাকুরেট হতে হবে। আমরা বিশ্বের রাজকুমার রাজকুমারী স্বরূপে পরিণত হই তো সেই ম্যানার্স এখানেই শিখে থাকি। কৃষ্ণের

দেখো কত মহিমা - মহারাজকুমার। বাবার চেয়েও কৃষ্ণের নাম বেশী বিখ্যাত । রাধেকৃষ্ণের মাতাপিতা এত মার্কস নিতে পারেনা যত রাধেকৃষ্ণ নিয়ে থাকে। উঁচু শিক্ষা এঁনারাই প্রাপ্ত করে। সবচেয়ে বেশী মার্জ্জ কৃষ্ণ নিয়ে থাকে কিন্তু জন্ম তো পুনরায় নিতেই হবে। যার কাছে জন্ম নেবে তাদের এত নামডাক হবেনা । প্রথমে নিশ্চয়ই তাঁদের মাতাপিতার জন্ম হবে। তবুও কৃষ্ণের নাম বিখ্যাত হয়। এইসব কথা হল খুবই গুপ্ত । এই হল চিট-চ্যাটের কথা। মুখ্য কথা হল নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। আমরা হলাম বেহদের পিতার সন্তান , আমাদের সর্ব গুণ সম্পন্ন এখানে হতে হবে। এখনও কেউ সম্পূর্ণ হয়নি । সবাই হল পুরুষার্থী । এঁনার রেজাল্ট বাবাও দেখেন - এই ব্রহ্মা সবচেয়ে উঁচুতে যাবে , তাইজন্য ফলো ফাদার বলা হয়। অন্ত সময় পর্যন্ত ফাদারকেই ফলো করতে হবে। ড্রামায় যা হয় বুঝে নেওয়া হয় যে এটাই রাইট। কোনো কথায় সংশয় উঠতে পারেনা। আত্মা মরলেও হালুয়া খেও তোমাকেতো মনমনাভব হয়ে থাকতে হবে। দুঃখের কোনো কথাই নেই। ড্রামায় যা হওয়ার হবে সেতো হতেই থাকবে। এই ড্রামা অনাদি রূপে নির্মিত ড্রামা । যা হওয়ার আছে তা হতেই থাকবে। বাচ্চাদের কাজ হল পুরুষার্থ করে নিজের জীবন হীরের মতন করা। কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো উল্টো কর্ম করবেনা । এমন নয় যে যা ভাগ্যে আছে। পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে পুরো খবর দিতে হবে। কোনো কোনো সেন্টারের খবরই পাওয়া যায়না । অনেক সেন্টার তো চলে। কেউতো ব্রাহ্মণী ছাড়াই গীতা পাঠশালা খুলে সার্ভিস করে। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। যারা ভাল রীতি সার্ভিস করে তারা বাবার হৃদয়াসনে বিরাজিত হয়। সিংহাসনে বিরাজমান হয়। বাবা তো চাইছেন বাচ্চারা ভাল করে পড়াশোনা করে বাবার কাঁধে চেপে যাক। পরীক্ষা তো একটাই কিন্তু পদ মর্যাদায় কত ভ্যারাইটি রয়েছে । প্রতিটি ফুল নিজস্ব সুগন্ধ দিয়ে থাকে। কোনো কোনো ফুল দুর্গন্ধও ছড়ায়। কোনো বাচ্চারা আবার কামাল করে তাইনা । প্রেম আছে , মনোহর আছে , দিদি আছে এঁদের সবাই মহিমা করে। কারো আবার নাম নেওয়া হয়না। বাবাকে কত পরিশ্রম করতে হয় পতিতদের পবিত্র করা। বানরদের মন্দিরের যোগ্য করেন। সূর্য্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজা , প্রজা , গরীব , বড়লোক সবাই থাকে কিনা। পুরুষার্থ করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্তি করতে হবে। নয়তো জন্ম-জন্মান্তরের জন্যে এইরূপেই রয়ে যাবে। তারপর আফসোস করতে হবে। বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা নেওয়া হয়নি । টিচার গুরু সবাই বলবে ফলো করো। এখানে পিতা টিচার এবং গুরু একজনই । সুপ্রীম ফাদার , সুপ্রীম টিচার , সুপ্রীম গুরুও তিনিই হচ্ছেন। তিনি নিরাকার হলেন নলেজফুল , ওনার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন সর্বের সঙ্গতি দাতা , সবাই তাঁরই উপাসনা করে। সাধু যারা সাধনা করে। তাহলে তারা কাউকে মুক্তি কিভাবে দেবে। বোঝানোর খুব ভাল যুক্তি চাই। প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন যারা করে তাদেরও কিছু কথা বুঝেই বলা উচিত । যাতে বলতে পারে এই প্রদর্শনী হল মানুষকে হীরের মতন তৈরী করার। এই প্রদর্শনী পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশ অনুযায়ী নির্মিত । উদ্ঘাটন এমন কাউকে দিয়েই করানো উচিত তারা যেন কিছু বোঝাতে পারে। একদিন বড়োজনেরা এসে তোমার কাছে বুঝবে। সল্যাসী ইত্যাদিরাও আসবে। ঐ ড্রেস পরেই বসে বুঝবে। এখন বাবা নির্দেশ দেন মনমনাভব , বাবাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হবে। বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

বাবা বলেন আমি হলাম বৃহৎ গৃহস্থের মুখ্য কর্তা । সবচেয়ে বৃহৎ গৃহস্থ ধর্ম পালন আমিই করি। ড্রামায় আমার এমনই পার্ট রয়েছে । বাচ্চাদের উঁচু পদ প্রাপ্তিতে পরিশ্রম করা উচিত । পুরুষার্থ করে মাতাপিতার সিংহাসনে বিরাজিত হওয়া উচিত । আমরা হলাম শিববাবার সন্তান , অন্তরে এইরকম নেশা থাকা উচিত । আমরা কোনো অংশে বাবার চেয়ে কম যাব না । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) বাবা সম সত্যিকারের সেবানায়ী হতে হবে। কারো সেবা নেবে না। আন্তরিক হতে থাকবে।

২) ড্রামায় যা সীন চলছে , সবই ঠিক। তাতে কোনোরকম সংশয় ক্রিয়েট করবেনা । নিজের জীবনকে হীরের মতন পরিবর্তন করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান --: বাবার সংস্কার গুলিকে নিজের সংস্কারে পরিণত করে ব্যর্থ বা পুরানো সংস্কার থেকে মুক্ত ভব।

ব্যখ্যা : যে কোনো ব্যর্থ সঙ্কল্প বা পুরানো সংস্কার হল দেহঅভিমানের সম্বন্ধের থেকেই আসে, আত্মিক স্বরূপের সংস্কার হবে বাবার সমান। যেমন বাবা হলেন সর্বদা বিশ্ব কল্যাণকারী , পরোপকারী , দয়াশীল , বরদাতা তেমনই নিজেরও সংস্কার এইরূপ ন্যাচারাল হবে। সংস্কার তৈরী হওয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প , বাণী আর কর্ম স্বতঃই সেই অনুসারে চলা। জীবনে সংস্কার হল একটি চাবির মতো , যার দ্বারা স্বতঃই চলতে থাকে। তারপর আর পরিশ্রম করার দরকার পড়ে না ।

স্লোগান --: আত্মিক স্থিতিতে থেকে নিজের রথ অর্থাৎ শরীর দ্বারা যারা কার্য সম্পন্ন করে তারাই হয় সত্যিকারের পুরুষার্থী ।

" মিষ্টি বাচ্চারা - ভারত ভূমি হল সুখদাতা বাবার জন্মভূমি , বাবা এসেই সমস্ত বাচ্চাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করেন । "

প্রশ্ন :- সবথেকে উঁচু , বড় , লম্বা কাহিনী কি , যা তোমাদের বাচ্চাদের জন্য কমন ?

উত্তর :- এই নাটকের আদি -মধ্য এবং অন্তের কাহিনী বড় ,লম্বা এবং উচ্চ । এই কাহিনীকে সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না । কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের জন্য এই কাহিনী খুবই সাধারণ । তোমরা জানো যে - এই নাটক কিভাবে হুবহু রিপিট হয় , এই সিঁড়ি কিভাবে ঘুরতে থাকে ।

গীত :- ওম্ নম: শিবায়

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চারা বাবার মহিমার এই গান শুনেছে । কার মহিমা ? উঁচুর থেকে উঁচু ভগবানের । যাঁকে পতিত - পাবন , দুঃখ হর্তা , সুখ কর্তাও বলে । যিনি সুখ দেন তাঁকে সবাই স্মরণ করে থাকেন । বাচ্চারা জানে যে একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই সুখ দেনা সমস্ত মানুষ মাত্রেই তাঁকে স্মরণ করে থাকেন আর অন্য ধর্মের লোকেরাও বলে যে বাবা এসেই দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখ দেন । কিন্তু এই কথা জানে না যে বাবা তো সুখ দেন তাহলে দুঃখ কে আর কখন এসে দেয় , এই কথাও তোমরাই বুঝতে পারো । নতুন দুনিয়া যখন পুরোনো হয়ে যায় তখন তাকে দুঃখধাম বলা হয় । কলিযুগের অন্তের পরে অবশ্যই আবার সত্যযুগ আসবে । সৃষ্টি তো একটাই । মানুষ এই সৃষ্টির চক্রকে একদমই জানে না তাই বাবা জিজ্ঞেস করেন - তোমাদের এমন অবুঝ কে বানিয়েছে ? বাবাতো কাউকেই দুঃখ দেন না । বাবা সর্বদাই সুখ দেন । তোমরা জানো যে যিনি তোমাদের সুখ দেন তাঁর জন্মস্থানও ভারত আর যিনি তোমাদের দুঃখ দেন তারও জন্মস্থান এই ভারত । যদিও ভারতবাসী শিব জয়ন্তী পালন করে তবুও এই সম্বন্ধে কিছুই জানে না যে এ হলো উঁচুর থেকে উঁচু ভগবানের জয়ন্তী । তাঁর নাম হলো শিব । এইকথা কেউই জানে না । মানুষ রাবণকে বছর বছর জ্বালায় । কিন্তু সে কি জিনিস , কবে থেকে এসেছে , কেন তাকে জ্বালানো হয়? এ সব কিছুই মানুষ জানে না । নাটকের নিয়ম অনুসারে এই কথা কেউ জানতেই পারবে না । বাবা বোঝান যে প্রত্যেকের পাঁচই আলাদা আলাদা । মানুষের এই অভিনয়ই গাঁথা হয়ে আছে । মানুষই বুঝদার । পশুরা তো অবুঝ । এখন মানুষও অবুঝ হয়ে গেছে । তারা জানেই না যে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা,পতিত পাবন কে ? কেমন করে তারা পতিত হয়েছে আবার কেমন করেই বা পবিত্র হবে ? মানুষ ভগবানকে ডাকতেই থাকে কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না । এই সময় হলো ভক্তিমার্গ । সমস্ত শাস্ত্রও এই ভক্তিমার্গের । শাস্ত্রে কিন্তু কোনো সন্নতির জ্ঞান থাকে না । বলা হয় জ্ঞান , ভক্তি আর বৈরাগ্য । এইটাই বুদ্ধিতে আসে । এর অর্থও মানুষ জানে না । জ্ঞানের সাগর হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা , অবশ্যই তিনিই জ্ঞান দিয়ে থাকেন । তিনিই হলেন সঙ্কর , সন্নতিদাতা , তাই মানুষ তাঁকেই ডাকে যে, এসে আমাদের দুর্গতি থেকে বাঁচাও । দ্বাপরে আমরা সতাপ্রধান পূজারী হই তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে নামতে থাকি । যে সকল মানুষ আসে , তারা সকলেই সিঁড়িতে নামতে থাকে । যদিও বুদ্ধ আদির নাম সিঁড়িতে দেওয়া হয় নি । যদি তাঁদের দেখানোও হতো তাহলেও তাঁদের তো এই সিঁড়িতে নামতেই হতো । তাঁদেরও সতো , রজো , তমোতে আসতেই হবে । এখন সকলেই তমোপ্রধান । এখন বাবা বোঝান - এইসকল শাস্ত্র সকলই ভক্তিমার্গের , যাতে অনেক প্রকারের কর্মকান্ড লেখা

আছে । জ্ঞান দাতা হলেন একজনই - তিনি বাবা । জ্ঞান সাগর এসেই সত্যিকারের জ্ঞানের কথা শোনান । অর্ধেক কল্প হলো দিন ,তাতে ভক্তির কোন কথাই নেই । দিনে কেউ কখনই হোঁচট খায় না, সেই দুনিয়ায় সুখই সুখ । এই বাবার বর্ষা তোমরা কল্পের সঙ্গম যুগেই পাও । এই জ্ঞান বাবা সেই বাচ্চাদেরই দিয়ে থাকেন যাদের তিনি আগের কল্পে দিয়েছিলেন এবং কল্পে কল্পে দিতেও থাকবেন। তারাই বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারবে যে রচয়িতাই এই রচনার জ্ঞান দিচ্ছেন । কতো ছবি বানানো হয় । তারপর তাঁদের ক্যালেন্ডারও তৈরী হবে । যখন কোনো নতুন জিনিস বের হয় তখন তা ছড়িয়ে পড়ে , এখন ভারতে রচয়িতা বাবা এসে রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান দিচ্ছেন । এও ছড়িয়ে পড়বে আর বাইরের সবার কাছে এই খবর যাবে ,তারপর তারা বলতে পারবে না যে স্বর্গে আমরা কেন গেলাম না । সকলেই এই খবর জানতে পেরে যাবে । এ হলো সম্পূর্ণ তৈরী নাটক , এতে কোনো তফাত হতেই পারে না । এই দুনিয়াতে তো অনেক মত আছে । কেউ বলে প্রকৃতি , কেউ বলে আত্মা নির্লিপ্ত শেষের দিকে এক বাবার কথাই সবাই শুনবে । তারা বুঝতে পারবে যে বরাবর আমরাই এই নাটকের অভিনেতা । এ হলো অনেক ধর্মের ঝাড় । সকলের বুদ্ধির তালা খুলে যাবে । এখন এই তালা বন্ধ । তোমাদের ধর্মের কথা আলাদা । বাকি এই নাটকের নিয়ম অনুসারে অন্য ধর্মের লোকেরা স্বর্গে আসতে পারবে না । তারা বলবে তাদের ধর্মস্থাপক ওই সময় আসবে । ক্রাইস্ট কখনো স্বর্গে কি আসবে ? এইসব কথা এই ঝাড় দেখেই বুদ্ধিতে আসবে , সিঁড়ি দেখে নয় । ঝাড় খুবই ভালো । বুঝতে পারবে যে এ হলো সম্পূর্ণ বানানো নাটক । বাকি যোগের কথা তো তোমরা বুঝতেই পারো । আমরা যদি পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করি তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । যখন যোগযুক্ত হয়ে যাবে তখন নিজের সম্বন্ধেও জানতে পারবে । রচয়িতা আর এই রচনার জ্ঞান আগে গিয়ে সবাই বুঝবে । এখন নয় । এই নাটকও অনেক যুক্তির দ্বারা বানানো হয়েছে । লড়াই তো লাগবেই । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই নাটকের রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে । যদি নতুন কেউ আসে তবে তাকে শুরুর থেকে সবই বোঝাতে হবে । এ হল খুবই লম্বা কাহিনী । এ হলো খুবই উচ্চ , কিন্তু তোমাদের জন্য সাধারণ । তোমরাই জানো এই সিঁড়ির চক্র কিভাবে ঘোরে । বাবা বলেন - বাচ্চারা ভক্তিমাগে তোমরা কত কষ্ট করেছো । এও নাটকে নিহিত আছে । এই সুখ দুঃখের খেলা তোমাদের ওপরই বানানো হয়েছে । তোমরা অনেক উঁচু জীবনও পাও আবার নীচুও হয়ে যাও । বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা , আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । ঝাড়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান তো আমার কাছেই থাকবে । বটগাছের ঝাড়ের উদাহরণ এর ওপরই আছে । সন্ধ্যাসীরাও এর উদাহরণ দেয় কিন্তু কিছুই জানে না। তোমরা তো জানো কি করে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় । এখন তার ফাউন্ডেশন আর নেই । বাকি সমস্ত ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে । সমস্ত ধর্মই আছে কিন্তু একটাই ধর্ম এখন নেই । বটের ঝাড়ও দেখো কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে । এর কান্ড দেখা যায় না কিন্তু কেমন সবুজে ভরে থাকে । অন্য কোনো গাছ তার ফাউন্ডেশন ছাড়া শুকিয়ে যায় কেননা গোড়া ছাড়া জল কিভাবে পাবে । কিন্তু বটের ঝাড় সম্পূর্ণ তাজা থাকে । এ অতি আশ্চর্য । যদিও এই ঝাড়ে দেবী দেবতা ধর্ম নেই । নিজেদের বুঝতেই পারে না , দেবী - দেবতা ধর্ম বদলে হিন্দু করে দিয়েছে । যবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে , দেবী - দেবতা বলার উপযুক্ত আর নেই । তখন নাম বদল করে হিন্দু করে দিয়েছে । দেবতাদের কেবল জড় চিত্র আছে , যার থেকে বোঝা যায় স্বর্গে এঁদের রাজ্য ছিলো । কিন্তু এই স্বর্গ কখন ছিলো , এ কেউই জানে না সত্য যুগের আয়ু অনেক লম্বা - চওড়া করে দিয়েছে । যা অতীতে হয়ে গেছে তা আবার নিজের সময়ে রিপিট হবে । সেইসব ছবি এখন খুব অল্পই থাকবে । ওইসব আবার স্বর্গে হবে । এই জ্ঞান এখন তোমরাই বুঝতে পারো । বাকি সব ভক্তি করতে করতে পতিত হয়ে যাচ্ছে । একদিন পবিত্র দুনিয়া ছিল । তোমাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন ।

তাঁকে বলা হয় তিনি সবই জানেন। বাবা বলেন যে আমি এক একজনের মনের অবস্থা কি করে বুঝবো। কেউ কেউ বলে বাবা, তুমি তো সবই জানো। আমরা বিকারে যাই - তুমি তো সবই জানো। বাবা বলেন যে আমি সারাদিন বসে এতকিছু জানতে পারি কি? আমি তো এসেছি পতিত মানুষকে পবিত্র বানাতে। তোমরা জানো যে তোমরা বাবার থেকে সুখের বর্ষা নিচ্ছে। বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে। কিভাবে তারা যাবে? এতে তোমাদের কি আসে যায়। বাবা এসেই সকলকে মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে নিয়ে যান। এখানকার হিসেব - নিকেশ চুকিয়ে সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের সত্যপ্রধান হতে হবে। অন্যের কথায় তোমরা কেন যাও? এক শিববাবাই তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান বানান। ভক্তিমার্গে জ্ঞানের এক সুতোও থাকে না। বলা হয় জ্ঞান এবং ভক্তি। তোমরা জিজ্ঞেস করো জ্ঞান কতো সময় আর ভক্তি কতো সময় চলে? কেউএই বিষয়ে কিছুই বলতে পারবে না। ভক্তি অন্য জিনিস, বাবা নিজেই বোঝান যে আমি কিভাবে আসি আর কার মধ্যে আমি প্রবেশ করি। মানুষ ভক্তিমার্গে ফেঁসে থাকার কারণে খুব মুশকিলেই আমাকে চিনতে পারে, এইজন্যই তোমরা শিব শংকরের ছবির ওপর বোঝাতে থাকো। মানুষ এদের দুজনকে এক করে দেয়। একজন সূক্ষ্মবতনবাসী আর একজন পরমধাম বাসী, দুজনেরই জায়গা আলাদা - আলাদা। তাহলে এক নাম কি করে রাখে? শিব হলেন নিরাকারী আর শংকর আকারী। এমন তো কেউ বলবে না যে শংকরের মধ্যে শিবের প্রবেশ ঘটে যাতে তোমরা শিব - শংকর বলে দাও। বাবা বোঝান যে আমি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করি। তোমাদের কে বলেছে যে শিব শংকর এক? শংকরকে তো কেউ গড ফাদার বলে না। তাঁর গলায় সাপ দিয়ে তাঁর মুখ কেমন করে দিয়েছে। তারপর তাঁকে ষাঁড়ের ওপর দেখানো হয়। শংকরকে তো ভগবান বলে মানবেই না। এক শিববাবাই ভক্তিতে সকলের মনোকামনা পূর্ণ করেন। শঙ্করের জন্য বলা হয় যে তাঁর চোখ খুললেই এই জগতের বিনাশ হবে। বাকি সূক্ষ্মবতনে কোনো ষাঁড়, সাপ ইত্যাদি থাকে না। এ তো এখানকার সৃষ্টি। মানুষ কতো পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছে। এও ভাবে না যে আমরা পতিত। বাবা বলেন যে - আমি এই সাধুদেরও উদ্ধার করতে আসি। সাধনা করা হয় কিছু প্রাপ্তির জন্য। তাহলে সাধুরা নিজেদের শিব বা ভগবান কি করে বলে। শিবের তো সাধনা করার প্রয়োজন হয় না। তাঁর নামই তো সন্ন্যাসী। ভগবানের কি সন্ন্যাস নেওয়ার প্রয়োজন আছে? যারা সন্ন্যাস নেয় তাদের গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করতে হয়। ভগবানের কি এই বেশ ধারণ করতে হয়? তিনি তো হলেন পতিত - পাবন। তিনি বলেন - আমি এই বেশধারীদেরও উদ্ধার করে থাকি। এই নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকে নিজের নিজের অভিনয় করে থাকে। ভক্তিমার্গে মানুষ যা কিছু করে কিছুই বোঝে না। শাস্ত্র দিয়ে কারোর সঙ্গতি হয় না। সঙ্গতি হয় এক বাবার দ্বারাই। নাটক অনুসারে এই শাস্ত্রেরও প্রয়োজন। গীতাতে কতো কথা লিখে দিয়েছে। গীতা কে শুনিয়েছে, তাও কেউ জানে না। তোমাদের গীতার ওপরই মুখ্য জোর দিতে হবে। গীতাই হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। এখন এই ধর্মশাস্ত্র কে কখন রচনা করেছিলো আর এর দ্বারা কি হয়েছিলো? কেউই তা জানে না। গীতাতে যা কিছু লেখা আছে তা আবার রিপিট হবে। আমি তাদের ভালো বা খারাপ কিছুই বলি না। কিন্তু বুঝতে পারি এ সব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী, যা করে মানুষ নামতেই থেকেছে। ৪৪ জন্ম নিতে নিতে উত্তরতি কলাতে তো আসতেই হবে। যখন সবাই নিজের অভিনয় করতে এই ধরায় চলে আসে তখন বাবা অন্ত সময়ে সবাইকে নিতে আসেন, তাই তাঁকে বলা হয় পতিত - পাবন, সবার সঙ্গতিদাতা। তিনি যখন আসেন, তখন তিনি এসেই রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান। এখন বাবা এসে তোমাদের পড়ান, কিন্তু মায়া তোমাদের প্রতি মুহূর্তেই সব ভুলিয়ে দেয়। নাহলে ভগবান আমাদের পড়িয়ে এই বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন এই ভেবে আমাদের কতখানি খুশী হওয়া উচিত। সত্যযুগে এই

জ্ঞান থাকবে না । তারপর আবার ভক্তিমাৰ্গে ভক্তির শাস্ত্র থাকবে । 2500 বছরের এই অভিনয় চলতেই থাকবে । এই চক্রেৰ জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । দুনিয়ার মানুষ তো না পতিত - পাবনকে জানে, না পবিত্রকে কে পতিত বানায় তা জানে । কেবলমাত্র খেলনা বানিয়ে খেলতে থাকে , কিছুই বোঝে না । তোমাদের বলবে , তোমরাও তো ভারতবাসী ,তোমরা তাহলে কি করে বলো যে ভারতবাসীই কিছু বোঝে না , একদম অবুঝ । তোমরা বলো - এই কথা বেহদের বাবা বলছেন , তিনিই জ্ঞান দিচ্ছেন । আমরা এনার দ্বারা সমঝদার তৈরী হচ্ছি । প্রদর্শনীতে অনেক লোক আসে , তারা বলে এই জ্ঞানের কথা খুবই ভালো । বাইরে গেলেই সব ভুলে যায় কারণ তারা সকলেই হলো রাবণের অনুগামী । তোমরা এখন রামের অনুগামী হয়েছো । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে যে , আমাদের এখন রচয়িতা বাবা এসে বোঝাচ্ছেন । পতিত থেকে তিনিই পবিত্র বানাচ্ছেন । বাবা আমাদের কল্যাণ করেন । আমাদের আবার অন্যের কল্যাণ করতে হবে । যত তোমরা অন্যের কল্যাণ করবে তত উঁচু পদ পাবে । এ হলো রুহানী সেবা । রুহ অর্থাৎ আত্মাকেই বোঝাতে হবে । বোঝাবেও রুহ (আত্মা) । অর্ধেক কল্প তোমরা দেহ - অভিমানী হও । দেহী - অভিমানী হলে অর্ধেক কল্প সুখ আর দেহ - অভিমানী হলে অর্ধেক কল্প দুঃখ । কত তফাত । তোমরা যখন এই বিশ্বের মালিক ছিলে তখন কোনো ধর্ম ছিলো না । এখন এখানে কত মানুষ । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্মরণের শক্তিতে সব হিসেব - নিকেশ শেষ করে সতোপ্রধান হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে । আর দ্বিতীয় কোনো বিষয়ে তোমরা যাবে না ।

২) ভগবান আমাদের পড়িয়ে এই বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন , এই খুশীতেই থাকতে হবে । রুহানী সেবা করতে হবে ।

বরদান :- পবিত্রতার আধারে সুখ - শান্তির অনুভব করার জন্য নম্বর ওয়ান অধিকারী হও ।

যে বাচ্চা " পবিত্রতার " প্রতিজ্ঞাকে সদা স্মৃতিতে রাখে , তাদের তৎক্ষণাৎ সুখ - শান্তির অনুভূতি হয় । পবিত্রতার অধিকার নিতে একনম্বর থাকতে হবে অর্থাৎ সর্ব প্রাপ্তিতে এক নম্বর হতে হবে তাই পবিত্রতার ভিতকে কখনো কমজোর করবে না। তখনই লাস্ট থেকে ফার্স্ট হতে পারবে । এই ধর্মেই সর্বদা স্থির থাকবে - যাই হোক না কেন - ব্যক্তি , প্রকৃতি বা পরিস্থিতি যতই অসুবিধা করুক , এমনকি মৃত্যু এলেও ধর্ম ছাড়বে না ।

স্লোগান :- ব্যর্থ থেকে মুক্ত হয়ে ইনোসেন্ট (সরল)হলে প্রকৃত সেন্ট (সাধু) হতে পারবে ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - আমি হলাম আত্মা, আমি হলাম আত্মা এই অভ্যাসেই থাকো। শরীরের ভাবকে ভুলে যাও। কেবল এক ও একমাত্র শিববাবাকে লাগাতার স্মরণ করতে করতেই ঘরে ফিরতে হবে।"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের প্রতি শিববাবা খুব করুণা হয় ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা তাদের নিজেদের মূল্যবান সময়কে ব্যর্থ ভাবে অতিবাহিত করে, বাবার বাচ্চা হওয়া সত্ত্বেও বাবার কোনও সেবা করে না, তাদের প্রতিই বাবার খুব করুণা হয়। বাবা তাদেরকে বলেন - "আমার বাচ্চা যখন হয়েছে, তবে তো তোমাদেরকে প্রথম শ্রেনীর উন্নত আত্মা হয়ে দেখাতে হবে। তোমরা যে জ্ঞান-রত্ন পাচ্ছো, তা অন্যদেরও বিতরণ করো।"

গীত : তকদীর জাগাকর আই হুঁ)।
(নিজের সৌভাগ্যকে জাগিয়েই এসেছি.....)।

ওম্ শান্তি! বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, উনি ওনার বাচ্চাদেরও তেমনি সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বোঝাতে থাকেন। তার সাথে চিত্রগুলির বিষয়-বস্তুর উপরেও খুব ভালভাবে বোঝাতে থাকেন। সিঁড়ির চিত্রের বিষয়-বস্তুর উপরে রাত-ভোর বাবার চিন্তন চলছিলো, যেহেতু এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র এবং এই চিত্রের ব্যাখ্যাটাই ভারতবাসীদের বোঝাতে হবে খুব ভাল ভাবে। শিববাবা স্বয়ং জ্ঞানের সাগর। আর এই ব্রহ্মাবাবাও জ্ঞানের তরঙ্গের ঢেউ দিতে থাকেন ওঁনার সাথে, একেই বলা হয় বিচার-সাগর মন্থন করা। বাচ্চারা তোমাদের মনেও এরকম কিছু কিছু বিচার-সাগর মন্থন চলতে থাকে। আবার কারও কারও বিচার সাগর মন্থন একদমই চলে না। কিন্তু প্রত্যেকেরই বুদ্ধিতে তা চলা উচিত। সিঁড়ির চিত্রেই সব চাইতে বেশী বিচার-সাগর চলে। মূল-বতনকে সর্বোচ্চ স্থানে দেখাতে হবে। এই যে ৮৪ জন্মের ব্যাপার, তা তো কেবল মূল-বতনের জন্য। এই জ্ঞান বিনা কেউ এই সিঁড়ির চিত্র বানাতেই পারবে না। আর সেই জ্ঞান বাচ্চারা কেবল তোমাদের মধ্যেই আছে। তাই সিঁড়ির চিত্র বানাবার সময় তোমাদের বুদ্ধিতে তার বিচার-সাগর মন্থন চলতে থাকা দরকার। যা খুবই ভালো লক্ষণ। সর্বোচ্চ স্থানে মূল-বতনকে রাখাটা কিন্তু আবশ্যিক। একথা তো বোঝানোই আছে, মূল-বতনে আত্মারা থাকে অতি ক্ষুদ্র তারার আকারে। এই মূল-বতনের পরেই আছে ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরের পুরী, যাকে সূক্ষ্ম-বতন বলা হয়। সিঁড়ির চিত্রে যা দেখানো হয় - তা সম্পূর্ণ ভাবে ভারতকেই বোঝানো হয়। এই ভারতই একদা পবিত্র-পাবন ভূখন্ড ছিল, যা এখন এত পতিতে পরিণত হয়েছে। এসব কথাও লিখতে হবে সেখানে। অভাগা মানুষেরা তো এসবের কিছুই জানে না। যারা একদা পূজ্য ছিল - বর্তমানে তারাই পুজারী হয়েছে। একথাই তো কারও জানা নেই। তোমাদের মধ্যেও যারা ক্রমিকের উচ্চ-স্তরের কেবল তারাই তা জানে। এখন তো রাজধানী স্থাপনের প্রস্তুতি চলছে। তাই অনেকেই এখন পুরোদমে রীতি অনুসারে পুরুষার্থে ব্যস্ত। আমি আত্মা - এমনটা ভেবে শরীরকে যেমন ভুলে থাকতে হবে, তেমনি জাগতিক অন্য কিছুই দিকে না তাকিয়ে, যেমনটি জেনেছি - তাতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, কেবল মাত্র এটাই ভাবতে হবে- আমি আত্মা স্বরূপ। তবেই শরীরের ভাব চলে যাবে। যেমন বলা হয়ে থাকে, আপ মুয়ে মর গই দুনিয়া। অর্থাৎ এই পুরোনো দুনিয়া আর তার বৈভবকে ত্যাগ করা মানে একপ্রকারের মরে যাওয়া। আর সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই জাগতিক দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি, লাভ-লোকসান কোনও কিছুই প্রভাবিত হয়

না। শিববাবাকে স্মরণ করতে করতেই আপন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আর তার জন্য প্রচুর পুরুষার্থের অভ্যাসও করতে হবে। সিঁড়ির চিত্রের উপর বোঝানোর সময় বোঝাতে হবে যে, এই ভারতেই যখন আদি সনাতন দেব-দেবী ধর্মের রাজত্ব ছিল, তখন কত সুখ-শান্তি-পবিত্রতা ছিল। এখন আবার মানুষেরা যখন এত দুঃখে আছে, তাই তাদের সেই ঘরের কথা মনে পড়ছে। কারওকেই এই সিঁড়ির চিত্র বোঝানোটা খুবই কার্যকরী হবে। সিঁড়ির সামনে গিয়ে বসলেই বুদ্ধিতে আসবে- আমরা ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম পেয়ে থাকি। এই ৮৪ জন্মের ব্যাপারটাই ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। আর সেই হিসাবকে ধরেই বোঝাতে হবে, যারা আধা কল্প বাদে আসে, অবশ্যই তাদের কম বার জন্ম হবে। সমস্ত দিনই এই সব জ্ঞানের কথাই যেন সর্বদা বুদ্ধিতে নির্গত হতে থাকে। সত্যযুগ ত্রেতাতে মানুষেরা থাকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী ও পূজ্য। আবার তারাই পরে বিকারী পূজারী হয়। এই বিকারী হবার কারণ হলো, তারা নিজেদের হিন্দু বলা ও ভাবার কারণে। অন্য কোনও ধর্মের লোকেরা, তারা নিজেদের ধর্মের নাম বদলায় না। কেবল হিন্দুরাই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বাচ্চারা, এই জ্ঞান তোমরা কেবল এখনই পাচ্ছে। জ্ঞান-সাগর বাবা স্বয়ং তোমাদের এই জ্ঞান বিতরণ করছেন। বাচ্চারা, সিঁড়ির চিত্রের উপর তোমাদেরকে অনেক বেশী করে মনোযোগ করতে হবে। যদি সাধারণ কেউ এখানে এসে বসে, তার বুদ্ধিতেও সে যেন তার সবকিছুই স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে। তোমার বুদ্ধিতে যেন সেই ভাবনা সারা রাত ধরেই চলতে থাকে যে, ৮৪ জন্মের চক্রকে কি ভাবে বোঝানো যায় অন্যদেরকে। (দ্বিতীয়) অর্ধেক কল্প চলে রাবণের রাজত্ব। যারা প্রথম অর্ধেক কল্প রাজত্বের পরে এখানে আসে, তারা এই জ্ঞান ধারণে আগ্রহী হয় না। যারা সত্যযুগ ত্রেতাতে এসেছে, কেবল তারাই এই জ্ঞান নিতে আগ্রহী হবে। আগামীতে যাদের সত্যযুগ ত্রেতাতে আসার আগ্রহ নেই, তাদের এই জ্ঞান লাভের আগ্রহই থাকবে না। বর্তমানে ভারতের কত বিশাল জনসংখ্যা। কিন্তু সত্যযুগ ত্রেতাতে তো কেবল একটি করে পুত্র ও একটি করে কন্যা হয়ে থাকে। পরে এই ধারার জটিলতা শুরু হয়। কিন্তু তবুও তারা তখন বিকারী অবস্থায় আসে না। তা হয় রাবণ রাজ্য শুরু হলে অর্থাৎ দ্বাপর থেকে। কিন্তু ত্রেতাতে ১৬ কলার ২ কলা কম হবার দরুন পবিত্রতার শক্তি কিছু অংশে কমে যায় অবশ্য। এই রামরাজ্য আর রাবণরাজ্যের ব্যাপারটাই কেউ বুঝতে পারে না। যারা রাজ্য-অধিকারীর পদ পেতে ইচ্ছুক, তারা খুব মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ অবশ্যই নেবে। তাদের আগ্রহ থাকবে অন্যদের কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু যাদের ভাগ্যে তা নেই, তাদের সেই চেষ্টা বা পুরুষার্থের আগ্রহই আসে না। আর যারা ধারণাযুক্ত হতে পারে, বাবা কেবল তাদেরকেই সেবার নিমিত্তে এদিক-ওদিক পাঠান। যার এই সেবার প্রতি আগ্রহ থাকে, সে রাত-দিন সেবাতেই ব্যস্ত থাকে। সিঁড়ির রহস্যকে কেউ জানতে পারলে, তার খুশীর পারদও চড়তে থাকে ক্রমে ক্রমে। বাবা তো জ্ঞানের সাগর- আর আমরা বাচ্চারা হলাম তার নদী। অতএব তার প্রমাণ আমাদের তো দেখাতেই হবে। দিন-প্রতিদিন এই জ্ঞানের পাঠশালার বৃদ্ধি তো হতেই থাকবে। তাই রাজধানীর স্থাপনা তো হতেই হবে। সিঁড়ির চিত্রে তো তা দেখানোই হয়েছে, সত্যযুগ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচারী পবিত্র-পাবন ভারত- যা এখন পতিত ও ভ্রষ্টাচারী হয়ে দুর্গতির ভারতে পরিণত হয়েছে। সবারই এই দুর্গতির কারণে বাবাকে এসে তার সদগতি করতে হয়। যদিও এদের মধ্যে কোনও কোনও আত্মা ভালো থাকে, কিন্তু খারাপ আত্মাই বেশী থাকে। ধার্মিক লোকেরা বেশী পাপ-কর্ম করে না। কিন্তু বেশ্যারা ইত্যাদিরা খুবই পাপ-কর্ম করে থাকে। তাই তো বর্তমানের জগৎটা বেশ্যালয়-আর সত্যযুগ হলো শিবালয়। যার স্থাপনা স্বয়ং শিববাবা করান। তাকে আবার কৃষ্ণপুরীও বলা হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণালয় বলা যায় (যা কৃষ্ণের মন্দির)। অবশ্য যদিও তারও স্থাপনা করান শিববাবা। তাই এই সিঁড়ির চিত্র খুবই দরকার। এটার উপরে খুবই মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই সিঁড়ির চিত্র দেখা

মাত্রই যেন সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের চক্র বুদ্ধিতে চলে আসে। অবশ্য তা বুম্বতে মনের ভিতরে খুব শুদ্ধতা থাকতে হবে। শিববাবার সাথে যোগের সংযোগ থাকলে, তবেই সেই নেশার পারদ চড়বে এবং উচ্চ পদের প্রাপ্তিও হবে। কিন্তু এ রকম কখনই বলা উচিত নয় যে, আমি তো ততটাই পাবো - যতটা আমার ভাগ্যে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেবার প্রতি আগ্রহ তো অবশ্যই থাকতে হবে। শরীরের তো কোনও ভরসা নেই। আগামীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগও খুব ভয়ঙ্কর আকারে আসতে থাকবে, তখন তো তোমাকে খালি হাতেই যেতে হবে। যেমন বড় ভূমিকম্পে তো লাথ-লাথ লোকের মৃত্যু ঘটে- তাকে তো ভয় পেতেই হবে। তাই যোগের যাত্রায় নিজেকে সতোগ্রহণ বানিয়ে, অন্যদেরও সতোগ্রহণ বানাতে হবে। ধন দিয়ে ধন না খুটে - (জ্ঞানরূপী ধন-রত্ন দান করলে তা কমে না। বরঞ্চ তা যতই দান করা যায় ততই বাড়তে থাকে)... তাই এই প্রয়াস চালিয়ে যেতে হয়। বাবা তো তা বুঝিয়েই বলেন, "আগামী ২১ জন্মের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে (স্বাবলম্বী) হয়- অতএব রীতি-নীতি অনুসারে খুব ভালো করে পুরুষার্থ করো।" এটাই তো পুরুষার্থ করার উপযুক্ত সময়। দুনিয়ার অন্যদের তো এটাই জানা নেই যে, ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার কিভাবে পাওয়া যায়। এই সিঁড়ির চিত্র ধরেই তোমরা খুব সহজ ভাবেই বোঝাতে পারবে - কিভাবে চলে ৮৪ জন্মের চক্র। তার (চিত্রের) উপরে তো লেখাই আছে, শিব ভগবান উবাচঃ, নিরাকার পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর তা বুঝিয়ে থাকেন। যাদের তা বোঝানো হবে, তারপর তারাও তা আবার অন্যদেরকে বোঝাবে। বাচ্চারা, তোমারা এখন বিশাল ধন-সম্পদ নেবার খাজানার হদিশ পেয়েছো- তা তো নেওয়াই উচিত। উচ্চ পদের অধিকারীও হওয়া উচিত। যেহেতু এটা গৃহস্থালীর প্রবৃত্তি-মার্গের জ্ঞান। যখন একই পরিবারের একজন এই জ্ঞানের পথে চলে কিন্তু অন্যেরা যখন সেই পথে চলে না, সেখানে তো দ্বন্দ্ব-বিরোধ চলতেই থাকবে। এই অভিনবত্বের অঙ্কুরোদ্গম তো হতেই হবে। এই রহস্যটাকেও খুব ভালভাবে জানতে হবে - আমরা পূজ্য থেকে পূজারী হলাম কিভাবে। "যে সব চাইতে বেশী পূজ্য-পাবন হয়, সে আবার সব চেয়ে বেশী পতিত হয়ে যায়। তারই অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি (শিববাবা) তার শরীরে প্রবেশ করি। যেহেতু সবাই তখন পতিত থাকে।" বাবার সাথে সাথে দাদাও (ব্রহ্মাবাবা) তা বোঝাতে থাকেন। তার সাথে আবার দাদীরাও বোঝান। ভাই-বোনের সবারই এই একই কাজ। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই তাদেরকে পদ্মফুলের মতন পবিত্রও থাকতে হবে, এমনটা হলেই তারা খুব তীব্র গতিতে এগোতে পারবে। যারা কাঁটার জঙ্গলের মতন সংসারে থেকেও সেবা চালিয়ে যায়, তাদের অনেক বেশী ফল প্রাপ্তি হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও যারা খুব ভাল সেবা করে, সেই সেবায় তারা আনন্দও বেশী পায়। যেহেতু শিববাবা তাদের সাহায্য করেন তখন। আর তিনি তখন বলবেন, আচ্ছা এখন এই সেবা-কার্য ছেড়ে অমুক অমুক জায়গায় গিয়ে এইসব সেবা করে আসো। এ যেন প্রজেক্টর শো দেখাবার জন্য নিমন্ত্রণ পাওয়ার মত আনন্দ। সাথে ৪/৫-টি মুখ্য চিত্রও নিয়ে যাবে। যেখানে গিয়ে সেবা করবে। যারা সেবার কার্যে উৎসাহ পায়, তারা বলবে, আচ্ছা, আমরা গিয়ে তাদেরকে খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে আসবো। ওখানে সেন্টার খোলাতেও পারো তোমরা। এই ধরণের নিমন্ত্রণ তো কতই পাওয়া যায়। এই ভাবেই তো সেবার বিস্তার হতে থাকবে। তখন বাবাও তোমাদের কত প্রশংসা করবেন। বলবেন, অমুক বাচ্চা কত সুন্দর সেবা করে। আবার এমনও কেউ কেউ আছে, যারা সেবার নাম শুনলেই তিন-ক্রোশ দূরে পালিয়ে যায়। সেবা করার উৎসাহ থাকলে, বাবা তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। যতই বাবার সেবা করবে, তোমাদের শক্তিও তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর আয়ুও বাড়বে। খুশীর পারদও চড়তে থাকবে। সবার কাছে খুব নাম-ডাকও হবে। সেবা-পুরুষার্থের দ্বারা এত উচ্চ-স্তরের হতে পারলে সেভাবেই অনেক বেশী পুরুষার্থই করা উচিত। হাব-ভাব, চাল-চলনেই তা বুম্বতে পারা যায়,

কার কি রকম সেবার আগ্রহ আছে। রাত-দিন নিজের সেই অর্জনের কথাই ভাবতে হবে। এ যে খুব বড় সম্পদ অর্জনের আয়। মাঝে মধ্যে কখনও কখনও বাচ্চাদের কথা ভেবে বাবা তাদের সতেজতা ও আনন্দ প্রদানের ব্যবস্থাও করেন -যেভাবে বাচ্চারা খুশীতে থাকবে। সেবাধারী বাচ্চাদেরকে সর্বদাই স্মরণ করেন বাবা। জ্ঞানের বিচার সাগর মন্ডনের নৃত্য খুব ভালো হয় অমৃত বেলায়। যার যে কাজ, সে সেই কাজেই মন দেয়। সকাল বেলাতেই জ্ঞানের বিচার সাগর মন্ডনের উপযুক্ত সময়। সর্বাগ্রে মুরলীর ভাবার্থকে খুব ভালভাবে ধারণ করতে হবে বাচ্চাদেরকে। পুনঃ-পুনঃ অধ্যয়ন করার পরেই ক্লাসে মুরলী পাঠ করা উচিত। পূর্বে তো বাবা রাত দুটোর সময় উঠেই তা লিখতেন, তারপর সকালে ক্লাসে মাঝা সেই মুরলীই পাঠ করতেন। এমন যদি কখনও হয়, তোমাদের হাতে কোনও মুরলী নাও থাকে, তবুও ক্লাসে খুব ভালভাবেই মুরলী শোনাতে হবে। যে যে বাচ্চাদের মুরলী পঠন-পাঠনে আগ্রহ আর তার উপরে চিন্তন করার অভ্যাস থাকে, তার আনন্দে তারা সেই সেবা চালাতেই থাকে। মুরলীর কথা উঠলেই তারা তখন সতেজ হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে এই মুরলীর মুদ্রন খুব তীব্র গতিতেই চলবে। টেপ রেকর্ডের কর্ম-কুশলতা ও তার সংখ্যাও অনেক বেড়ে যাবে। এই মুরলী বিদেশ ও বিলেতেও যাবে। কারও বুদ্ধিতে যদি একবার তা স্থান করে নেয়, সে মুরলীর প্রতি খুবই আসক্ত হয়ে পড়বে। উঠতে-বসতে ৮৪ জন্মের চক্রকে কেবল ভাবতে থাকবে বুদ্ধির দ্বারা। এত সন্তোষও কিন্তু কোনও কোনও বাচ্চার বুদ্ধিতে কিছুই টেকে না। তাই তাদের খুশীর পারদও উপরে ওঠে না।

তোমাদের তো সারাদিনই এই সেবা কাজের মধ্যেই থাকা উচিত। সব কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ কর্ম এটা। এই বাবাকে আবার ব্যাপারীও বলা হয়ে থাকে। ইনি অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ব্যাপার করেন, যা কোনও সাধারণ ব্যবসা নয়, অন্যেরা তা পারেই না। সারাদিন বুদ্ধিতে এগুলিই ঘোরা উচিত আর আনন্দ-খুশীতে থাকা উচিত। এই খুশী এমনই যা ভিতর থেকে আসে। আত্মা এই খুশী অনুভব করে - আঃ হাঃ বাবাকে পেয়েছি। বেহদের বাবা ৮৪ জন্ম-চক্রের ইতিবৃত্তের কাহিনী জানিয়েছেন। তাই বাচ্চারা বাবার আর শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্যই জানাবে। শিক্ষকের সহায়তাতেই তো ছাত্ররা পাশ হয়ে উত্তীর্ণ হয়। তখন তারা শিক্ষককে সন্মানিত করে উপহার দিয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে তোমরা বাচ্চারা তো জানোই, বাবা আমাদের এত উঁচু স্তরের পাঠ পড়ান। যার দ্বারা জগৎ বিশ্বের মালিকে পরিণত হতে পারো। অথচ এই পাঠ কিন্তু অতীব সহজ ও সরল। কিন্তু তবুও কোনও কোনও বাচ্চা সে বিষয়ে মনোযোগ দেয় না। এক নম্বর হল জ্ঞানের পাঠ। এসব বুঝতে পারলে কারুণের অটেল সম্পদ পাওয়া যায় ভবিষ্যতে। সত্যি, কি আশ্চর্যের এটা। প্রত্যেক বাচ্চাই নিজে নিজেরটা বুঝতে পারে সে কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছবে। এর সবকিছুই নির্ভর করে, তার সেবার উপর। বাবা তো চায়, তৃতীয় স্তর থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম স্তরে আসো। তবেই তো একটু ভাল পদের অধিকারী হতে পারবে। এই পরীক্ষায় পুরো ২১ জন্মের ফল পাওয়া যায়। তাই তো বাবার এত করুণা আসে, যখন তোমরা সেই অমূল্য সময়ের অপচয় করো। বাবা জানান, অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারে ওঁনাকে তো আসতেই হয় সঙ্গতি করার জন্য। বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো কেবলই দুর্গতির। যদি কারওকে প্রশ্ন করো -- তুমি কি দুর্গতিতে আছো ? তখন সে উত্তরে জানাবে-- এই দুনিয়াটাই আমার স্বর্গ-রাজ্য। আমি তো স্বর্গ সুখের মধ্যেই আছি। কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে এটাও আসে না যে, প্রকৃত অর্থে স্বর্গ বলা হয় সত্যযুগকে। এত বড় বড় পন্ডিত, বিদ্বানেরা তো আছেন, কারও-ই বুদ্ধিতে এটা ঢোকে না যে, এই যে বর্তমানের এত পুরোনো দুনিয়া এটা, তা যে পুরোনো লোহার মতন কালচে হয়ে আছে। তারা কেবল তাদের ঔদ্ধত্য নিয়েই বসে থাকে। সত্যি,

ভক্তি-মার্গের কতই না জোর। ভক্তি-মার্গে কতই না জাঁক-জমক। কুস্তুর মেলায় তো কত লাখ লাখ মানুষ আসে। সেটাই সব চাইতে বড় জাঁক-জমকের নিদর্শন ভক্তি-মার্গের। মায়া তোমাদেরকে ওর দিক থেকে এদিকে আসতেই দেয় না। বরং সে কেবল হুঁদুরের মতন ফুঁকে ফুঁকে অবশ করে দিয়ে সব রক্ত চুষে নেয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমনের স্মরণ ও ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের অতি প্রিয় রুহানী বাবা।

ধারণার জন্য মুখ্য সার

১) খুব ভোরবেলায় উঠে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। মুরলী পাঠের পর, তার বিষয়গুলির উপর চিন্তন করে ধারণা করতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের বিতরণ করতে হবে।

২) সেবা-কার্যের প্রতি খুব বেশী আগ্রহ রাখতে হবে। মানুষের শরীরের কোনও ভরসা নেই, তাই আগামী ২১ জন্মের এই বিশেষ রোজগার এখনই জমা করতে হবে।

বরদান :- ক্ষমার দৃষ্টি দ্বারা ঘৃণার দৃষ্টিকে সমাপ্ত করতে পারার মতন জ্ঞানবান হও।

যে বাচ্চারা একে অন্যের সংস্কারকে জেনে, নিজের সংস্কারের পরিবর্তনে লেগে থাকে, কখনও একথা ভাবে না যে, অপরজন তো ঐ প্রকৃতিরই -- তাকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলা যাবে। সে কেবল নিজেরটাই ভাববে আর নির্বিঘ্নে থাকবে। তাদের নিজের সংস্কারগুলি বাবার মতন ক্ষমাশীল মনের হয়। ক্ষমার দৃষ্টি, ঘৃণার দৃষ্টিকে দূর করতে পারে। এই ধরনের ক্ষমাশীল বাচ্চারা কখনও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করে না। আর সে বাবার সুপুত্র হয়ে তা প্রমাণ করেও দেখায়।

স্লোগান :- সদা পরমাত্ম চিন্তনে ব্যস্ত থাকতে পারলেই সে নিশ্চিত বাদশাহ হয়, তার আর অন্য কোনও প্রকারের চিন্তা আসতেই পারে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য সুখধামে পবিত্র দিন পালন করবে কারণ ওখানে দুঃখের চিহ্ন মাত্র থাকে না"

প্রশ্ন:- ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বাবা এরকম কোন্ যুক্তি দেন, যে যুক্তির দ্বারা ওঁরা ওদের জীবন সফল বানাতে পারে ?

উত্তর:- বাবা বলেন-- নিজের জীবন সফল করতে হলে নিজের তন, মন, ধন সব ঈশ্বরীয় সেবাতে লাগাও । বাবাকে অনুসরণ করো । তারপর দেখবে-এর ফলে কি তোমাদের প্রাপ্ত হয় । আত্মা শোনা (পবিত্র) হয়ে যাবে । দেহও খুব সুন্দর প্রাপ্ত হবে । ধনও পর্যাপ্ত প্রাপ্ত হবে ।

গীত:- অবশেষে সেই দিন এল আজ....

ওম্ শান্তি । যখন বাবা ওম্ শান্তি বলেন তখন দাদাও ওম্ শান্তি বলেন । বাচ্চারাও মনে মনে বলে ওম্ শান্তি । যখন কেউ ভাষণ করে ওম্ শান্তি বলে । সেখানে যারা বসে থাকেন তারাও বলেন ওম্ শান্তি । সাড়া অবশ্যই দিতে হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছো আত্মা আর পরমাত্মার এখন মিলন হচ্ছে । গাওয়াও হয়ে থাকে -- আত্মা আর পরমাত্মা পৃথক ছিল অনেক কাল... যার থেকে অনেক কাল পৃথক থাকে, তার সাথেই সম্মুখ মিলন হয় । উনি(পরমআত্মা)আসেন নিজের ভূমিকা পালন করতে । ভক্তিমার্গে যাকে এত খুঁজতে থাকি, অবশেষে সেই দিনও আসে যখন বাবার সাথে মিলন হয় । খালি এক ভারতই হল অবিনাশী খণ্ড , বাকি সব বিনাশী খণ্ড । নতুন দুনিয়া কেবল ভারতই হয় । ভারতের কখনও বিনাশ হয় না । এ তো আছেই । এখন তো কত খণ্ড হয়ে গেছে । ভারতে যখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন ওখানে কোনো খণ্ড ছিল না, কেবল ভারতবাসীই ছিল আর কোন মানুষ ছিল না । ভারতে কেবল সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল । এখন তাঁদের কেবল চিত্র রয়ে গেছে । স্মৃতিচিহ্ন তো থাকা দরকার তাই না । প্রথমে ঝড় কত ছোট হয় । তাকে বলা হয় রামরাজ্য, ঈশ্বরীয় রাজ্য । সে হল ঈশ্বরের স্থাপনা । এখন তো হল আসুরী স্থাপনা আর সত্যযুগে হল দৈবী স্থাপনা । ঈশ্বরের স্থাপনা অর্ধেক কল্প চলে তারপর আসুরী স্থাপনা হয়, যাকে রাবণরাজ্য বলে । ওটা হল নির্বিকারী দুনিয়া আর এটা হল বিকারী দুনিয়া । দুনিয়ায় কেউ জানে না যে এই দুনিয়ার চক্র কিভাবে ঘোরে । দেবী-দেবতারা আবার কোথায় গেলেন । পবিত্র যে সে পতিত কি করে হল । সিঁড়ি নামতেই হয় তাই না । কলা কম হতে থাকে । যেরকম চন্দ্রমাতে গ্রহণ লাগলে বলা হয় দান দিলে গ্রহণের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে । এখন বাবা বলেন ৫ বিকারকে ছাড়ো । যখন তোমরা রাবণরাজ্য থেকে ছাড়া পাবে তখন রামরাজ্য স্থাপন হয়ে যাবে । ওখানে এই ৫ বিকার হয় না । এটাও কারো জানা নেই । মানুষ ভাবে এটা সদাই চলে আসছে । দুনিয়াতে মানুষের অনেক মত আছে । তোমাদের আছে একমত, একে বলা হয় অদ্বৈত মত । এখানে আছে আসুরী মত । তোমরা জানো আমরা ভারতবাসীরা রামরাজ্যে ছিলাম । পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছো । বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান এখন বসেছে । আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার পুনর্জন্ম নিতে- নিতে পূজারী হয়েছি । ওঁরা ভাবে পরমাত্মাই পূজ্য পূজারী হন, এ সবই হল তাঁরই লীলা। সকল পরমাত্মাই হল পরমাত্মা, এটা হল সব থেকে বড় ভুল । এখন বাচ্চারা তোমাদের তো খুশী হয়, যে বাবাকে অর্ধেক কল্প ধরে

স্মরণ করেছি, এখন তাঁকে পেয়েছি । বলে দুঃখে স্মরণ সবাই করে, সুখে করে না কেউ । ঐ আত্মারাই দুঃখের সময়ে বাবাকে স্মরণ করে । সত্যযুগে কেউই বাবাকে ডাকবে না । তো এখন আত্মাদের পরমাত্মার সাথে, পরমাত্মার আমাদের আত্মার সাথে মেলা হয় । বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, এতে জলের সাগরের কোনো কথাই নেই । সঙ্গমে দেখো কুস্তুর কত বড় মেলা হয়, এখন সত্যি-সত্যি মেলা তোমাদের লেগেছে । সবাই তো একসাথে হতে পারে না । কেউ এখান থেকে, কেউ অন্য কোথাও থেকে এসে থাকে । মেলাতে কত লোক যায় স্নান করতে । জন্ম-জন্মান্তর এঁরা স্নান করে এসেছেন । বলে এই মেলা লাগতেই থাকে । ছোট আর বড় কুস্তুও বলে থাকে । এখন বাবা তো একই বার আসেন পতিতকে পাবন বানাতে । গঙ্গাকে বলা হয় পতিত-পাবনী, কিন্তু গঙ্গা কী জ্ঞান শোনাবে । এখানে তো পতিত-পাবন বাবা বসে সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান শোনান । বাচ্চারা জানে এখন দুনিয়ার হাল কি । বিনাশ তো বাচ্চারা দেখেছে(সাফাৎকারের মাধ্যমে) । অর্জুন তো এই ব্রহ্মাই , তাই না! এ তো হল মনুষ্য রথ । ইনি বলেন আমি বিনাশকেও দেখেছি, নিজের রাজধানীও দেখে তবে ছেড়েছি । ঘর বাড়ি সব কিছু তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়েছি । বিনাশ তো হবেই । এটা কোনো নতুন কথা নয় ।

এটা হল ঈশ্বরীয় দরবার, এখানে কোনো পতিতের বসা উচিত নয় । তাহলে একদম রসাতলে চলে যাবে পতিত হবার কারণে, এইজন্য পতিতের আসার হুকুমই নেই । এরকম কেউ-কেউ এসে যায় । ভাবে এরা কি জানে যে আমি বিকারে গেছি । এ খুবই নোংরা জিনিষ। বিদেশে ৪-৫ বাচ্চার জন্মদাতা পুরস্কার পায় । *সত্যযুগে একটিই সন্তান হয় তাও বিকারের ওখানে কথাই নেই* । ওখানে তো রাবণরাজ্যই নেই ওখানে আছে রামরাজ্য । কন্যা বিয়ে করলে কন্যাকে গুপ্ত ভাবে অনেক কিছু দেয়, যা কেউ জানতে পারে না । বাবাও বলেন বাচ্চারা তোমাদের গুপ্ত দান দিই । কেউ জানতে পারে কি, আমি কি দিচ্ছি । এটা হল গুপ্ত । কেউ বুঝতে পারে না যে এই বি.কে বিশ্বের মালিক হবে । এটা এখন তুমি জান আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম আবার ৮৪ জন্ম নিই । আমরা কল্প-কল্প বাবার থেকে বর্সা নিই । বলে বাবা আমরা কল্প-কল্প তোমার সাথে মিলন পালন করি । কল্প পূর্বেও তোমার সাথে মিলন হয়েছিল । বাবাকেই রাম বলা হয়ে থাকে । ত্রেতার রাম নয়, ওনাকে তো ওনার সন্তানরাই কেবল বাবা বলবে । ইনি তো হলেন বেহদের বাবা । এখন বাবা বাচ্চারা তোমাদেরকে বলছেন । বাচ্চারা তোমাদের দৈবীগুণ ধারণ করে এরকম হতে হবে । এই দেবী-দেবতাদের কত মহিমা কীর্তন করে । কিন্তু বোঝে কিছুই না । বলে অচ্যুতম্ কেশবম্....এখন কোথায় রাম আর কোথায় নারায়ণ । সবাইকে মিশিয়ে দেয় । অর্থ কিছুই বের হয় না । এখন তোমাদেরকে একত্রে সবকিছু বোঝানো হয় । দ্বাপর থেকে এই ভক্তিমার্গ শুরু হয় । ৮৪ চক্র লাগিয়ে নিচে নামতেই হবে । ৮৪ জন্ম বলা হয়ে থাকে । বাবা জিজ্ঞাসা করলেন - এখানে তোমরা যে বসে আছো সবাই ৮৪ জন্ম নেবে নাকি কেউ কেউ ৮০-৮২ জন্মও নেবে? সবাই কি পাশ হবে ? যারা ভাগলি হয়ে যাবে তাদের জন্ম কি কম বেশি হবে না ? অবস্থা অনুসারেই সকলের ভূমিকা হবে তো । অনেকে আছে যারা আশ্চর্যজনক ভাবে ভাগলি হয়ে যাবে । তবে তারা সত্যযুগেতে কি করে আসবে । ওরা তো প্রজার মধ্যেও অনেক দেরিতে আসবে, কারণ গ্লানি করে থাকে । এতসব খোড়াই সূর্যবংশীতে আসতে পারবে । ক্রম অনুসার পুরুষাখীরই মালা তৈরি হয় । বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর । ওনার মধ্যে কি জ্ঞান আছে, এটাও কেউ জানে না । তোমাদের এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে । ওরা তো কেবল স্তুতি করে

থাকে, বোঝেনা কিছুই । একে বলা হয় ভক্তিমার্গ । উৎসবও যা পালন করা হয় তাও সব হল এই সময়ের, যা পরে আবার পালন করা হয় । তোমাদের তো অর্ধেক কল্প সুখের উৎসবের দিন প্রাপ্ত হয়। কখনও দুঃখের নাম দেখবে না । উৎসবের দিন হয়ে যায় কারণ তোমরা পবিত্র হয়ে যাও তাই না । বাবা বোঝান তোমাদের এটা শেষ জন্ম আছে । যখন রাবণরাজ্য শুরু হয়, তখন তাকে মৃত্যুলোক বলা হয়ে থাকে । মৃত্যুলোক মূর্দাবাদ... অমরলোক জিন্দাবাদ বলা হয়ে থাকে । সুখ আর দুঃখ, রাম আর রাবণের এই খেলা । রামের দ্বারা তোমরা রাজ্য পাও, রাবণের দ্বারা তোমরা রাজ্য হারাও । বাবা বলেন তোমরা নিজের জীবনকে জানো না আর কেউ এরকম বলতে পারে না, বাবাই বলে থাকেন । ওরা তো ৮৪ লক্ষ বলে দেয় । ফলে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর হয়ে যায় । কিছুই বুদ্ধিতে আসে না, যে এই কথাকে বুঝতে পারে । কল্পের আয়ুও ভুল লিখে দিয়েছে । এই শাস্ত্র আদি সব হল ভক্তিমার্গের । বাচ্চারা তোমাদের কত সহজ ভাবে বোঝানো হয় । পরে আরও ভালভাবে বোঝাবে । যখন কেউ মরে তখন ঐ সময় অল্প বৈরাগ্য

হয়, তাকে বলে শ্মশানী বৈরাগ্য । শ্মশান থেকে বেরিয়ে বাজারেতে গেলে সব শেষ, গিয়ে মাংস, মদ কিনবে । তোমাদের বাচ্চাদের এই সময় আছে সারা পুরনো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য । বাবা বোঝান বৈরাগ্য দুই প্রকারের আছে । নিবৃত্তি মার্গীদের হোল হদের বৈরাগ্য । ওরা প্রবৃত্তি মার্গের জন্য জ্ঞান দেবেই না । দুজনে পবিত্র হও-এটা ওরা বলতে পারে না । গীতা ওরা শোনাতে পারে না । তোমাদের তো জ্ঞানের সাগর থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । ওরা বোঝেও কিন্তু ওদের ভয় থাকে । আগে গিয়ে মেনে নেবে যে নিশ্চয় গীতা কৃষ্ণ শোনান নি । যদি এখন বলো তবে ওনার সব অনুসরণকারীরা পালিয়ে যাবে । তৎক্ষণাৎ বলবে যে ঐর বি.কের জাদু লেগে গেছে । এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যদি দেবতা হতে হয় তো দৈবীগুণ ধারণ করো । মুখ্য কথা হল পবিত্রতার । এখানে মানুষের খাওয়া দাওয়াই দেখ কত আসুরী । জন্ম-জন্মান্তরের পাপ আত্মা । পুণ্য আত্মা একটিও নেই । এখন তোমরা তা তৈরি হচ্ছে । সত্যযুগে সব পুণ্য আত্মা হয় । ওখানে আছেই সব শ্রেষ্ঠাচারী পবিত্র । এখানে আছে ব্রষ্টাচারী পতিত । সত্যযুগে ৫ বিকার হয় না । রামরাজ্য রাবণরাজ্যে কত পার্থক্য হয়ে যায়, একে তো রাবণরাজ্য বলবে তাই না । পতিত-পাবন হলেন এক-ই, গড ফাদার । তোমরা জানো উনি হলেন আমাদের বেহদের পিতা । বেহদের বাবা, রচয়িতাকে রচনা স্মরণ করে । বাবা বুঝিয়েছেন-সত্যযুগে আছে একজন বাবা । তারপর হয় দুজন বাবা । লৌকিক আর পারলৌকিক । ভক্তিমার্গে লৌকিক বাবা থাকা সত্ত্বেও পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে থাকে । এখানে তো এটা অদ্ভুত যে- বাবা আর দাদা দুজনেই বসে আছেন । এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো, আবার বার বার ভুলে যাও । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো গায়ন আছে তাই না । উনি এখনই প্রাপ্ত হন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার । উনি(শিববাবা) হলেন নিরাকার । নিরাকার আর সাকার দুজনে একত্রে আছেন । দুজনেরই উচ্চ

স্থান, ঐদের থেকে উচ্চ কেউই হতে পারে না আর কত সাধারণ ভাবে ওনারা বসে আছেন । পড়াও কত সহজ আছে বাচ্চাদের জন্য । বাবা খালি বলেন নিজেকে আত্মা ভাবো । আত্মা হল অবিনাশী, এই দেহ হল বিনাশী । এক শরীর ত্যাগ করে আত্মা আর এক শরীর ধারণ করে, তোমাদের তাই কাঁদবার

দরকার নেই । মানুষ শরীরকে স্মরণ করার জন্যই মানুষ কেঁদে থাকে । তোমাদের কান্নার দরকার নেই । সত্যযুগে কখনও কেউ কাঁদে না । ওখানে হলই মোহজিত । এইসব কথা তোমাদের সঙ্গমেই বোঝানো হয়ে থাকে । তোমাদের এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে অনেক খুশী হওয়া দরকার এইজন্য বাবা বলেছেন যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, ত্রিমূর্তির ব্যাজ বা মেডেল পকেটে রেখে দাও । থেকে,

থেকে পকেট থেকে বার করে দেখো । আহা! আমি তো এই হতে চলেছি । খুব খুশী হবে । অন্যদেরকেও দেখিয়ে খুশী দাও যে আমি এরকম তৈরি হচ্ছি । দেখলে পরে খুশী হবে । আমি তো শিববাবার সন্তান । আমাকে কোনো কথার কেন পরোয়া করতে হবে । কিছু কম হলে কি আছে! আমরা তো ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদমপতি হই। দেখো, বাবা তো সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন । তাহলে লাভে রয়েছ না লোকসানে আছ ? বাবা এখন সামনে এসে বোঝাচ্ছেন । তোমাদের এই ধনদৌলত সবকিছু মাটিতে মিশে যাওয়ার আছে । নিজের জীবন সফল করতে চাও তবে নিজের তন, মন, ধন এতে লাগাও তারপর এর প্রাপ্তি স্বরূপ দেখো তুমি কি পাও ! আত্মাও স্বর্গীম হয়ে যায় আর তনও সুন্দর, ধন তো অগাধ থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ- ভালবাসা আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) আমি হলাম শিববাবার সন্তান, আমাকে ২১ জন্মের জন্য পদমাপতি হতে হবে, এই খুশীতে থাকতে হবে আর সবাইকে খুশীতে রাখতে হবে । কোনো কথার পরোয়া করা উচিত নয় ।

২) এক বাবার অদ্বৈত মতে চলে বেহদের বৈরাগী হতে হবে । এক বাবাকেই অনুসরণ করতে হবে ।

বরদান:- সহনশক্তির বিশেষত্বের দ্বারা অন্যের সংস্কারকে পরিবর্তন করে দুঃসঙ্কল্পধারী ভব ।
যেরকম ব্রহ্মাবাবা গুণানী অগুণানী আত্মাদের দ্বারা অপমান সহ্য করে তাকে পরিবর্তন করেছেন সেইরকম অনুসরণকারী হও। এর জন্য নিজের সঙ্কল্পে কেবল দুঃতা ধারণ করো । এটা ভেব না যে কতদূর হবে । প্রথমে এরকম লাগে যে কতদূর হবে, কতখানি সহ্য করবো । কিন্তু তোমাকে কেউ কিছু বলেও তো চুপ থাকো, সহ্য করে নাও তো সেও বদলে যাবে । দুঃখী হয়ো না ।

স্লোগান:- সঙ্গমে সহ্য করে নেওয়া, নত হওয়া, এটাই হল সব থেকে বড় মহানতা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্যস্বরূপ বাবার সাথে সত্যে আবদ্ধ থাকো, যদি সত্যি কথা না বলো তাহলে পাপ সমানে বৃদ্ধি পেতে থাকবে ।"

প্রশ্ন :- যখন তোমরা, বাচ্চারা কর্মভীত অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তখন কি রকম অনুভূতি হবে?

উত্তর :- এমন অনুভব হবে যেন মায়ার তুফান সমস্ত সমাপ্ত হয়ে গেছে । কোনো বাধা বিঘ্নে ঘাবড়ে যাবে না । অবস্থা একদম নির্ভয় থাকবে । যতক্ষণ পর্যন্ত ওই অবস্থা(কর্মভীত) দূরে থাকে মায়ার তুফান খুব হয়রান করে । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা যত তোমরা শক্তিশালী হও মায়া ততটাই শক্তিশালী হয়ে তোমাদের কাছে আসে। কিন্তু তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে, ভয় পেয়োনা না । সত্যরূপ বাবার সাথে সত্য পথে আর স্বচ্ছ ভাবে চলতে থাকো । কখনো কোনো কথা লুকোবে না ।

গান :- (জাগ সজনিয়া জাগ...)

বধূ ওঠো এবার ওঠো.... নতুন দিনের ভোর আগত....

ওম্ শান্তি । এখানকার বাচ্চারা তো এই গান রোজ শুনে থাকে । সেন্টারে যে বি. কে-রা থাকেন তাঁরাও শোনে । বাইরের লোকেরা তো শোনে না । বাস্তবে তো এই গান অন্যান্য সব বাচ্চাদের ঘরে থাকা উচিত । সবাইকে জাগতে হবে, কেননা এই গানের গুপ্ত অর্থ খুব সুন্দর । নতুন যুগ আসছে । নতুন যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ । এটা হল কলিযুগ । কলিযুগের বিনাশ হবে । সত্যযুগে রাজধানী ভারতবাসীদেরই হয়ে থাকে । যাকে স্বর্ণযুগের (golden age) পৃথিবী বলা হয় । স্বর্ণযুগের পৃথিবীতে স্বর্ণযুগের ভারত । লৌহযুগের পৃথিবীতে লৌহযুগের ভারত । এটাও তোমরা জানো । তাই জন্য স্বর্ণযুগে আর অন্য কোনো খন্ড বা ধর্ম হয় না । এখন তো লৌহযুগ, তাই এখানে সব ধর্ম আছে । ভারতের ধর্ম আছে নিশ্চয়ই । কিন্তু সেটা দেবী দেবতার ধর্ম নয়।কিন্তু আবার সেই ধর্ম হবে নিশ্চয়ই । তাই তো বাবা বলেন, "আমি এসে স্থাপনা করি" । প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে । শাস্ত্রের কথা যখন কেউ বলে তাকে বলা দরকার যে, এতো ভক্তি মার্গের শাস্ত্র । জ্ঞান মার্গের শাস্ত্র হয় না ।জ্ঞানের সাগর তো পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় । যখন উনি এসে জ্ঞান দেন তখন সদগতি হয়ে যায় । এই গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র ভক্তি মার্গের জন্য হয়। আমি এসে তোমাদের, বাচ্চাদের জ্ঞান আর যোগ শিক্ষা দিয়ে থাকি । তারপর উনি শাস্ত্র তৈরি করেন, যা কিনা ভক্তি মার্গে কাজে আসে । এখন তো তোমাদের আরোহী(চড়তী) কলা অবস্থা । তোমাদের বাবা এসে জ্ঞান দান করেন । বাবা স্বয়ং বলেন আমি তোমাদের সদগতির জন্য যে জ্ঞান দিই তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় । এখন বাবা বলছেন যে, তোমরা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি শুনো না । এই রুহানি বাবা তো সবার একই হন । সদগতির বর্সা (অধিকার) তো ওনার থেকেই পাওয়া যায় ।এটা তো দুর্গতি ধাম, সদগতি ধাম তো সত্যযুগকে বলা হয় । যখন কেউ শাস্ত্রের কথা, বেদ অথবা গীতা শাস্ত্রের কথা বলে, তাদের বলো যে আমরা সব জানি । কিন্তু এইগুলো সব ভক্তি মার্গের । আমরা ওইসবের নাম কেন নেবো! এখন তো জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন । বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে, বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা

সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে! ভক্তি মার্গে তো অনেক রকমের বিকর্ম হতে থাকে। আমাদের তো বাবা বলেছেন "মনমনাভব"। উনিই জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হয় না। এখন তো আমরা কেবল বাবাকেই অনুসরণ করবো। ওঁনাকে বলা হয় শিব পরমাত্মায় নমঃ, বাদবাকি সবাইকে বলা হবে দেবতায় নমঃ..... এই সময় তো সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সতোপ্রধান হবার রাস্তা একমাত্র বাবা এসে দেখান। এখন তো কেবলমাত্র এই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মকে স্মরণ করতে হবে না, সেতো তো ঘর। ঘরকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। কিন্তু ঘরের মধ্যে যে পরমপিতা পরমাত্মা আছেন তাঁকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। আর আত্মা সতোপ্রধান হয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে, তারপর আবার ফিরে আসবে নিজের পার্ট করতে। চক্রের রহস্য বুঝতে হবে। প্রথমে তো এটা বুঝতে হবে যে এদেরকে জ্ঞান শোনান নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে তোমরা তো ব্রহ্মার থেকে জ্ঞান শোনো, ওদের বলো যে, না, আমাদের এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা বোঝান। আমরা এঁনাকে (ব্রহ্মা) পরমাত্মা মানি না। সবার বাবা হলেন শিব, বর্সা (অধিকার) ওনার (শিব) থেকে প্রাপ্ত করি, ইনি (ব্রহ্মা) হলেন মাধ্যম (ঋ) ব্রহ্মার থেকে কিছু প্রাপ্ত হয় না। ওনার মহিমা কি? মহিমা সমস্ত শিবের উনি যদি এনার (ব্রহ্মা) মধ্যে না আসতেন তাহলে তোমরা কেমন করে আসতে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের দত্তক (adopt) করেছেন, তাই জন্য তো তোমাদের বি. কে বলা হয়। তা জন্য ব্রাহ্মণ কুল দরকার, তাই না। কোনো মানুষ অথবা শাস্ত্র ইত্যাদি মুক্তি জীবন মুক্তির পথ দেখাতে পারে না। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা সদগতি দাতাই পথ দেখাতে পারেন। এই ব্যাপারে অনেক কথা বলার প্রয়োজন নেই। তৎক্ষণাৎ বলে দেওয়া দরকার যে আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে ভক্তি করেছি। এখন বাবা আমাদের বলছেন যে, এই অন্তিম জন্মে গৃহস্থ সংসারে থেকে পদ্ম (কমল) ফুলের মতো পবিত্র থাকো আর আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের এই অন্তিম জন্মের অথবা অতীত জন্মের সমস্ত পাপ ভুল হয়ে যাবে। আর তোমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে। পবিত্র না হলে পরে কেউ যেতে পারবে না। প্রথমত এই কথা আগে বোঝানো হলে নিরাকার শিববাবা বলেন যে, হে! আত্মারা, আমি ব্রহ্মা দেহে প্রবেশ করে জ্ঞান দান করি। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করি। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা দান করি। জ্ঞান যজ্ঞকে সামলাতে ব্রাহ্মণও তো দরকার, তাই না। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমরা জানো যে মৃত্যুলোক এখন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে। কলিযুগকে মৃত্যুলোক আর সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয়। ভক্তির রাত্রি এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে। ব্রহ্মার দিন শুরু হবে। ব্রহ্মা যে বিষ্ণু এইটা কেউ বুঝতে পারে না। তখনই বুঝতে পারবে যখন সাতদিন এসে জ্ঞান শুনবে। প্রদর্শনীতে কারো বুদ্ধিতে ঢোকে না। কেবল বলে এই পথ ভালো, বোঝার যোগ্য। প্রধান কথা বোঝাতে হবে যে গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিব। উনি বলেন আমাকে স্মরণ করো। বাকি সমস্ত জন্ম জন্মান্তর ধরে পড়তে পড়তে নামছো। তারপর সিঁড়ির চিত্র বুঝিয়ে ঝাড়ের চিত্র বোঝাতে হবে, তোমরা হলে নিবৃত্তি মার্গের। আমরা হলাম প্রবৃত্তি মার্গের। আমাদের তো বেহদের সন্ন্যাস। যখন ভক্তি পুরো হয়ে যায় তখন পুরো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য হয়ে যায় আর ভক্তির থেকেও বৈরাগ্য হয়ে যায়। ভক্তি হয় রাবণ রাজ্যে। এখন শিববাবা শিবালয় স্থাপন করছেন। শিব জয়ন্তী ভারতেই পালন করা হয়, তাহলে এটা নিশ্চিত যে শিববাবা এসে ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছেন আর নরকের বিনাশ করেছেন। নতুন দুনিয়ায় যারা আসেন তারা রাজযোগ শিখছেন। স্বর্গে পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি সবকিছু আছে। এখানে যে সমস্ত সন্ন্যাসী ইত্যাদি আছেন, ওঁরা অর্ধ পবিত্রতাতে আছেন, ওঁনারা গৃহস্থে জন্ম নিয়ে, বিকারী ঘরে ঘুরে তারপর আবার সন্ন্যাস নেন। এই সব তো বোঝার কথা। শিববাবা পতিত পাবন আমাদের

ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান । ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শিখিয়ে এই বানাচ্ছেন । রাজযোগ দ্বারা রাজত্ব স্থাপনা করা হয় । এই গীতা এপিসোড এখন পুনরাবৃত্ত হচ্ছে । তোমাদের যদি রাজযোগ শিখতে হয়, তাহলে এসে শেখো । এই জ্ঞান হলো প্রবৃত্তি মার্গের । ভগবানুবাচ -- গৃহস্থ সংসারে পবিত্র থেকে আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই পবিত্র হবার জন্য । একটু কথা বলতে হবে । দ্বিধায় (confused) থেকে না । বাবা বোঝাচ্ছেন যে রাত্রি বেলা বসে চিন্তা ভাবনা করো আজ সারাদিনে যা কিছু কর্ম অতীত হয়েছে, যা সার্ভিস হওয়ার ছিল, তাই ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী হয়েছে । পুরুষার্থ তো করতে হবে, তাই না । প্রদর্শনীতে বাচ্চারা কত পরিশ্রম করে । এটা তো জানা যে - মায়ার তুফান খুব কঠোর, অনেক বাচ্চারা বলে যে, বাবা এইসব বন্ধ করুন । আমাদের কোনো বিকল্প তো নেই । বাবা বলেন - এতে ভয় পাচ্ছে কেন? আমি তো মায়েকে বলবো যে আরো জোরে তুফান আনো । বক্সিং এর সময় কেউ কি বলে - আমাকে উল্টো পাল্টা মেরো না যাতে আমি পড়ে যাই । তোমরা তো যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছো বাবাকে ভুলে গেলে মায়া খাপ্পড় মারবে । মায়ার তুফান তো অস্তিম কাল অবধি আসতে থাকবে । যখন কর্মাভীত অবস্থা হবে তখন এর থেকে মুক্ত হবে । ঝড় তুফান তো অনেক আসবে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই । বাবার সাথে সত্যপথে চলো । সত্য চার্ট পাঠানো উচিত । অনেক বাচ্চারা আছে যারা সকালে উঠে স্মরণের জন্য বসে না, শুয়ে থাকে । এইটা তো বুঝতে পারে না যে যদি শ্রীমত অনুসরণ না করা হয় আমরা নিজেরাই নিজের কল্প কল্পান্তরের জন্য সর্বনাশ করে ফেলছি । খুব বড় রকমের আঘাত লাগছে । এমনও অনেক বাচ্চারা আছে যারা কখনো সত্যি কথা বলে না, তাহলে তাদের কি গতি হবে । পতন হবে । মায়া খাপ্পড় খুব জোরে লাগায় । জানতেই পারে না । সারাদিন গালগল্প করে কাটিয়ে দেয় । সত্যি কথা না বলার জন্য তাদের মিথ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । তাই সত্যি কথা বলা উচিত । আজ এই ভুল করেছে, মিথ্যা বলেছে । যদি এই রকম চলতে থাকে তাহলে এই সব (মিথ্যা) বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর কখনো সত্যপথে থাকবে না । স্বীকার করতে হবে যে আমরা এই ডিস সার্ভিস করেছি । উনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন । সত্য না বললে বাবার হৃদয়ে উঠতে পারবে না । সত্য টেনে ধরবে । বাচ্চারা স্বয়ং জানে যে কে কে ভালো সার্ভিস করে থাকে । ভালো ভালো বাচ্চা অনেক কম সংখ্যক আছে । আমি চাই অঙ্গুদের মধ্যে ভালো ভালো বাচ্চাদের পাঠিয়ে দিই, তাহলে সবাই খুশি হয়ে যাবে, বাবা আমাদের কাছে বোম্বের প্রধান, কলকাতার প্রধানদের পাঠিয়েছেন । কেউ যদি আসে জিজ্ঞেস করে তাকে সোজাসুজি বলা দরকার যে পতিত পাবন পরমাত্মা সঙ্গমে এসে এই মহামন্ত্র দেন যে "মামেকম" স্মরণ করো । রাজযোগ তো বাবা তোমাদেরকে শেখাচ্ছেন । তোমাদের কাজ হলো অন্যদের পথ দেখানো । বাচ্চারা বলে - কলকাতা চলো । এখন বাবা তো বাচ্চাদের ছাড়া আর কারোর সাথে কথা বলতে পারেন না । তারপর তো আবার বলবে যে ইনি তো কারোর সাথে মেশেন না । আমরা কেমন করে বুঝবো যে ইনি কে? কেননা ওনারাতো ভক্তির কথা বলেন । আত্মাদের পিতা কে, এটা তো কেউ বলতে পারে না । শিববাবা তো ভারতেই আসেন । এই সমস্ত কথা বোঝাতে অনেক সময় লেগে যাবে । বাবা তো কারোর সাথে নিজে দেখা করেন না । বাচ্চাদের তো মাথা ঠুকতে হবে দেখার জন্য । এখানে তো কত পরিশ্রম করতে হয় বাচ্চাদেরকে - - - শোধরাবার জন্য । বাবাকে তো কেউ সত্য সমাচার দেয় না । বাবা আমরা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি, অমুক প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি নি । আমরা ভুল করেছি । সারাদিন কি কি করা হয়, লিখে রাখা উচিত । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে চিঠি লিখো না । বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা এমন মত দেবেন যাতে যে কারুর কল্যাণ হয়ে যাবে । বাবার কাছে লিখে পাঠালে বাবা সেটা

সংশোধন করে দেবেন । বাবা তো যুক্তি বলে দেন দেহী অভিমানী হয়ে লিখলে পরে সেটা পড়ে উনি গদ - গদ হয়ে যাবেন । শিক্ষা খুব ভালো দেন। তোমাদের কাছে লক্ষ্য ও বিষয় বস্তু আছে, লক্ষ্মী নারায়ণ হবার । এই তোমাদের বাবা, শিক্ষক, গুরু, ভাই ইত্যাদি সব কিছু তিনি । প্রত্যেক কথায় নিজের রায় দিয়ে থাকেন তাই জন্য তোমাদের কৈফিয়ত দেবার দায়িত্ব থাকে না কেননা তোমরা শ্রীমতে চলেছো । উনি বোঝান ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদির জন্য কখনো কখনো নিরুপায় হয়ে যে কারোর হাতে খেতে হয় । না হলে ব্যবসা ইত্যাদি হাত থেকে বেরিয়ে যায় । চা না পান করলে মিনিষ্টার রুষ্ট হবে । তখন যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে যে আমি এই সময় চা পান করি না । আমার অসুবিধা হবে । কোথাও যদি বিয়ের নিমন্ত্রণ থাকে, না গেলে রুষ্ট হয়ে যায়। তখন বাবা বলেন এই এই করো, সব রকমের যুক্তি বলে দেন । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সর্বদা সত্য পথ অবলম্বন করে থাকবে । ওনার হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ করার জন্য শ্রীমত সম্পূর্ণ অনুসরণ করবে ।

২) যুদ্ধক্ষেত্রে মায়ার বিকল্প থেকে, বাধা - বিঘ্ন থেকে ভয় পাবে না । নিজের চার্টে যেন সত্য কথা থাকে । কোনো গাল গল্প যেন না হয় ।

বরদান :- ডবল লাইট হয়ে কর্মাভীত অবস্থার অনুভবকারী কর্ম যোগী ভবঃ

কর্ম করা যেমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে তেমনই কর্মাভীত হওয়াও স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এর জন্য ডবল লাইট থাকো । ডবল লাইট থাকতে গেলে কর্ম করা কালীন নিজেকে কে ট্রাস্টি ভাবো আর আত্মিক স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো, এই দুটো কথায় মন সংযোগ করলে সেকেন্ডে কর্মাভীত, সেকেন্ডে কর্মযোগী হয়ে যাবে । নিমিত্ত মাত্র হয়ে কর্ম করার জন্য কর্মযোগী হও তারপর কর্মাভীত অবস্থার অনুভব করো ।

স্লোগান :- যার হৃদয় বিরাট তার জন্য অসম্ভব কার্যও সম্ভব হয়ে যায় ।

' সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনে পবিত্রতার গুরুত্ব '

বাপদাদা আজ বিশেষ বাচ্চাদের পবিত্রতার রেখা দেখছেন। সঙ্গমযুগেই বিশেষ বরদাতা বাবার থেকে দুটি বর সব বাচ্চারাই প্রাপ্ত করে। এক হল সহজযোগী ভব। দ্বিতীয় হল পবিত্র ভব। এই দুটি বরদানকে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা পুরুষার্থ প্রমাণ জীবনে ধারণ করেছে। এমন ধারণা স্বরূপ আত্মাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার কপালে এবং নয়নে পবিত্রতা দেখা যাচ্ছে। পবিত্রতা হল সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের মহানতা। পবিত্রতা হল ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার। যেমন স্থূল শরীরে বিশেষ শ্বাস প্রশ্বাস আবশ্যিক। শ্বাস নেই তো জীবন নেই। এমন ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হল পবিত্রতা। ২১ জন্মের প্রালঙ্কের আধার বা ফাউন্ডেশন হল পবিত্রতা। আত্মা অর্থাৎ বাচ্চারা এবং পিতার মিলনের আধার হল পবিত্র বুদ্ধি। সর্ব সঙ্গমযুগী প্রাপ্তির আধার হল পবিত্রতা। পবিত্রতা হল পূজ্য পদ প্রাপ্তির আধার। এমন মহান বরদানটি সহজে প্রাপ্ত করেছে? বরদানের রূপে অনুভব করো নাকি পরিশ্রম করে প্রাপ্ত হয়? বরদানে পরিশ্রম নেই। কিন্তু বরদানকে সদা জীবনে প্রাপ্ত করতে শুধুমাত্র একটি কথায় অ্যাটেনশান প্রয়োজন যে বরদাতা এবং বরদানী দুইয়েরই সম্বন্ধ কাছের এবং স্নেহের আধারে নিরন্তর থাকা উচিত। বরদাতা এবং বরদানী আত্মারা সর্বদা কস্মাইন্ড রূপে থাকলে পবিত্রতার ছত্রছায়া স্বতঃই থাকবে। যেখানে স্বয়ং সর্বশক্তিমান বাবা রয়েছেন সেখানে অপবিত্রতার কথা স্বপ্নেও আসতে পারেনা। সর্বদা বাবা এবং তোমরা আত্মারা যুগল রূপে থাকো। সিঙ্গল নয়, যুগল। সিঙ্গল হলেই পবিত্রতার সৌভাগ্য হারাবে। নাহলে পবিত্রতার সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠ ভাগ্য সর্বদা তোমাদের সাথে আছে। তো বাবাকে সঙ্গে রাখা অর্থাৎ নিজের সৌভাগ্য নিজের ভাগ্যকে সঙ্গে রাখা। তো সবাই বাবাকে সঙ্গে রাখার অভ্যাসী হয়েছ তো?

বিশেষ ডবল বিদেশী বাচ্চাদের একাকী জীবন পছন্দ নয় তাইনা? সদা কম্প্যানিয়ান চাই তাই না? তো এমন কম্প্যানিয়ান আর কম্পানী সম্পূর্ণ কল্পে আর পাবে না, তো বাবাকে কম্প্যানিয়ান করেছে মানেই পবিত্রতাকে সদাকালের জন্যে স্বীকার করেছে। এমন যুগলমূর্তির জন্যে পবিত্রতা হল অতি সহজ। পবিত্রতাই ন্যাচারাল জীবন রূপে পরিণত হবে। পবিত্র থাকব, পবিত্র হব, এইসব প্রশ্নই নেই। ব্রাহ্মণের জীবনই হল পবিত্রতা। ব্রাহ্মণ জীবনের জীবনযাত্রা হল পবিত্রতার। আদি-অনাদি স্বরূপ হল পবিত্রতার। যখন স্মরণ রয়েছে যে আমি হলাম আদি-অনাদি পবিত্র আত্মা। স্মরণে আসা মানে পবিত্রতার সমর্থ স্বরূপ প্রাপ্ত করা। তো স্মৃতি স্বরূপ, সমর্থ স্বরূপ আত্মারা যারা নিজস্ব পবিত্র সংস্কার যুক্ত - তাদের নিজস্ব সংস্কার হল পবিত্র। সঙ্গদোষের সংস্কার হল অপবিত্রতার সংস্কার। তো নিজস্ব সংস্কার গুলিকে ইমার্জ করা সহজ নাকি সঙ্গদোষের সংস্কার ইমার্জ করা সহজ? ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থ হল সহজযোগী এবং সদাকালের জন্যে পবিত্র। পবিত্রতা হল বিশেষ ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব। পবিত্র সংকল্প হল ব্রাহ্মণদের বুদ্ধির ভোজন। পবিত্র দৃষ্টি হল ব্রাহ্মণদের চোখের দৃষ্টিশক্তি। পবিত্র কর্ম ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ আজীবিকা বা উপার্জনের পথ। পবিত্র সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক হল ব্রাহ্মণ জীবনের মর্যাদা।

তাহলে ভাবো যে ব্রাহ্মণ জীবনের মহানতার অর্থ কি? পবিত্রতা হল তাইনা ! এমন মহান বস্তুটিকে স্বীকার করতে পরিশ্রম কোরোনা , জিদ বা হঠ করে স্বীকার কোরো না । পরিশ্রম এবং হঠ বা জিদের বশে স্বীকৃত কোনো কিছুই নিরন্তর থাকেনা । কিন্তু এই পবিত্রতা হল তোমাদের জীবনের বরদান , তাতে পরিশ্রম ও জিদের প্রশ্ন কেন? একান্ত নিজস্ব বস্তু । নিজস্ব জিনিস স্বীকার করতে পরিশ্রম কেন ? অন্যের বস্তু আপন করে নিতে পরিশ্রম হয়। অপবিত্রতা হল অন্যের বস্তু , পবিত্রতা নয়। রাবণ হল পর , আপন নয়। বাবা হলেন আপনজন , রাবণ হল পর । তো বাবার বরদান হল পবিত্রতা , রাবণের অভিশাপ হল অপবিত্রতা। তাহলে রাবণ পরের বস্তুটিকে কেন স্বীকার করো? পরের জিনিস পছন্দ হয়? নিজের জিনিসে নেশা থাকে। তো সর্বদা স্ব-স্বরূপ হল পবিত্র , স্ব-ধর্ম হল পবিত্রতা অর্থাৎ আত্মার প্রথম ধারণা হল পবিত্রতা । স্বদেশ পবিত্র , স্বরাজ্য পবিত্র এবং স্ব-স্মৃতি চিহ্ন হল পরম পবিত্র পূজ্য । কর্মেন্দ্রিয়ের অনাদি স্বভাব হল সুকর্ম , শুধুমাত্র এই কথা স্মৃতিতে রাখো তাহলেই পরিশ্রম এবং হঠযোগ থেকে মুক্ত হবে। বাপদাদা বাচ্চাদের পরিশ্রম দেখতে পারেননা , তাই তোমরা সবাই হলে পবিত্র আত্মা । স্বমানের সীটে স্থিত হয়ে যাও। স্বমান কি ? " আমি হলাম পরম পবিত্র আত্মা " । সর্বদা নিজের এই স্বমানের আসনে বিরাজিত হয়ে প্রতিটি কর্ম করো। তাহলেই সহজ বরদানী হয়ে যাবে। এই হল সহজ আসন। তো সর্বদা পবিত্রতার সম্মানে উজ্জ্বল চমকপ্রদ থাকো। স্বমানের সামনে দেহঅভিমান আসতে পারবেনা । বুঝলে ।

ডবল বিদেশীরা এই বিষয়ে ক্লিয়ার পাস তো ? হঠযোগী তো নও তোমরা ? পরিশ্রমী যোগী নও তো ? প্রেমপূর্ণ থাকলে পরিশ্রম শেষ। লাভলীন আত্মা হও , সর্বদা একমাত্র বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় , এই হল ন্যাচারাল পিউরিটি বা প্রকৃত পবিত্রতা । তো এই গানটি গাইতে পারো ? এই গান গাওয়া মানেই সহজ পবিত্র আত্মা হওয়া । আচ্ছা ।

এমন সর্বদা স্ব-আসনে বিরাজিত আত্মাগণ , সর্বদা ব্রাহ্মণ জীবনের মহানতা এবং বিশেষত্ব গুলি জীবনে ধারণ করে আদি অনাদি পবিত্র আত্মাগণ , স্ব-স্বরূপ , স্ব-ধর্ম , সুকর্ম স্থিতিতে স্থির থাকে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বা পরম পবিত্র পূজ্য আত্মাদের , পবিত্রতার বরদান প্রাপ্তকারী মহান আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

ফ্রান্স, *ব্রাজিল*, *এবং* *অন্য* *স্থান* *থেকে* *উপস্থিত* *বিদেশী* *বাচ্চাদের* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সঙ্গে* *সাক্ষাৎকার*

১. সবাই নিজেদের সর্বদা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভেবে প্রত্যেকটি কাজ করো কি ? সর্বদা সেবার ক্ষেত্রে নিজেকে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভেবে সেবা করবে তো সেবায় সফলতা রয়েছেই কারণ বর্তমান সময়ের সেবায় সফলতার বিশেষ সাধন হল বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরী করা। আজকালকার আত্মাদের নিজের পরিশ্রমে এগোনো মুষ্কিল তাই নিজের ভাইব্রেশন দ্বারা বায়ুমন্ডল এমন পাওয়ারফুল করো যাতে আত্মারা স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। তো সেবায় বৃদ্ধির ফাউন্ডেশনই হল এইটি। বাকি সাথে সাথে যা সেবার সাধন আছে সেসব দিয়ে চারিদিকে সেবা করা উচিত । শুধুমাত্র একটি স্থানে বেশী পরিশ্রম আর সময় না লাগিয়ে চারিদিকে সেবার সাধন দ্বারা সেবা বিস্তার করো তাহলেই চারিদিকের চৈতন্য ফুলের পুষ্পগুচ্ছ তৈরী হবে।

২. বাপদাদা ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। প্রত্যেকে হল রুহে-গোলাপ। রুহে-গোলাপ গ্রুপ অর্থাৎ রুহানী বাবার স্মরণে লাভলীন থাকে যে গ্রুপ । সবার চেহারায় খুশীর ঝলক দেখা যাচ্ছে ।

বাপদাদা এক একটি রত্নের ভ্যালু জানে। এক একটি রত্ন হল বিশ্বে অমূল্য রত্ন তাই বাপদাদা সেই বিশেষত্বের আধারে প্রত্যেকটি রত্নের ভ্যালু দেখেন। এক একটি রত্ন অনেকের সেবায় নিমিত্ত হবে। সর্বদা নিজেকে বিজয়ী রত্ন অনুভব করো। সর্বদা নিজের মস্তকে বিজয়ের তিলক লাগাও কারণ যখন বাবার আপন হয়েছ তখন বিজয় তো হল জন্ম সিদ্ধ অধিকার সেইজন্য স্মারিকা রূপী বিজয় মালা গায়নও আছে পূজনীয়ও আছে। সবাই বিজয়মালার পুঁতি হয়েছ তো তাই না ? এখনও ফাইনাল হয়নি সেইজন্য সুযোগ আছে যার যে সীট দরকার নিতে পারে।

৩. সর্বদা নিজেকে প্রতিটি গুণ , শক্তির অনুভবী মূর্ত অনুভব করো কি ? কারণ সঙ্গমযুগেই সর্ব অনুভবী মূর্ত হতে পারো। যা সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব সেসব নিশ্চয়ই অনুভব করা উচিত। তো সবাই নিজেকে এমন অনুভবী মূর্ত ভাবো কি ? শক্তি এবং গুণ এই দুই হল বড় মাপের খাজানা । তাহলে কতগুলি খাজানার মালিক হয়েছ ? বাপদাদা তো সর্ব খাজানা বাচ্চাদের দিতেই এসেছেন। যত চাও তত নিতে পারো তাইনা ? সাগর হলেন কিনা। তো সাগর অর্থাৎ অসীম , কোনো শেষ নেই । তো মাস্টার সাগর হয়েছ ?

সবচেয়ে বেশী ভাগ্য হল বিদেশীদের । যে বাড়িতে বসে বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। এতোটা ভাগ্যবান নিজেকে ভাবো কি ? অনেক স্নেহী আত্মা , লগনে মগ্ন আত্মা । স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ বাবা এবং বাচ্চাদের মেলার এই আয়োজন । প্রত্যেকে নিজেকে সূর্য্যবংশী আত্মা ভাবো কি ? প্রথম নম্বরের রাজ্যে আসবে নাকি দ্বিতীয় নম্বরের রাজ্যে আসবে ? প্রথম নম্বরের রাজ্যে আসার একটাই পুরুষার্থ রয়েছে সেটি হল কি ? সর্বদা একের স্মরণে থেকে একরস অবস্থায় স্থির হও তাহলেই ওয়ান-ওয়ান এবং ওয়ানে চলে আসবে। আচ্ছা ।

জাপান *গ্রুপ* :-

সবাই বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজিত হয়েছ কি ? নিজেকে এতটাই শ্রেষ্ঠ আত্মা ভাবো কি ? ভ্যারাইটি ফুলের তোড়াটি খুবই সুন্দর । তুমি সেই পুষ্পগুচ্ছের কোন্ স্থানে রয়েছ ? ছোট মানেই সুভান আল্লাহ অর্থাৎ উত্তম হয় । বাচ্চাদের কত সময় ধরে স্মরণ করছেন? বাপদাদা জাপানি বাচ্চাদের কত সময় ধরে , অনেক বছর আগে থেকে তোমাদের স্মরণ করছেন আর এখন প্র্যাক্টিকালে বাবার বরদান ভূমিতে এসে পৌঁছেছো । তো এমন ভাগ্যবান নিজেকে ভাবো কি ? জাপানের বিশেষ প্রমাণ চিহ্ন কি দেখানো হয় ? এক হল ক্ল্যাগ দ্বিতীয় ফ্যান (হাতপাখা) তো বাপদাদাও বাচ্চাদের সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেন যে উড়তে থাকো, তাই পাখা দেখানো হয়। সর্বপ্রথম বিদেশের সেবার ফাউন্ডেশান হল জাপান । তো গুরুত্বপূর্ণ হল তাইনা ? বাপদাদার আহবানে তোমরা এখানে এসে পৌঁছেছো । বাপদাদা ডেকেছেন তাই এসেছ। সবাই হলে শোকেসের শোপিস। সবাই ব্রাহ্মণ পরিবার তোমাদের গোল্ডেন ডল্ রুপে দেখে খুশী হয়েছে। এমন অনুভব করেছ কি যে তোমরা হলে পরিবারেও হারানিধি এবং বাপদাদারও হারানিধি । এবারে জাপান থেকে এমন কোনো বিশেষ আত্মা নিয়ে এসো যাতে একজনের আসাতেই অনেককে সংবাদ পৌঁছানো হয়ে যায়।

সেখানে ভ্যারাইটি প্রকারের সার্ভিস হতে পারে। একটু পরিশ্রম করলেই বেশী ফল প্রাপ্তি হবে। এর জন্যে এক তো স্থানের বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল করো। এমন অনুভব হবে যেন এক চৈতন্য মন্দিরে এসে পৌঁছেছি। এমন বায়ুমন্ডল রুহানী সুগন্ধে ভরপুর হোক যাতে দূর দূর থেকে আত্মারা আকৃষ্ট হয়। বায়ুমন্ডল অনেক আত্মাদের কাছে আনতে পারে। ধরিত্রী উর্বর আর ফলপ্রসূ, শুধুমাত্র অল্প মাত্রায় পরিশ্রম এবং বায়ুমন্ডল প্রয়োজন। সেবার সংকল্প করবে আর সফলতা তোমার সামনে থাকবে। বায়ুমন্ডল যখন রুহানী হবে তখন সবকিছু স্বতঃই ঠিক হয়ে যাবে। সবাই একমত এবং একরস হয়ে যাবে তখন মায়াও আর আসবেনা কারণ বায়ুমন্ডল শক্তিশালী হবে। বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী করতে স্মরণের প্রোগ্রাম রাখো আর নিজেদের মধ্যে উল্লতির জন্যে রুহ-রিহানের ক্লাস করো। স্নেহ মিলন করো। ধারণার ক্লাস করো তাহলেই সফলতা প্রাপ্ত হবে।

***জার্মান* *গ্রুপ* -**

সবার কপালে কোন্ নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে? নিজের কপালে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখেছ কি? বাপদাদা সবার কপালে উজ্জ্বল মণি দেখছেন। নিজেকে সর্বদা পদ্মগুণ ভাগ্যশালী আত্মা ভাবো কি? প্রতিফলন কত উপার্জন করছ? হিসেব করতে পারো কি? সম্পূর্ণ কল্পে এমন কোনো বিজনেসম্যান আছে কি যারা এমন উপার্জন করতে পারে! সর্বদা এই খুশীর স্মৃতি থাকে কি যে আমরাই কল্প কল্পের এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছি? তো সর্বদা এই কথাই মনে রাখো যে আমরা হলাম এতই বড় বিজনেসম্যান আর এতখানি উপার্জনের কাজে বিজি থাকো। সর্বদা বিজি থাকলে কোনও প্রকারের মায়া আক্রমণ করবেনা কেননা বিজি দেখলে ফিরে যাবে, আঘাত করবেনা। সহজ রূপে মায়াজিত হওয়ার এইতো হল সহজ উপায় সর্বদা উপার্জন করো আর করাও। যেমন যেমন মায়ার অনেক প্রকারের নলেজফুল হতে থাকবে তো মায়া পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয় কথা হল এক সেকেন্ডও একা থাকবেনা, সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকলে বাবার সঙ্গে দেখে মায়া আসতে পারবেনা কারণ মায়া প্রথমে বাবার থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তারপর আঘাত করতে আসে। তাহলে যখন একা থাকবেই না তো মায়া কি করবে? বাবা হলেন অতি প্রিয়, এই অনুভব হয় তো? তাহলে প্রিয় বস্তুটি কেউ কিভাবে ভুলতে পারে! তাই সর্বদা এই কথা স্মৃতিতে রাখো যে সবচেয়ে প্রিয় কে? যেখানে মন যাবে সেখানে তন আর ধন স্বতঃই যাবে। তো মনমনাভবের মন্ত্র মনে আছে তো। মন যেখানে যাবে তো প্রথমে চেক করো যে এরচেয়ে শ্রেষ্ঠ, এরচেয়ে ভাল আর কোনো কিছু আছে কি নাকি যেখানে মন যায় সেটাই হল শ্রেষ্ঠ! ঐ মুহূর্তে চেক করো তাতেই চেষ্টা হয়ে যাবে। প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি সঙ্কল্প করার আগে চেক করো। করার পরে নয়। প্রথমে চেকিং পরে প্র্যাক্টিকাল। আচ্ছা।

বিদায়ের* *সময়* *দিদি-দাদিদের* *সঙ্গে

তোমাদেরও জাগতে হয়। সারাদিন পরিশ্রম করো আর রাতেও জাগতে হয়। বাপদাদা তো বাচ্চাদের সর্বদা আশীর্বাদ করেন। হিম্মাত অর্থাৎ সাহস এবং উৎসাহ এই দুটি দেখে বাবা খুশীতে ভরপুর হয়ে যান। মহিমা করলে তো অনেক হয়ে যাবে। যেমন বাবার মহিমায় বলা হয় সাগরকে দোয়াতের কালি বানাও তবু কম পড়বে তেমনই বাচ্চাদেরও কত মহিমা করবে। বাবা বাচ্চাদের মহিমা দেখে সর্বদা বলিহারী করেন। প্রত্যেকটি বাচ্চা নিজের নিজের স্টেজে হিরো পার্ট প্লে করছে। একমাত্র বাবার সত্যিকারের হিরো পার্টধারী হলে বাচ্চাদের প্রতি বাবার গর্ব অনুভব হয়। সম্পূর্ণ কল্পে এমন বাবাও থাকেননা তাই এমন বাচ্চাও হতে পারেনা। এক একজনের মহিমা মন্ডিত গান

করতে গেলে কত বিশাল গীত-মালা তৈরী হয়ে যাবে। ব্রহ্মা এবং শিববাবা নিজেদের মধ্যে অনেক চিট-চ্যাট অর্থাৎ কথোপকথন করেন। উনি বলেন - বাঃ আমার বাচ্চারা , উনিও বলেন - বাঃ আমার বাচ্চারা ! (কোনো সময় চিট-চ্যাট করেন) যখন প্রয়োজন পড়ে তখন করেন। বিজিও থাকেন এবং ফ্রীও থাকেন। স্বাধীনও থাকেন এবং সাথেও থাকেন। যখন কস্মাইন্ড - ই আছেন তখন পৃথক কিভাবে দেখা দেবেন, পৃথক করতে পারবে কি তোমরা ? তোমরা আলাদা করবে তো ওনারা এক হয়ে যাবে। যেমন বাপদাদার নিজেদের মধ্যে কস্মাইন্ড রূপ রয়েছে তেমনই তোমাদেরও তো আছে তাইনা । তোমরাও বাবার থেকে আলাদা হতে পারবে না ।

বরদান : মনন শক্তি দ্বারা প্রতিটি পয়েন্টের অনুভবী হয়ে সর্বদা শক্তিশালী মায়াক্রফ, বিদ্বাক্রফ ভব।

যেমন শরীরের শক্তির জন্যে পাচন শক্তি বা হজম করার শক্তি আবশ্যক ঠিক তেমনই আত্মাকে শক্তিশালী করতে মনন শক্তির প্রয়োজন । মনন শক্তি দ্বারা অনুভব স্বরূপ হওয়াই হল সবচেয়ে বড় শক্তি । এমন অনুভবী কখনও ধোঁকা খায় না ,শোনা কথায় বিচলিত হয়না। অনুভবী সদা সম্পন্ন থাকে। সে সর্বদা শক্তিশালী , মায়াক্রফ , বিদ্বাক্রফ হয়ে যায়।

শ্লোগান : খুশীর খাজানা সর্বদা সঙ্গে থাকলে অন্য সব খাজানা স্বতঃই এসে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সর্বদা সুখী থাকো, যত বাবাকে স্মরণ করবে তত সুখ পাবে , এটাই বাচ্চারা বাবা তোমাদের আশীর্বাদ করেন "

প্রশ্ন - সঙ্গমযুগে তোমরা বাচ্চারা কি এমন শুভ কার্য করো, যেটা সারা কল্পে কখনো হয় না ?

উত্তর -- পবিত্র হওয়া আর পবিত্র তৈরী করা -- সবচেয়ে শুভ কাজ । পবিত্র হলে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারো । বাবা বলেন পবিত্র হওয়ার যুক্তি হল মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্নেহের সাথে স্মরণ করো । দেহী অভিমানী (আত্মা) হয়ে সবাইকে যুক্তি শোনাতে থাকো।

গীত --: কে এই খেলা রচনা করেছে

ওম শান্তি । শিববাবা নিজের বাচ্চাদের, শালিগ্রামদের বসে বোঝাচ্ছেন । সকলেই শিববাবাকে জানে। শিববাবার যে নিজের শরীর হয় না , এটাও সবাই জানে । শিবের প্রতিমা তো একটাই হয় , এতে কোনো তফাত হয় না । ওঁনাকে লিঙ্গ রূপেই দেখানো হয় । যেমন মানুষ হয় , মানুষের মধ্যে যেমন কোনো তফাত হয় না, সবারই দুটো করে চোখ কান আর একটা নাক হয় । আত্মা কোনো লুকিয়ে থাকা জিনিস নয় । যেমন মানুষদের, দেবতাদের পূজা হয় , সেইরকম আত্মা আর পরমাত্মারও পূজা হয় । শিবের মন্দিরে অনেক ছোটো ছোটো শালিগ্রাম রাখা থাকে , যাদের পূজা হয় । মানুষদের মধ্যে দুই প্রকারের পূজা হয় -- এক বিকারীর, দ্বিতীয় নির্বিকারীদের, একে ভূত পূজা বলা হয় কারণ এখানে তো কারোরই শরীর পবিত্র হয় না । পাঁচ তন্ত্র দ্বারা এই শরীর তৈরী হয় । মাটির তৈরী করা ভূত হয় । মূর্তি যখন বানানো হয়, তখনও মাটি আর জল মেশানো হয় , তারপর তাকে শুকোবার জন্য রোদ দরকার পড়ে । রোদ হলো আগুনের অংশ । প্রথমে রোদ দিয়ে আগুন জ্বালানো হতো । তাহলে বাচ্চারা তো জানে যে নিরাকারেরই পূজা হয় । সাকার দেবতাদেরও পূজা হয় আবার মানুষেরও পূজা হয় । দেবতা হলো পবিত্র, এখানে সবাই অপবিত্র । বাকী পূজা তো ভূতের (পাঁচ তন্ত্রেরই) হয় । আত্মা যে কি জিনিস, এটা মানুষরা জানে না । বলা হয় অনুভব করো নিজেকে (realise your self) । আত্মাকে অনুভব করো । আত্মা হলো বিন্দুর মত । অনেকে সাক্ষাৎকারও করেছে । বর্ণনা করে যে একটি ছোট লাইট ওনার কাছ থেকে বেরিয়ে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে । আত্মা, এর থেকে লাভ তো কিছুই হয় না । নারদ আর মীরা ভক্তিতে যে অতি তীব্র ছিল । সাক্ষাৎকার হলেও তো সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে, তাই না! অল্পকালের জন্য শুধু লাভ হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা আত্মা অভিমানী হয়েছো । তোমরা নিজেরাও জানো যে আগে আমরা দেহ অভিমানী ছিলাম । এবার এইসব হলো নতুন কথা । আত্মা পড়াশোনা করছে । বাবা আমাদের পড়ান, এতে একদম নিশ্চয় রাখতে হবে । প্রথমেই যেন নিশ্চয় হয়ে যায় । আত্মা অভিমানী হতে হবে । অর্দ্ধকল্প আত্মা অভিমানী হতে হয় আবার অর্দ্ধকল্প দেহ অভিমানীঅভিমানী হতে হয় । সত্যযুগে আত্মার কোনো শুদ্ধ অভিমান হয় না যে আমরা পরমাত্মাকে জানি । শুদ্ধ আর অশুদ্ধ অভিমান হয় না ! কর্তব্যও শুভ আর অশুভ হয় । বলা হয় শুভ কার্যে দেহী করা উচিত নয় । বাবা বলেন আমি তোমাকে কত ভালো তৈরী করি । তুমি পবিত্র হবে তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । এইরকম শুভ কার্য আর কিছু হয় না । তুমি পবিত্র

ছিলে । এবার প্রতিটি মূহুর্তে বাবা বলছেন যে দেহী অভিমানী তৈরী হও (আত্মা হওয়ার প্র্যাকটিস করো) । নিজেকে আত্মা বুঝে বাবার সাথে পুরো ভালোবাসা রাখতে হবে । আত্মার সম্পর্ক শুধুমাত্র এক বাবার সাথেই হয় । তিনিই বসে পড়ান । প্র্যাক্টিকলে এটা হলো অনুভবের কথা । বেহদের বাবার থেকে আমরা বেহদের স্বর্গের অধিকার (বর্সা) নিয়ে থাকি । বাবাও বলেন হে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা । আত্মাদের বলেন । আত্মারাই কান দিয়ে শোনে । তোমরা বোঝো আজ আমাদের মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বলে কে ডাকছেন? মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা । বাবা তো বাচ্চাদের অনেক ভালোবাসেন, তাই না! অনেক খুশীতে তিনি বাচ্চাদের পালনা করেন । ইনি হলেন বাচ্চাদের বেহদের বাবা । আত্মা বলে আমরা শরীরের ইন্দ্রিয় দিয়ে শোনাই । অজ্ঞান কালে বাবা বাচ্চাদের কতটা ভালোবাসেন । উত্তরাধিকার হয় , তাই তাদের তিনি যোগ্য তৈরী করেন, যার ফলে তারা অনেক সুখী হয় । অধিকার প্রাপ্ত করে । বলা হয় না -- বাচ্চারা বেঁচে থাকো, আর সুখী হও । আশীর্বাদ করতেই থাকবেন । বাচ্চারা সदैব সুখী হও । কিন্তু তারা তো সর্বদা সুখী হয় না । তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের আশীর্বাদ দেন যে সদা সুখী থাকো, আমায় স্মরণ করো । বাবা কত স্নেহের সাথে , প্রেমের সাথে আর নম্রতার সাথে বসে বোঝাচ্ছেন । বাবা তো বাচ্চাদের সার্ভেন্ট, তাই না! কত বাচ্চাদের চাকরী করতে হয় । মা যখন মারা যায়, তখন বাবাকেই তো বাচ্চাদের সবকিছু করতে হয় । বাবা এইভাবে কত বাচ্চাদের স্নেহের সাথে বসে বোঝান । নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । হে আত্মা তোমাকে বাবার থেকে বর্সা অর্থাৎ অধিকার নিতে হবে । দেহের ভান ছেড়ে নিজেকে আত্মা বোঝো -- এই হলো আসল পার্থ । বাচ্চারা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায় । বলে তারা বাবাকে মনে করতে (স্মরণ করতে) ভুলে যায় । স্মরণ অক্ষরটি খুবই সহজ । যোগ বা নেষ্ঠা ইত্যাদি হলো শাস্ত্রের অক্ষর । বাবা কত সহজ ভাবে বলছেন শুধু আমাকে স্মরণ করো । বাবাকে দেখলে অনেক খুশি হওয়া দরকার । আমার মতো বাবা দুনিয়ায় আর কেউই পায় না । তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা পতিত হয়েছিলাম । এবার বাবা এসে পবিত্র তৈরী করছেন, এইজন্য তাঁকে ডাকাও হয় হে পতিতপাবন আসুন, এসে আমাদের (আত্মাদের) পবিত্র বানাও । বাবাকে স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না । এর নামই তো হলো সহজ স্মরণ, সহজ জ্ঞান । বাচ্চারা এসব বুঝেও গেছে । বাবা হলেন সত্য, চৈতন্য । ওঁনার আত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের অথোরিটি । এখানে মানুষের মহিমা হয় , অমুক শাস্ত্রের অথোরিটি । এখানে বাবা বলেন আমিই সব বেদ শাস্ত্রকে জানি আর আমিই হলাম অথোরিটি । ভক্তি মার্গে চিত্রও দেখানো হয় যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছে । সেটা আবার শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে । ব্রহ্মা দ্বারা সব বেদ শাস্ত্রের সার বোঝানো হয় । বাবা সব কথা খুবই ভালো ভাবে বোঝান । এবার ব্রহ্মা তো হন সূক্ষ্ম বতনে । ভগবান হলেন মূল বতনে । এবার সূক্ষ্ম বতনে কাদের জ্ঞান শোনাবে । অবশ্যই এখানে এসে শোনাবে তাইতো । এইসব হলো অনেক বোঝার কথা । ব্রহ্মা দ্বারা সব শাস্ত্রের সার ভগবান কোথায় শোনাবেন? শোনানোর কথা তো এখানে হয় ।

এবার তোমরা প্র্যাক্টিকলে জানো যে ভগবান কেমন করে এসে ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । বাচ্চাদের তো অনেক খুশী হওয়া উচিত । এখানে বসে বাবা তোমাদের খাজানা ভরেন । তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সোনার মতো তৈরী হবে । এই ভারত সোনার পাখী হয়ে যাবে । বাবা যে মূলবতন থেকে এসে ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের শাস্ত্রের সার বোঝান, এটা তোমরা জানো । বাবা সব রহস্য বোঝান । ঐ যোগ, তপ-দান-পুণ্য ইত্যাদি দিয়ে কেউই মুক্তি পায় না । মানুষরা বোঝে এইসব রাস্তা দিয়ে মুক্তি পাওয়া যায় । যদি এমনি হতো তাহলে পতিতপাবন

বাবার আসার দরকার কি ছিল! যদি ফেরত যাওয়ার রাস্তা থাকতো তো সবাই যেতো, না! দুনিয়ায় যত মানুষ তত মত হয়। এবার বাচ্চাদের বাবা বুঝিয়েছেন যে কেউই ফেরত যেতে পারে না। বাবা বলেন আমি এনার দ্বারা সব বেদ শাস্ত্রের সার বোঝাই। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) অনেক গুরু করেছিলেন, লেখাপড়া করে ছিলেন, এবার বাবা বলেন এইসবকে ভুলে যাও। পতিতপাবন তো পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হবে। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, বৃক্ষপতি চৈতন্য। আত্মারা হলো সব চৈতন্য। তুমি জানো আমাদের মূলবতনে গিয়ে আবার পাট প্লে করতে আসতে হবে। অর্দ্ধকল্প সুখের পাট প্লে করতে হবে। পুরো বিষয়টি পড়া করার ওপরে নির্ভরশীল। যত পড়বে তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। এই পড়াটি হলো অনেক উচ্চ মানের। এম অবজেক্টই হলো নর থেকে নারায়ণ, আর মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। যখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম হয় তখন কোনো হিংসা হয় না। সেখানে বিকারের কথাই নেই আর না আছে কোনো লড়াই ঝগড়া।

এখন তোমরা বোঝো যে যখন অনেক ধর্ম হয় তখন ভাষাও অনেক হয়। একরকম ভাষা সবার হতে পারে না। এবার তোমাদের অদ্বৈত ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। অদ্বৈত বা দেবতা একই অক্ষর হয়। এখন তোমরা দেবতা ধর্মের জন্য তৈরী হচ্ছে। গানও আছে না -- বাবা আমরা আপনার থেকে একুশ জন্মের জন্য পুরো বিশ্বের বাদশাহী গ্রহন করি। ওখানে কেউই এরকম বলবে না যে এটা আমার জায়গা, এখান থেকে যাওয়া চলবে না। এখানে তো একে অপরকে ভয় দেখাতে থাকে। বসে বসে লড়াই ঝগড়া ঝামেলা করার ভুত এসেছে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা শ্রীমতে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। আমরা বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছে। আমরা ভারতেই থাকবো। দিল্লির আশেপাশেই নদীর তীরে স্থিত হবে। সেখানে সदैব আবহাওয়া চিরবসন্ত (spring season) থাকে, সবাই সুখী থাকে। প্রকৃতিও হয় সতোপ্রধান। তুমি বুঝতে পারছো আমরা আবার কিভাবে দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি। তাহলে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করার জন্য কতটা খুশী হওয়া দরকার। নিরন্তর স্মরণ করো আর কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না, তবে স্মরণেই পরিশ্রম আছে। মুহূর্তে মুহূর্তে বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাওয়া হয়। দেহ অভিমানে থাকলে উল্টো কাজ করা হয়। প্রথম বিকারই হলো দেহ অভিমান, এই হলো তোমাদের বড় শত্রু। দেহী অভিমানী না থাকার কারণে আবার কাম ইত্যাদি বিকারও দংশন করে। বাচ্চারাও বোঝে লক্ষ্য অনেক উঁচু। পবিত্রও থাকতে হবে। তুমি হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। কোটি কোটি মানুষের কাছে গিয়ে ভুঁ-ভুঁ করতে থাকো। কচ্ছপের উদাহরণও এখানে তোমাদেরকে দেওয়া যায়। বাবা বোঝান যদিও তুমি নিজের কাজকর্ম ইত্যাদি করো, অফিসে বসো, দেখো কোনও গ্রাহক নেই তো স্মরণে বসে যাও। সাথে চিত্র রাখো তো তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে। আমরা বাবার স্মরণে বসে যাই। বাবা তো অনেক প্রকারের যুক্তি দিয়ে থাকেন। ভক্তি মার্গে চিত্রকে স্মরণ করা হয়। এখানে হলো বিচিত্রের স্মরণ। নতুন কথা হলো তাইনা! নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো। নতুন কথা হওয়ার জন্য পরিশ্রম লাগে আর এটাই প্র্যাকটিস করতে হবে। জ্ঞান তো পাওয়া হয়েছে। বিষ্ণু থেকে কিভাবে ব্রহ্মা হয়, এটাও বোঝানো হয়েছে। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের চুরাশী জন্মের পরে তারাই আবার ব্রহ্মা সরস্বতী হন। এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে থাকে না। বিষ্ণুর নাভি থেকে কোনও ব্রহ্মা বেরোয় না। বাবা বলেন আমি তোমাদের বাচ্চাদের স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী করি। তোমরা তো এইসবের অর্থও জানো। তোমাদের অক্ষরই এমন গুপ্ত হয় কেউই নকল (copy)

করতে পারে না । আজকাল তো নকলও করা হয় । সাদা পোশাকধারীও অনেক তৈরী হয় , ঈর্ষাও করে (রীস করা) । তবে এতে কেউই নকল করতে পারে না ।

এখন বাচ্চারা তোমরা বোঝো যে আমরা রোজ বাবার সামনে বসে পড়া শুনি । বাইরেও বাচ্চারা বোঝে হয়তো -- মধুবনে শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা মুরলী চালান । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে । স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হয় কারণ যখন থেকে বিকারী হয়েছো ,তখন থেকেই জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপর রয়েছে । তমোপ্রধান হয়ে গেছো । তমোপ্রধান হতে অর্দ্ধকল্প লেগেছে । সতো রজো তমো হতে হতে আত্মা খাদ পড়ে ময়লা হয়েছে । খাদ এবার অবশ্যই বের করতে হবে । নইলে বাবার স্মরণ ছাড়া আত্মা উড়তে পারবে না । মায়া রাবণ সবার পাখা কেটে দেয় । এইসব হলো বোঝার কথা । মোক্ষ ইত্যাদি তো কেউই প্রাপ্ত করে না । ডাকাও হয় যে আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র তৈরী করো । ব্যস এতে আর কোনো কথা নেই । তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কিভাবে হতে পারো, বাবা এই শিক্ষাই দিয়ে থাকেন । বাচ্চাদের লিখতেও থাকেন । বাচ্চারা তোমরা বাবাকে ভোলায় জন্য তমোপ্রধান হয়েছো । এবার বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হতে হবে । সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের আত্মাতে চুরাশী জন্মের স্তান রয়েছে । চুরাশীর চক্র পুরো করেছো । আত্মায় কত বিশাল পার্ট ভরা হয়েছে । খুবই অদ্ভুত তাইনা! এতো ছোটো আত্মায় কত পার্ট ভরা হয়েছে । আত্মা বলে আমরা চুরাশী জন্ম গ্রহণ করেছি । এখন তোমরা সবকিছুই বোঝো । মানুষেরা তো কিছুই জানে না । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে তোমরা আত্মারা চুরাশী জন্ম ভোগ করো । এক শরীর ছেড়ে (ত্যাগ) দ্বিতীয় গ্রহণ করো । পুনর্জন্ম হতে হতে সীড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছো । এবার আবার সতোপ্রধান হয়ে রাজ্য করতে হবে তো কত খুশী হওয়া দরকার । বাবা আমাদের কল্পে কল্পে বেহদের অধিকার (বর্সা) দেন । তোমরা বাচ্চারা তো ঔনার পরিচয় পেয়েছো । তোমরা জানো আমরা মালার পুতি তৈরী হই, যারা আবার নম্বর অনুসারে রাজত্ব করবে । সেই রাজধানীর যা রীতি -রেওয়াজ হবে সেগুলি আবার রিপীট হবে । সেসব আর ফালতু মনে রাখার দরকার নেই । কি হবে কেমন করে হবে । যেমন রাজ্য করেছো সেরকমই করবে । সেইসবই সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে । চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই । আচ্ছা । --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) শুভ কাজে দেবী করবে না । পবিত্র হয়ে বাবার কাছ থেকে পুরো অধিকার (বর্সা) নিতে হবে । নিজেকে যোগ্য তৈরী করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । বাবার সাথে সম্পূর্ণ ভালোবাসা রাখতে হবে ।

২) কাজকর্ম করতে করতে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । কোনও ব্যর্থ খেয়াল চিন্তা ভাবনা করা চলবে না । সতোপ্রধান হতে হবে । অপার খুশীতে থাকতে হবে ।

বরদান --: হৃদয়ে সদা এক বাবাকে বসিয়ে সত্যিকারের সেবা করতে সমর্থ মায়াজীত, বিজয়ী
ভব !

হনুমানের বিশেষত্ব দেখানো হয় যে সে সদা সেবান্বিত, মহাবীর ছিল, সেই কারণেই নিজে না জ্বলে
লেজ দিয়ে লক্ষা জ্বালিয়েছিল, তাহলে এখানেও যারা সদা সেবান্বিত হয় তারা মায়ার অধিকারকে
শেষ করতে পারে । যারা সেবান্বিত নয় তারা মায়ার রাজ্যকে জ্বালাতে পারে না । হনুমানের
হৃদয়ে সদা এক রাম বাস করতো, তো বাবা ছাড়া আর কেউই হৃদয়ে যেন না থাকে, নিজের
দেহের স্মৃতিও না থাকে, তবেই মায়াজীত, আর বিজয়ী হতে পারবে ।

স্লোগান --: যেমন আত্মা আর শরীর কনসাইন্ড হয় সেই রকম তোমরা বাবার সাথে কনসাইন্ড
থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ক্রোধও হল একরকম বড় কাঁটা , এর দ্বারা অনেকেরই দুঃখ প্রাপ্তি হয় সেইজন্য এই কাঁটা দূর করে সত্যিকারের ফুলে পরিণত হও "

প্রশ্ন -- কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হয় যে বাচ্চারা তাদের বাবা কোন্ বিষয়ে ধৈর্য ধরতে বলেন ?

উত্তর -- বাচ্চারা , এখনও কাঁটা থেকে ফুল হতে মায়া যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে - এই বিঘ্ন একদিন শেষ হয়ে যাবে। তোমরা সবাই স্বর্গে যাবে। এই কলিযুগী কাঁটা শেষ হবে। বাবা তোমাদের সঙ্গমযুগী পাত্র(পাট) রেখেছেন। মায়া ভালাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু এই অবিনাশী জ্ঞানের বীজ কখনোই বিনাশ হতে পারেনা ।

গীত --: না সে আমার থেকে দূরে যাবে

ওম্ শান্তি । শিববাবা ব্রহ্মার দেহ দ্বারা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি গুহ্য রহস্য বা জ্ঞান বুঝিয়ে দিচ্ছেন । এক তো বাচ্চারা গান শুনলো যে বাবা আমরা আপনার উপরে বলি চড়বো , তা সে যত কষ্টই হোক না কেন । কষ্ট কেন হয় ? কারণ মানুষ বিষ রূপী বিকার পায় না । এসব তো বাচ্চারা জানেই যে আমরা না-ই আত্মাকে আর না-ই পরমাত্মাকে জানতাম । না নিজেকে , না পিতাকে জানতাম। যেন পশুসম বুদ্ধি ছিল। লৌকিক সম্বন্ধে নিজেকে জানে। বাবাকেও জানে। এই সময়ের মানুষ নিজেকে এবং পারলৌকিক পিতাকে একেবারেই জানেনা । বলে দেয় পরমাত্মার কোনো নাম রূপ দেশ কাল নেই। তাহলে আত্মারও হওয়া উচিত নয়। আত্মাকেও তারা জানেনা । বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা। এখন তোমরা জেনেছো । তারা বলার তাই বলে দেয় আত্মা এবং জীব । আত্মা হল অবিনাশী , জীব হল বিনাশী । আত্মা , আত্মা কি জিনিস, তার রূপ রঙ কি ? নাম তো জানে যে আত্মা আছে কিন্তু সে কেমন এবং কি করে ? কিভাবে পাট প্লে করে ? কতখানি সময় পাট প্লে করে ? এই আত্মার নলেজ কেউ বর্ণনা করতে পারেনা। এখন তুমি জানো যে আত্মা হল ছোট স্টার । আত্মাতেই সমস্ত ৮৪ জন্মের পাট অবিনাশী রূপে ফিঙ্গ থাকে। শংকরাচার্যের আত্মাও নিজের পাট প্লে করছে। এই কথাও কেউ জানেনা যে আত্মা কিভাবে সতোপ্রধান তারপর সতো রজো তমো স্থিতিতে নেমে আসে। শুধু বলে দেয় ব্রহ্মকুটির মধ্যস্থানে জ্বলজ্বল করে এক আজব তারা। ব্যস্ আর কিছু জানেনা । আত্মাকে না জানলে পরমাত্মাকেও জানা হবে না। এইসময় এই হল কাঁটালো জঙ্গল । সব হল কাঁটা । না-ই রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানে আর না-ই রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। বাচ্চারা তোমরা আত্মা এবং পরমাত্মার বিষয়ে জানো তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । অনেক বাচ্চারা আছে যারা যথার্থ রীতি জানেনা । দেহঅভিমানের বশে সম্পূর্ণ ধারণা হয়না । নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। জিজ্ঞাসা করে - বাবা এমন কেন হয় ? বাবা বলেন বাচ্চারা এই তো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তাতে সবরকমের নিশ্চয়ই চাই। পাথরবুদ্ধি হবে তবেতো কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। যদি নিজে জানবে তবেতো অন্যদেরও বোঝাবে। তোমরা বলবে ভবিষ্যতে বোঝাবে কিন্তু এমনও চাই যাতে কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে তারা। কোথায় রাজা কোথায় প্রজা , কত তফাত । এখানেতো রাজা প্রজা সবার দুঃখ আছে। সত্যযুগে না-ই রাজার দুঃখ থাকে না-ই প্রজার দুঃখ থাকে , কিন্তু পদ মর্যাদাতে তফাত থাকবে। পুরো ধারণা না থাকার

কারণে কাউকে বোঝাতে পারবেনা । আর কোনো কাঁটাও ফুঁটে যাবে। কখনও লোভের , কখনও মোহের ভূতের প্রবেশতা হবেই । এইসবও হবে নিশ্চয়ই ।

তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। প্রজাপিতার পিতা কে ? শিববাবা । বাকি শিবের পিতা কেউ নয়। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর হলেন শিবেরই রচনা । তাহলে সবাই হল আত্মা । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন একজন-ই। ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর অথবা লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি কোনোও মনুষ্য আত্মা কখনও গতি সঙ্গতির বর্সা দিতে পারেনা। মানুষ আত্মাকেও জানেনা , পরমাত্মাকেও জানেনা । এক পরমপিতা পরমাত্মা-ই আত্মার রিয়লাইজেশন করতে পারেন। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি হয়। জ্ঞান তো একমাত্র বাবা-ই দিয়ে থাকেন। কোনো কোনো বাচ্চার যজ্ঞের স্থূল সেবাও করেন। এই সাক্ষ্যেও মার্জ প্রাপ্ত করা যায়। এখন বাচ্চাদের বাবা বসে অমরকথা , তিজরীর ব্রতকথা(তৃতীয় নয়ন প্রাপ্তির) শোনাচ্ছেন । বাস্তবে এইসব ব্রত কথা নয়। এইসব হল রুহানী জ্ঞান । নিজেকে এবং বাবাকে জেনে নেওয়া । তারা তো বলে দেয় যেসকল জলের বুদ্ধ বের হয় আর মিলিয়ে যাবে। আমরা ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে পুনরায় ব্রহ্মে মিলিয়ে যাই। আর কোনোরকম রচনা বা রচয়িতার জ্ঞানই নেই। জ্ঞান তো বাবা-ই এসে বুঝিয়ে দেন। ওনার নামই হল শিব। তারপর ওনাকেই কেউ রুদ্র বলে , পাপ কটেশ্বরও বলে। অনেক নাম রেখে পূজোর সামগ্রী বাড়িয়ে নিয়েছে। পরমাত্মার কর্তব্য অনুযায়ী ওনার অনেক নামকরণ করা হয়েছে আর অনেক মন্দিরের নির্মাণ করেছে। এখন বাবা বলেন এই হল কাঁটালো দুনিয়া , বিষয় সাগর । এই কথাও সবার থেকে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। বাবাতো এসে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন। তো সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই স্বর্গে পরিণত হয়। এই কথাও কারো বুদ্ধিতে নেই। শাস্ত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তিমার্গের । বাকি প্রত্যেকের বুদ্ধিতে নিজের নিজের কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে । কাঠের কাজ যে করে সে তার কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। ডাক্তার নিজের ডাক্তারী সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। এইটি হল রুহানী জ্ঞান । যে জ্ঞান একমাত্র পরমাত্মাই দিয়ে থাকেন। মানুষের এই জ্ঞান নেই যে পরমাত্মার পরিচয় কি? গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়া আছে । মুখ্য কথা হলই এইটি । মা বাবার পরিচয় খন্ডিত করায় সব শাস্ত্র গুলি মিথ্যা হয়েছে। নকল পাথরের খনি হয় কিনা। এইসবও যেন নকল পাথর স্বরূপ । পারসবুদ্ধি আত্মারা থাকে পারসপূরী সত্যযুগে । এইখানে তো এখন আছে নরক। ডেকেও থাকে সকলে হে পতিত-পাবন এসো তাহলে নিশ্চয়ই পতিত হয়েছে। নরক ও স্বর্গ তো ভারতেই রয়েছে । কেউ মারা গেলে বলা হয় স্বর্গে গেছে। এইকথা বুদ্ধিতে নেই যে স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়। পরমাত্মা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন , নরকের নয়। রাবণরাজ্য কবে আরম্ভ হয় , কারোর জানা নেই। ভালাই শাস্ত্র পড়ে অনেক , ব্রহ্মচর্যের পালনও করে কিন্তু জন্মতো বিকারের দ্বারাই হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা কত সাধনা করে থাকেন। বাবার কাছে মুক্তি চেয়ে থাকে কারণ এই ছিঃছিঃ দুনিয়ায় আর থাকার ইচ্ছে নেই। এবার বাবা বলেন প্রথমে আত্মাকে জানো যে কিভাবে জন্ম-মরণে আসে। কিভাবে সত্যিকারের সোনাতে খাদ পড়ে , কিভাবে ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে। সবচেয়ে বেশী পার্ট তোমাদের রয়েছে যারা দেবীদেবতা ছিল তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। লক্ষ্মীনারায়ণ রাজত্ব করেছিলেন আর এখন কোথায় আছেন ? তাঁদের আত্মা জন্ম নিয়েছে নিশ্চয়ই তাইনা । এখন তাঁরা কোথায় ? কেউ জানেনা । ক্রিস্চানরা জানে ক্রাইস্টের এখন বেগার স্বরূপে পার্ট চলছে। তোমরা তো ভালরকম জানো লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন , ওনাদেরই পুনর্জন্ম নিয়ে ৮৪ জন্ম পূর্ণ করতে হবে। সব আত্মারা ৮৪ জন্ম নেবেনা। এই জ্ঞানও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। যোগ করা ছাড়া কাঁটা রূপ থেকে ফুল স্বরূপে পরিণত হওয়ার অন্য উপায় নেই। যোগের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হবে এবং সতোপ্রধান ফুল স্বরূপে

পরিণত হবে। যতক্ষণ এখানে অবস্থিত থাকবে ততক্ষণ কিছু না কিছু কাঁটালো অংশ থাকবেই । ফুলে পরিণত হলে তোমরা এখানে আর থাকতে পারবেনা । ফুলের বাগান সত্যযুগকে বলা হয়। এখন তুমি কাঁটার জঙ্গল অর্থাৎ রাবণরাজ্যে রয়েছ। সবাই হল কাঁটা রূপী । যে অনেক কাঁটা রূপী আত্মাদের ফুল স্বরূপে পরিণত করে তাদেরকেই সত্যিকারের সুগন্ধিত ফুল বলা হবে। একরকমের ফুল হয় কিং অফ ক্লাওয়ার অর্থাৎ ফুলের রাজা, শ্বেতবর্ণ হয়। টেবিলে রাখা থাকে , তবু প্রস্ফুটিত থাকে। সুগন্ধ বেড়েই যায়। এমন কোনো ফুল হয়না। এবার কিং ক্লাওয়ার থাকলে কুইন ক্লাওয়ারও থাকবে। (রাতের রানী) গোলাপ , মল্লিকা হল ইত্যাদি ভাল ভাল ফুল। ক্লাওয়ার শো দেখান হয়। সেখানে সব ভাল ভাল ফুল আনে। যে ভাল ফুল আনে সে পুরস্কৃত হয়। তোমরাও তো ফুলের বাগিচা তৈরী করছ কিনা। শিবের মাথায় ফুল দেয় ধুতরা ইত্যাদি । বাবা বলেন আমি এখানে তোমাদের ফুল স্বরূপে পরিণত করার পার্ট প্লে করি। আমি জানি কে গোলাপ , কে মল্লিকা , কে রতনজোত । কে আবার ধুতরা । সবচেয়ে ছিঃছিঃ হল ধুতরা ফুল। তাদের চলন হবে কাঁটা সম। কেউ আবার খুব তীক্ষ্ণ কাঁটা রূপী আছে। ক্রোধ হল একটি কাঁটা । অনেককে দুঃখ দেয়। এখন তোমরা কাঁটার দুনিয়া থেকে দূরে রয়েছ । সঙ্গমে রয়েছ। কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। যেমন মালী কাঁটা বের করে ফুল গুলি আলাদা পাত্রে রাখে । তোমাদেরকেও বাবা আলাদা করে দিয়েছেন। তোমরা এখন সঙ্গমে রয়েছ। তোমাদের নবনির্মাণ চলতেই থাকে । উপরন্তু মায়া কাঁটায় পরিণত করতেই থাকে। তবুও একবার বাবার আপন হয়ে গেলে মায়ার বিঘ্নও একদিন শেষ হবে। তখন পাত্রে রাখা আলাদা ফুল গুলি স্বর্গে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। কলিযুগী কাঁটা ভস্মীভূত হবে । তোমরা ফুল স্বরূপে সংখ্যায় কত কম । তোমাদের সঙ্গমযুগী পাত্রে রাখা হয়েছে। বীজ বপন হয়েছে। মায়ার ঝড়-ঝঞ্ঝায় নিস্তুজ হয়ে যায়। তবুও অবিনাশী জ্ঞানের বীজ একবার বপন হয় যা কখনোই বিনাশ হয়না।

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন , বাচ্চারা তোমাদের অনেক নির্ভর্য হয়ে থাকতে হবে। বাবা বলেন এই কথা লেখো যে প্রত্যেক পাঁচ হাজার বছরের পরে এই মেলা , প্রদর্শনী আমরা এই সঙ্গমে দেখাতে আসি। এই কথাও লিখতে হবে যে এই লড়াই পাঁচ হাজার বছরের পরে রিপিট হয়। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করতে অথবা নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করতে । বাবা ডাইরেক্সান তো অনেক দিয়ে থাকেন। যুক্তি অনেক সহজ বলে দেন। বাবাকে স্মরণ করো আর স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করো। মানুষতো জলে ডুব দেয় । তাও সাগরে যাওয়া উচিত । নদী বেরোয় সাগর থেকে। নদীর পিতা হল সাগর তাইনা । সেখানে গিয়ে স্নান করো। কিন্তু সেই সাগর হল নোন্টা , তাই মিষ্টি জলের নদীতে গিয়ে স্নান করে। এখন তোমরা হলে জ্ঞান সাগরের সন্তান , জ্ঞানসাগর হলেন পতিত-পাবন পিতা। তোমরা ওনার সন্তান , যে যত বেশী সার্ভিস করবে সে তত উত্তম ফুল রূপে পরিচিত হবে। প্রদর্শনীতে সর্বদা উত্তম ফুল অর্থাৎ আত্মাদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। ভাবে অমুক আত্মা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাবলে রিগার্ডও রাখা উচিত । বাবা সবসময় বুঝিয়ে বলেন যে কখনও ক্রোধ করবেনা । স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবে। কেউ যদি ক্রোধ করে তো বাবা বোঝেন যে এর ভেতরে কঠিনতম ভূতের প্রবেশ রয়েছে । মা বাবার উপরেও ক্রোধ করে আর দুর্গতি লাভ করে। গরীবনিবাজ অর্থাৎ পিতা পরমাত্মা কখনও গরীবদের উপরে ক্রোধ করবেন না কি ! দীনবন্ধু বাবা এসেছেন গরীবদের ধনে-সম্পন্ন করতে। এখানে যে সব পদমপতি আছে , অন্য জন্মে ভৃত্য রূপ ধারণ করবে। গরীব যারা ভালরীতি পড়াশোনা করবে সেখানে গিয়ে রাজারানী হবে। এমনও সেন্টারে আসে যারা ঈশ্বরীয় সেবায় কিছু দান করেন। তারা জানেইনা যে অল্প বীজ

বপণেও আমাদের ভবিষ্যত কত উজ্জ্বল হবে। সুদামার উদাহরণ আছে কিনা। ঈশ্বরের প্রতি দান করলে ভাবে পর জন্মে এর ফল প্রাপ্ত হবে। বাবা লিখে দেন বাচ্চারা তোমরা একটি ইন্টার পরিবর্তে মহল প্রাপ্ত করবে। এখানে কড়ি দান করো যা সেখানে হীরায় পরিণত হয় তাই এক মুঠো চালের গায়ন আছে। গুরুনানকের ঠিকানায় গিয়ে কিছু না কিছু রেখেই আসে। কিন্তু এখানে তো বাবা হলেন দাতা তাই না ! আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) একেবারে নির্ভয় হয়ে কাঁটার ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে। সবার মধ্যে অবিনাশী বীজ বপণ করতে হবে।

২) ক্রোধ রূপী বৃহৎ কাঁটা ত্যাগ করে অতিপ্রিয় রূপে পরিণত হতে হবে। ভালোবাসার সাথে সার্ভিস করতে হবে। সার্ভিসেবল আত্মাদের রিগার্ড দিতে হবে।

বরদান --: সত্যতার মহানতা দ্বারা সর্বদা খুশীর দোলায় দুলে থাকে এমন অথোরিটি স্বরূপ ভব।

সত্যতার অথোরিটি স্বরূপ বাচ্চাদের গায়ন হল - *সচ্ তো বিঠো নচ্* অর্থাৎ সত্যের আসন যেখানে আত্মা নাচবে সেখানে । সত্যের নৌকো টলবে কিন্তু ডুববে না । তোমাদেরও কেউ যতই নাড়াবার চেষ্টা করুক কিন্তু তোমরা সত্যতার মহানতা এবং খুশীর দোলায় সর্বদা দুলতে থাকো। তারা তোমাদের নাড়ায় না বরং তোমাদের দোলনায় দোল দেয়। এটা তো নাড়ানো নয় দোল দেওয়া হল, তাই তোমরা তাদের ধন্যবাদ দাও যে তোমরা এইরূপ দোল দাও আর আমরা বাবার সঙ্গে দোল খাই।

স্লোগান --: সর্বশক্তির লাইট সর্বদা সাথে থাকলে মায়া কাছে আসতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- আত্ম-অভিমानी হওয়ার অভ্যাস করো, যত আত্ম-অভিমानी হবে তত বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকবে"

প্রশ্ন:- দেহী-অভিমानी বাচ্চাদের কোন বুদ্ধি সহজেই এসে যায় ?

উত্তর:- নিজের থেকে বড়দের সন্মান কি করে রাখবে, এই বুদ্ধি দেহী-অভিমानी বাচ্চাদের এসে যায় । অভিমান তো একদম মৃত বানিয়ে দেয় । বাবাকে স্মরণই করতে পারে না । যদি দেহ-অভিমानी হয় তবে খুব খুশী থাকে, ধারণাও ভালো হয় । বিকর্মও বিনাশ হয় আর বড়দেরও সন্মান রাখে। যারা সত্যিকারের বড় মনের হয় তারা ভাবে আমরা কত সময় দেহী-অভিমानी থেকে বাবাকে স্মরণ করি ।

গীত:- না উনি আমার থেকে আলাদা হবেন...

ওমশান্তি । এটা কে বললেন ? আত্মা বললো কেননা তোমরা বাচ্চারা এখন দেহী-অভিমानी তৈরি হোচ্ছ নাটকের পরিকল্পনা অনুসারে । অর্ধেক-কল্প দেহ-অভিমानी ছিলে, অর্ধেক-কল্প আবার তোমরা আত্ম-অভিমानी হও । এখন তোমাদের আত্ম অভিমानी হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । বাবা থেকে-থেকে বলেন বাচ্চারা অশরীরী ভব, আত্ম-অভিমानी ভব । তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে আছ আর ওরা দূরে বসে আছে । এটা জানে যে আমাদের আত্ম-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবারই শ্রীমতে চলতে হবে । একে বলা হয় শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত । বাবার সাথে খুব ভালবাসা থাকা দরকার । এখন বাবা বলছেন দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ছাড়ো । আত্ম-অভিমानी হওয়ার অনেক- অনেক অভ্যাস করতে হবে । শরীর তো বিনাশ হওয়ারই

আছে । আত্মা হল অবিনাশী । বিনাশী শরীরকে স্মরণ করার কারণে আত্মাকে ভুলে বসে আছে । এটাও বাচ্চাদের বোঝানো হয়ে থাকে যে আত্মা কি বস্তু । বলেও থাকে যে আত্মা হল ছোট তারার । যাকে এই দৃষ্টির দ্বারা দেখা যায় না, তাকে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না । আত্মাকে দেখার অনেক চেষ্টা

করে থাকে কিন্তু দেখতে পায় না । কেউ দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা দেখলেও বুঝতে পারে না যে এটা কি বস্তু আছে । বড় বস্তু তো নয় । আত্মা একদমই ছোট তারার মত । কত ছোট বিন্দু । একথা কারও বুদ্ধিতে বসা খুবই মুশকিল, কারণ অর্ধেককল্প ধরে দেহ-অভিমাণে রয়েছে ।

বাবা বোঝান তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, আমরা আত্মারা ওখানে(পরমধামে) থাকি । এই শরীর তো এখানে নিতে হয় । এই শরীর হল ৫ তন্ত্রের তৈরি পিণ্ড(শরীর) যখন তৈরি হয় তখন ছোট্ট আত্মা এতে প্রবেশ করে । তখন তাতে চেতনা আসে । আত্মাও হল সত্য, চৈতন্য, তো পরমাত্মাও হল সৎ, চৈতন্য । পরম আত্মা তিনি । সেটা কোনো বড় জিনিস নয় । আত্মাও ছোট । যেরকম ঐন্নার মধ্যে জ্ঞান আছে সেরকম তোমাদের আত্মাতেও জ্ঞান আছে । এত ছোট আত্মাতে সব জ্ঞান আছে, এটা বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার । কিন্তু বাচ্চারা থেকে-থেকে এই কথা ভুলে যায় । দেহ-অভিমাণে এসে পড়ে । এখন তোমরা আত্মারা এই শরীর দ্বারা বিশ্বের মালিক তৈরি হও অর্থাৎ

ভগবান ভগবতী হও । বাবা তো হলেন গড ফাদার । কিন্তু ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলে কারণ বাবা ঐদের এত উচ্চ বানান । এই জ্ঞানের দ্বারা দেখ কি তৈরি হয় । যে ভাল রকম পড়া করে পরীক্ষায় পাশ করে, সে কামাইও ভাল করে । যেরকম দুনিয়াতে কেউ খুব সুন্দর হলে তাঁর অনেক পুরস্কার প্রাপ্ত হয় । তারপর বলে মিস ইন্ডিয়া, মিস আমেরিকা... শরীরের উপর তারা কত পরিশ্রম করে । সত্যযুগে তো স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দর হয়, আকর্ষণ করার মত । সতোপ্রধান প্রকৃতির দ্বারা শরীর তৈরি হয় তাই না । তা কত আকর্ষণ করে । লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণের চিত্র সকলকে কত আকৃষ্ট করে । তাও তো কোনো সঠিক চিত্র বানাতে পারে না । ওখানে তো হয়ই সতোপ্রধান, তো প্রাকৃতিক ভাবেই সুন্দর থাকে । এ সব বাবা বোঝান । ওরা গায়ন করে থাকে হে পতিত-পাবন... কিন্তু বোঝে কিছুই না । ডাকেও এভাবে যেন বুদ্ধিহীন । হে ভগবান দয়া করো, রহম করো । কিন্তু ভগবান কি বস্তু আছেন, তা কিছুই জানা নেই । বাবাকে জানলে রচনাকেও জানবে, এইজন্য ঋষি-মুনি সবাই নেতি-নেতি বলে গেছেন । এটা তো একদমই ঠিক -- রচয়িতা আর রচনাকে কেউ জানে না । যদি জেনে যায় তাহলে বিশ্বের মালিক হয়ে যায় ।

এখন তোমরা বুঝতে পারো-- এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এরকম বাবা-ই বানান । এখন তোমরা বাবার সামনে বসে আছ কিন্তু অর্ধেককল্প দেহ-অভিমানের থাকার ফলে এত সম্মান রাখতে পারে না । আত্ম-অভিমानी

হয়ই না । দেহী-অভিমानी হলে দিন-প্রতিদিন তোমাদের সম্মান বাড়তেই থাকবে । যখন পুরো দেহী-অভিমानी হবে তখন সম্মানও রাখবে অবস্থাও শোধরাতে থাকবে, খুশীও থাকবে । সবই ক্রম অনুসারেই তো হয় তাই না । যেরকম বাবা তোমাদের বোঝান সেরকম তোমরাও অন্যদেরকে যুক্তি দিতে থাকো যে নিজেকে আত্মা ভাব । এখন তোমাদের ৮৪ চক্র পুরো হয়েছে, এখন ফিরে যেতে হবে । আমরা আত্মারা ঘর থেকে এখানে এসে শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করছি । এখানে কত জন্ম নিয়েছি, তাও বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে । দেহী-অভিমानी হওয়াতেই পরিশ্রম আছে । থেকে-থেকে মায়া দেহ-অভিমानी বনিয়ে দেয় । এখন তোমাদের

মায়ার উপর বিজয় লাভ করার জন্য দেহী-অভিমानी হতে হবে । একান্তে বসে বিচার করো আমরা হলাম আত্মা । বাবা বলেছেন যে মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । এই দেহের প্রতি মোহ রেখ না । আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী, আমাদের ভাইদের প্রতিও বুদ্ধিযোগ লাগানোর দরকার নেই । ভাইয়ের থেকে ভাইদের উত্তরাধিকার খোড়াই প্রাপ্ত হবে । না কারো আত্মাকে, না ভাইয়ের শরীরকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণ এক বাবাকে করতে হবে । বর্ষাও বাবার থেকেই প্রাপ্ত হবে । আমরা আত্মারা নিজের ঘরে যাই আবার সত্যযুগে এসে নিজের রাজ্যভাগ্য নেব । ওখানে আত্ম-অভিমानी হব । এখানে মায়া রাবণ দেহ-অভিমानी বানিয়ে দেয় । এখন তোমরা আবার আত্ম-অভিমानी হওয়ার পুরুষার্থ করছো । নিজের কল্যাণ করতে থাকো । এখানে চিত্রের সামনে এসে বসো । যেরকম সৈন্যদেরকে ময়দানে অভ্যাস করানো হয় । এখন তোমাদের আত্ম-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে । বাবা বলেন- তোমরা তো আমার সন্তান তাই না । দেহ-অভিমानी হওয়ার ফলে তোমরা মায়ার হয়ে গেছো । ডাকোও হে পতিত-পাবন, হে জ্ঞানের সাগর... বাকি তো সব হল ভক্তির সাগর । ভক্তিমার্গের কত বিস্তার আছে । বাবা আসেন মিথ্যা দুনিয়াতে তাও সাধারণ রূপে । নাটকে অন্তর্ভুক্তই এরকম আছে । পতিত শরীরেই বাবা আসেন । লক্ষ্মী-নারায়ণের শরীরে খোড়াই আসবেন । ঐদের তো রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে । তো তাতে আমি

কি করে আসি । আমাকে সাধারণ রূপে চিনতে পারে না । ডাকে কিন্তু এটা খোড়াই বোঝে যে উনিও অবশ্যই কোনো শরীরে আসবেন তাই না । আমার রূপ তো হল নিরাকার বিন্দু । তো নিশ্চয় প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহেই আসব । প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানেই হওয়া উচিত, নিশ্চয় পুরানো দেহ হবে । এই ব্রহ্মা পুরানো আর পাশে বিষ্ণু নতুন, দাঁড়িয়ে আছেন । ত্রিমূর্তির চিত্রে কত জ্ঞান আছে । তোমরা বাচ্চারা আগে এই দেবতাদের ডাকতে । শ্রী নারায়ণের কত খাতির করতো । আশ্চর্যের তাই না । আমি(ব্রহ্মাবাবা) নিজে নারায়ণকে কত শ্রদ্ধা করতাম । শ্রী নারায়ণ এসেছেন এঁকে খাওয়াও, দাওয়াও....অন্তরে ভাবি এখন আমি এই হচ্ছি । যে তৈরি হয়ে আছে, তাকে অবশ্যই খাতির করতে হবে । তাহলে আমি নিজেরই খাতির করি । বাবাও বলতেন নিজের খাতির করছো । তোমরা বাচ্চারা দেখেছ তো- এটা খুবই আশ্চর্যজনক কথা । এটা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না । তোমরাই বোঝাতে পারো । এটা তো আছেই একদম নতুন জ্ঞান ।

বাবা বলেন-- আমি আবার দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করি । আদিতো আছে দেবী-দেবতাদের রাজ্য । মধ্যতে আছে রাবণরাজ্য । এখন হল অন্ত । অন্ততে বাবা নিজেই আসেন । এখন বাচ্চারা তোমরা আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছো । এখন বাকি অল্প সময়ে কি কি না হবে । বিনাশও অবশ্যই হবে । বলে মহাভারতের লড়াই লেগেছিল, এখন আবার লাগবে । এই সময় তা কারও জানা নেই । পতিত-পাবন তো একজনই, তিনি হলেন বাবা, উনি এসেছেন তো বাকি কত সময় থাকবেন । শ্রীকৃষ্ণ তো হতে পারেন না, উনি তো সত্যযুগে এক জন্ম নেন, কৃষ্ণ নাম থেকে আবার তাঁর নাম রূপ বদলে গেছে । শরীরের গঠনই বদলে যায় । বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরাই যে পূজ্য ছিলে, তারাই আবার পূজারী হয়েছ । ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়েছ, এটাও বাবা বুঝিয়েছেন, আর বলেন তোমরা অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমাণে ছিলে, এখন দেহী-অভিমাত্রী হও । তোমরা হলে আত্মা । আমি হলাম তোমাদের বাবা, পরমপিতা পরমাত্মা । আমি হলাম অশরীরী আর আমি বাচ্চাদের বসে নিজের পরিচয় দিই । এই যে গায়ন আছে- অতীন্দ্রিয় সুখ কী গোপ-গোপীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো। এটা হল অস্তিমের কথা যখন পরীক্ষার ফলের সময় কাছে আসে । যে বাচ্চারা বেশি সার্ভিস করে, সে অবশ্যই সকলের প্রিয় হবে । প্রদর্শনী ইত্যাদিতেও প্রথমে ওঁনাকে স্মরণ করে । লেখে অমুককে পাঠাও । এর অর্থ নিজে বোঝে যে অমুক ব্যক্তি জ্ঞানে পারদর্শী । কিন্তু দেহ-অভিমান অনেক আছে । আমাদের বড় ভাই বা বোন তারা, তাই তাদের অনেক সম্মান দিতে হবে । এরকম কখনও বলবে না যে : উনি আমার থেকে ১০০ গুণ ভাল । কারো মধ্যে সম্মান রাখারও বুদ্ধি নেই । বাবা যা বোঝান তাতে না চললে তাদের কি হাল হবে !

দেহ-অভিমান মৃত বানিয়ে দেয় । বাবা বলেন দেহী-অভিমাত্রী হও । সকালে উঠে শিববাবাকে স্মরণ করো । ওটাও করে না । ভাল, ভাল মহারথী যোগে খুব কম থাকে । জ্ঞান তো ছোট বাচ্চারাও বুঝতে পারে । কিন্তু তোতা পাখির বুলি হয়ে যায় । এতে তো যোগেও থাকলে , ধারণাও হল তখন খুশীর পারা চড়বে । যোগ ছাড়া বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না । স্মরণ করা হয় পবিত্র বস্তুকে, তো তার সাথে ভালবাসাও খুব থাকা দরকার । থেকে-থেকে বোঝানো হয়ে থাকে- মন্বনানুবব । অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমাত্রী থাকলে দেহী-অভিমাত্রী হওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে । অনেক পরিশ্রম লাগে । কত বছর লেগে যায় দেহী-অভিমাত্রী অবস্থা বানানোর জন্য ।

নিজেকে ছোট আত্মা ভেবে আর বাবাকেও বিন্দু ভেবে স্মরণ করে, এতেই পরিশ্রম আছে । যে সত্য হবে সে অন্তরে অনুভব করতে থাকবে যে আমি কতটা বাবাকে স্মরণ করি । এই অভ্যাস হল খুব কঠিন । ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া কি কম কথা ! তোমরা বোঝো যে আমি হলাম

ছোট আত্মা -- তাতে ৮৪ জন্মের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে । আত্মাই মুখ্য অভিনেতা হয় । আত্মাই সবকিছু তৈরি হয় । কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে আত্ম-অভিমান গুম হয়ে গেছে । সব থেকে মুখ্য অভ্যাস এটাই করতে হবে । এই ভারতের প্রাচীন যোগও বিখ্যাত আছে । এটাই হল গীতা । খালি ওখানে নিরাকারের বদলে নাম দেহধারী দেবতার লিখে দিয়েছে ।

বাবা বলেন-- যে ভক্তি শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত করেছে, সেই ক্রম অনুসারে উপরে যাবে । তোমরাও অনেক ভক্তি করেছ তাই বাচ্চারা তোমাদেরও অনেক খুশী থাকা দরকার যে আমরা বাবাকে পেয়েছি । বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, আমরা এই পড়ার দ্বারা বিশ্বের মালিক তৈরি হই । এখন বাবার মতে তো অবশ্যই চলতে হবে । বাবা যা নির্দেশ দেন তা যদি কিছু উল্টোও হয়ে যায় তো নিজে থেকেই তা সোজা বানিয়ে দেবেন । *রায় দিলে তো দায়ও তাঁরই* । থেকে-থেকে শিববাবার স্মরণ হতে থাকবে এইজন্য বাবাও সদাই বলেন যে তোমাদের শিববাবা শোনান । আমরাও শুনি যে শিববাবাই নির্দেশ দেন । আমরাও তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলি । তোমরাও তাঁকে স্মরণ করো । ইনিও(ব্রহ্মা) তাঁকে স্মরণ

করে থাকেন । দেহের অভিমান ছেড়ে দাও । তোমরা কোনো জহরী দাদার কাছে থোড়াই এসেছ । তোমরা তো শিববাবার কাছে এসেছ । জ্ঞানের- সাগর তো উনিই, তাই না ! তোমরা এসেছ শিববাবার থেকে জ্ঞান অমৃত পেতে । এখনও জ্ঞান অমৃত পান করছো । রোজ- রোজ জ্ঞান সাগর বাবা শোনাতে থাকেন । তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা এরকম বলেন না যে ভক্তি ছাড়া । যখন জ্ঞানের পরাকার্য(জ্ঞানের আলো আসবে) আসবে তখন নিজেই বুঝবে যে এটা ভক্তি আর এটা জ্ঞান । অধিক কল্প তোমরা ভক্তি করেছো । ফিরে তো কেউ যায় নি । নিয়ে যাওয়ার জন্য তো এক বাবা-ই আছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ- ভালবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের জানায় নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবা যা রায় দেন তাকে শিববাবার শ্রীমৎ জেনে চলতে হবে । জ্ঞান অমৃত পান করতে আর করাতে হবে ।

২) সবাইকে সম্মান দিয়ে সেবাতে তৎপর থাকতে হবে । দেহ-অভিমান ছেড়ে দেহী-অভিমানী থাকার অভ্যাস করতে হবে ।

বরদান:- প্রত্যেকের রায়কে সম্মান দিয়ে বিশ্বের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তকারী বালক তথা মালিক ভব ।

ছোট হোক বা বড়, প্রত্যেকের রায়কে সম্মান অবশ্যই দাও কারণ কারো রায়কে না মানা(নস্যাৎ, reject করা) মানেই নিজেই নিজেকে না মানা (reject করা) হয়, এইজন্য যদি কারো ব্যর্থকে বাতিল করতে হয় তবে প্রথমে তাকে সম্মান দাও, স্বমান দিয়ে তারপর শিক্ষা দাও । এটাও হল

একটি পন্থা । যখন এরকম সম্মান দেওয়ার সংস্কার এসে যাবে তখন বিশ্বের থেকে তোমরা সম্মান পাবে। এর জন্য যে বালক সে-ই মালিক, যে মালিক সে-ই বালক হও । বুদ্ধি বেহদে শুভ কল্যাণের ভাবনায় সম্পন্ন হবে ।

স্লোগান:- কপালে সদা বাবা সাথে রয়েছেন এই স্মৃতির তিলক লাগানো -- এটাই হল 'সুহাগের' চিহ্ন ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - খুব ভোরে উঠেই, শিববাবাকে সুপ্রভাত জানাবে অবশ্যই। যত ভোরে সম্ভব ঘুম থেকে উঠেই শিববাবাকে স্মরণ করতে হয়, কিন্তু কোনও দেহধারীকে অবশ্যই নয়।"

প্রশ্ন :- কি এমন চুক্তি যা এক ও একমাত্র বাবা ভিন্ন অন্য কেউ-ই তা পূর্ণ করতে পারে না ?

উত্তর :- এই দুনিয়াকে পবিত্র বানাবার চুক্তি, যা একমাত্র এই বাবাই করে থাকেন। এই ধরনের চুক্তি, অন্যেরা কেউ করতেই পারবে না। সন্ন্যাসীরা নিজেরা পবিত্র হয়ে এই দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করার চুক্তি করার সামর্থ নেই তাদের। বাবা তাই বাচ্চাদেরকে পবিত্র পবিত্র হবার যুক্তি ও দিশা দেখান। বাচ্চারাও তাই এই এক বাবার স্মরণে থেকে ওঁনার সাথেই বুদ্ধিযোগের সেই সম্পর্ক স্থাপন করে।

গীত:- য়হ্ কৌন্ আজ আয়া সবেরে সবেরে)
(কে এলো আজ এই প্রভাত বেলায়?)

ওঁম্ শান্তি! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে যদি শিব ভগবান উবাচঃ বলা হয়, সেখানে মানুষের কথাও মনে আসতে পারে - যেহেতু শিব-নামধারী কত মানুষই আছে। তাই তো উনি এ ভাবে বলেন - রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদেরকে আগে ভাগেই জানাচ্ছেন সুমন স্মরণের ভালবাসা। রীতি অনুসারে প্রভাতের শুরুতেই সুপ্রভাত জানানো উচিত। যেহেতু তোমরা পূর্বেই বাবার থেকে সুপ্রভাত শুনেছো। এই প্রভাত বেলায় কে এসে তোমাদের গুড-মর্নিং জানাচ্ছেন ? এই বাবা-ই প্রভাতে এসে সবচেয়ে আগে তা জানান। বেহদের এই রীতি সীমাহীন সতেজ প্রভাত আর নিবিড় রাতের অবস্থা - যা কোনও মানুষের ধারণায় নেই। বাবার বাচ্চাদের মধ্যেও তা কেউ কেউ জেনে থাকে, অবশ্য তা পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে। অনেকে যদিও বা বাবার বাচ্চা হয়, কিন্তু তারা খুব ভোরে উঠে বাবাকে স্মরণই করে না। আর খুব সকালে উঠে প্রথমেই বাবাকে স্মরণ করলে, খুব হাসি-খুশীতেই দিন কাটে। তবুও অনেক এমন বাচ্চা আছে, যারা একদম-ই সকাল সকাল ওঠেও না আর বাবাকে স্মরণও করে না। ভক্তি-মার্গেও ভক্তরা সকালে উঠে পূজা-অর্চনা করে, মালা জপ করে, মন্ত্র-পাঠ করে। এগুলি সব জাগতিক দুনিয়ার ভক্তি। এসবের ফলে আকার বা মূর্তি সামনে ভেসে ওঠে। যেমন যে শিবের পূজারী হবে, তার কোনও বিশেষ শিবলিপ্সের কথা মনে পড়বে। এই পদ্ধতিটাই যে বড় ভুল। বাচ্চারা এখন তো তোমাদের নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে আর প্রভাতে উঠেই বাবার সাথে বার্তালাপ করতে হবে। প্রথমেই বলতে হবে গুড মর্নিং বাবা। কিন্তু বাবা ঠিকই বোঝেন, এই সব স্বভাব-সংস্কার সব বাচ্চাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। *বাবা বলেন, "বাচ্চারা, তোমাদের মাথায় অর্ধেক কল্পের বিকর্মের বোঝা রয়েছে, যার বিনাশই হচ্ছে না -- যেহেতু তোমরা স্মরণের যোগে থাকো না। কারও কারও তো পাপের বোঝা আরও বেড়ে যায়। যেমন ইঁদুর ফুঁ দিয়ে দিয়ে অবশ করে কামড়াতে থাকে, মায়াও তেমনি ইঁদুরের মতন তোমাদের কামড়াতে থাকে। মাথার চুল পর্যন্ত কেটে ফেললেও, তা টের পাওয়া যায় না।* যদিও কেউ কেউ নিজেকে খুব জ্ঞানী মনে করে, কিন্তু বাবা তাদের খুব ভালোই জানেন যে, স্মরণের যোগে তারা কত কাঁচা। তোমরা নিজেরাই নিজের অন্তরকে জিঞ্জিৎস করো, কত ভোরে উঠে বাবাকে

স্মরণ করতে বসে তোমরা। যেখানে বেহদের বাবা স্বয়ং বেহদের ভোরে আসেন তোমাদের সাথে দেখা করতে। এই সময় তো সন্ন্যাসীরাও উঠে ব্রহ্মের স্মরণে বসে। কিন্তু মানুষ উঠেই তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করতে থাকে। অবশ্য কোনও কোনও ভক্ত নিজের নিজের দেবতাদেরও স্মরণ করে থাকে। পাপাত্মারা পাপ-আত্মাদেরই তো গুড় মর্নিং করবে অথবা স্মরণ করবে। *স্মরণ করার উপযুক্ত সময় খুব ভোরবেলায়।* ভক্তিও তো করা হয় খুব ভোরবেলায়। কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তি তো তারা করে না। যেহেতু ভগবানকে তারা জানেই না। যদিও তারা এও বলে থাকে যে, ভক্তির ফল দেন ভগবান। ওঁনাকে আবার গড় ফাদার (ঈশ্বরীয় পিতা) বলা হয়। এই আত্মারাই তা বলে - কিন্তু তারা কেউ-ই পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে জানে না। *এখন যখন পরমাত্মা স্বয়ং এসে ওঁনার পরিচয় দিচ্ছেন, তবেই তো আমরা তা জানতে পারছি।* তা না হলে তো সবই, না তো এটা - না তো ওটা, অর্থাৎ তাঁকে জানতেই পারতাম না। *এই সময়েই পরমাত্মা এসে জানান উনি কে?* বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে, বড় বড় মহারথীরা, যারা সেন্টারের দেখাশোনা করে, তারাও বাবাকে সম্পূর্ণ রূপে চেনে না। তারাও প্রেম-পূর্বক বাবাকে স্মরণ করতেও জানে না। খুব ভোরে উঠে, প্রেম-পূর্বক গুড় মর্নিং করা, স্ত্রানের চিত্তার মধ্যে থাকা, এটাও পর্যন্ত করে না। এই *স্মরণের যোগেই তো খুশীর পারদ চড়তে থাকে।* কিন্তু মায়া সেই খুশীর পারদ চড়তে দেয় না। *তোমরা যদি বাবার আদেশের অবগতা করো, মায়া তোমাদের বুদ্ধিযোগের অভ্যাসকে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে। তখন আবার বাইরের জগতের ফালতু আর বেকার কথাবার্তায় বুদ্ধি ব্যস্ত হয়ে পড়বে। যেহেতু স্বর্গের অধিকারী ও মালিক হওয়া কোনও সাধারণ কথা নয়।* কিন্তু প্রজা হওয়াটা অবশ্য অতি সামান্য ব্যাপার। এর পর হয়ত তোমরা দেখতে পাবে, ৩০/৪০ বছরের পুরানো বাচ্চারাও এতে ভঙ্গ দেবে। মায়ার ঝড়ে তারাও উড়ে যেতে পারে। তখন তো আর তারা সেই রাজ্য অধিকারীর পদ আর পেতে পারবে না। আগেই যদি তোমাদের পতন হয়, তখন আর রাজত্ব পাবে কি করে। বাবা কিন্তু এই রহস্যের উন্মোচন করেন না। মায়াও কেবল দেখতে থাকেন, যেহেতু অর্ধেক কল্প তো মায়ার রাজত্ব থাকে। তাই সে ঐ সময় কালে ব্রহ্মা বাবার কাছে জিততে পারে। এছাড়া তখন তোমরা একেবারেই ভুলে থাকো শিববাবাকে। কখনও বা আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্রহ্মাবাবার নাম ও রূপে ফেসে থাকো। তখনও তা হয় শিব-বাবাকে সেভাবে স্মরণ না করার জন্য। *যার মধ্যে ক্রোধ, কাম, লোভ, মোহের ভূত থাকবে, সে কি ভাবে একাগ্রতার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে।* সেসব কথা না বলাই ভালো কিভাবে তারা নাম-রূপের খপ্পরে পড়ে, দেহ-অভিমাণে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। যেখানে শিববাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক ও একমাত্র প্রেমিককে স্মরণ করা উচিত। তবেই তো কর্মাতীত অবস্থায় আসা যায়। *মূল কথাটাই হল - স্মরণের যাত্রা।* আর এই পুরুষাথেই যা কষ্ট। কিন্তু স্মরণ বিনা তো সতোপ্রধান হওয়া যায় না, না পাওয়া যায় কোনও উচ্চ-পদ। তা না হলে তো তোমাদের বুদ্ধিযোগ অন্যদিকে ঘুরে যাবে। কোনও কোনও বাচ্চা আবার খুব প্রেম সহযোগে তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বাবাকে স্মরণ করে। বাবার সাথে গুড় মর্নিং করে বলা উচিত, বাবা আমি কেবল আপনার স্মরণেই থাকবো। যেহেতু আমার মাথায় অনেক পাপের বোঝা আছে। যদি বাবার স্মরণে না থাকো তবে পাপের বোঝা কিভাবেই বা বিনাশ হবে। অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমাণে থাকার ফলে, তা সহজে দূর হয় না। সত্যযুগে দেবতারা স্বর্গে সেখানে আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকে। যদিও তখন তারা পরমাত্মাকে জানতে পারেন না। কিন্তু এই বোধটা অবশ্যই থাকে, আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। রচয়িতাকেই যদি জেনে যায়, তার রচনাকে, বাবার ধন-দৌলত, সম্পত্তিকেও জানতে পারবে। কিন্তু তখন সেখানে সে স্তান থাকে না। *বাবা বলেন, এই

জ্ঞান কেবল এই (সঙ্গম) সময় কালেই আমি তোমাদেরকে দিয়ে থাকি।* পরে ধীরে ধীরে এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়েই যায়। পরম্পরায় এই জ্ঞান চলতে থাকে না। এর পর তাদের না আত্মার না পরমাত্মার বিষয়ে কোনও জ্ঞান থাকে। এখন তো তোমরা জানতে পেরেছো, সব আত্মারাই কি পদ্ধতিতে তোমরা নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। সেই হিসাবে তোমরাই সব চাইতে ভালো পার্টধারী। এই সময়েই তোমরা সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের রাজধানীতে পরিণত করো। তোমারাই সেই হিরো-হিরোইনের (নায়ক-নায়িকার) পার্টধারী। *মূল কথাই হলো স্মরণ করা।* বাবা বুঝতে পারেন, প্রদর্শনীতেও এমন অনেকে আছেন, যারা সেবার কার্য খুব মনোযোগ সহকারেই করে। কিন্তু স্মরণের যাত্রায় খুবই দুর্বল। যেহেতু তাদের এই বুদ্ধিটুকুও নেই যে, খুব ভোরে উঠে কিভাবে বাবাকে গুড মর্নিং করা উচিত। যদিও নানা বিষয়ের উপর তারা নানা প্রকারের চিন্তা-ভাবনাও করে থাকে। কিন্তু সেসব হলো সাধারণ বিষয়। বিষয়-বস্তু তো নিত্য নতুন ভেবে চিন্তে তা বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু~ *প্রধান কথা হলো, প্রেম-পূর্বক বাবাকে স্মরণ করা। তবেই তো পাপ কেটে যাবে।*

বাবা জানেন, বাচ্চারা তোমাদের এই অবস্থা, এখনই হয়নি। বাবা সেই সব নাম প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু বাবা যদি সেসব নাম প্রকাশ করেন তবে বর্তমানে যার এক পয়সা মূল্যের অবস্থা - তার মূল্য কমে গিয়ে পাই-পয়সার মতন মূল্যহীন হয়ে যাবে। এই জ্ঞানকে বোঝার মতন বুদ্ধির প্রয়োজন। এমন নয় যে, কেউ তোমাকে বললো, তোমার শরীরটা হলুদ হলুদ দেখাচ্ছে (জন্ডিস রোগের লক্ষণ), হয়ত কোনও রোগ হয়েছে, যা শুনেই তোমার স্বর এসে যাবে। এ রকম দুর্বল প্রকৃতির হওয়া চলবে না মোটেই। সাহসী হতেই হবে। সেবাধারী বাচ্চাদের মনোবল কখনও ভেঙ্গে যায় না। তারা সর্বপ্রকারের নেশা থেকে মুক্ত থাকে। যে যার নিজের কাজকর্ম করতে করতেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। *বাবার সাথে গুড মর্নিং অবশ্যই করা উচিত।* এ যে অতি উচ্চ লক্ষ্যের। রাজ্যে-অধিকারীর পদ পেতে হলে, পুরুষার্থের পরিশ্রম তো করতেই হবে। কল্প পূর্বে যে যেই পদ পেয়েছিলো, আগামীতে ধীরে ধীরে তা তার মনে পড়তে থাকবে। কিছুই গোপন থাকে না। স্কুলে শিক্ষক যেমন ছাত্রদেরকে বুঝতে পারে, আর যখনকার যা - তা খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখে। পরে তারই হিসেব হয়। তার মধ্যে প্রধান বিষয় থাকে ভাষা। আর *এখানকার প্রধান বিষয় হল স্মরণ।* জ্ঞান তো তার তুলনায় অনেক সহজ। বাচ্চারাও তা বোঝাতে পারে। ধারণার ক্ষেত্রে অল্প বয়সেই বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হয়। বুড়ীরা তত সুন্দর ভাবে তা বোঝাতে পারে না। এই ক্ষেত্রেও বাবা কুমারীদের উচ্চ-মান দিয়ে থাকেন। কেবল মাত্র নাম-রূপের জালে জড়িয়ে পড়ে, বাঁদুরের মতন উল্টো হয়ে থাকলে তো বাঁদুরের মতন বোকা-ই হতে হবে। বর্তমান সময়ে জগতের সব মানুষ-ই বোকা পেঁচার মতন উল্টো ধারাতেই চলছে। আবার সোজা হয়ে সঠিক পথে আসতে পারলেই সে আল্লাহ বা ঈশ্বরীয় সন্তান হতে পারবে। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলাতেই, সব মানুষেরা উল্টোপথে অর্থাৎ নিম্ন-দিশায় যেতে শুরু করেছে। সন্ন্যাসীরা নিজেদেরকে পূজা করিয়ে থাকে। তা না হলে তো তারা প্রতিবাদই করতো, যখন তাদের উপর ফুল চড়ানো হচ্ছে। সবাই আজকাল সন্ন্যাসীদের গুরু বানিয়ে ফেলে। কিন্তু যারা (গৃহত্যাগী) সন্ন্যাসী গৃহস্থেরা আবার তাদের অনুগামী হয় কি প্রকারে। গৃহস্থরাও যদি (গৃহত্যাগী) সন্ন্যাসী হয়, কেবল তখনই তারা অনুগামী হতে পারে। কিন্তু তাদেরকে এইসব কেউ বুঝিয়ে উঠতেই পারবে না যে, তোমরা নিজেদেরকে অনুগামী বলো কোন যুক্তিতে। বাবাও কারওকে একথা বলেন না যে, তোমরা আমার অনুগামী। যদি কেউ পবিত্র বানাবার গ্যারান্টি দিতে পারে, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। অনেকেই পবিত্র হবার শর্তে প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু যখন তারা পতনের ফলে মুখ কালো করে ফেলে, সেই লজ্জায় আর কিছু লিখতেই পারে

না। ফলে নিজেই নিজের কাছে অপরাধী- তা যে খুব বড় আঘাত। তারপর বাবার সাথে আর বুদ্ধিযোগ লাগতেই চায় না। যারা অপবিত্র পতিত -বাবা তাদের ঘৃণা করেন। *বাবা বলেন, যারা বিষের তুল্য কিছু খায়, তারা খুবই খারাপ প্রকৃতির হয়। পবিত্রতা পালন করা খুবই সুন্দর। তাই তো আমি এসে তোমাদেরকে পবিত্র বানাবার এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হই যে, আমি সেই পবিত্র-দুনিয়া বানিয়ে দেখাবো। কল্প কল্প ধরে এই চুক্তির জন্য আমাকেই তো তোমরা ডাকতে থাকো - হে পতিত পাবন আসো। যেহেতু এই ধরনের চুক্তির জন্য আমি ভিন্ন অন্য কেউ-ই যে আর নেই। তাই কেবল আমাকেই এই চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। সেই অনুসারে আমিও এই দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানিয়ে থাকি। প্রতি কল্পেই এসে এসে সেই চুক্তিকেই আবার কার্যকর করি।* অন্যদিকে সন্ন্যাসীদের জন্য যে চুক্তিপত্র হয়, তাতে তারা নিজেরা পবিত্র থেকে ভারতকে পবিত্র হতে সাহায্য করে। যেহেতু একদা এই ভারতই দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে পবিত্র ভূমি ছিল। যাকে স্বর্গ বলা হতো। ওখানে দেবতারা তখন সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী অবস্থায় থাকে। যাদের মহিমাগুলি আমরা কীর্তন করে থাকি। এই ধরনের মহিমার কীর্তন আর কোনও দেশেই নেই। চিত্রেও অন্য কোনও দেশের অবস্থান নেই। ভারতবাসীরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণকেই দেবী-দেবতা বলা হয়। লোকেরা তাদের সেই পুরোনো চিত্রগুলিকে কিনেই কত আনন্দ পায়। অনেকেই দেবতা কৃষ্ণের চিত্র পেতে চায়। যেহেতু লোকেরা দেবতা কৃষ্ণকেই সবচাইতে বেশী পছন্দ করে *বাচ্চারা, তোমাদের এই একটাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমাদের সতোপ্রধান হতেই হবে।* অন্যদিকে মায়াও তোমাদেরকে খুব হয়রান করতে থাকবে। নাম-রূপের ফাঁদে একদম ফাঁসিয়ে দেবার ফন্দি আঁটতে থাকে। মায়া তখনই এসব করে, যখন তোমরা শিববাবার স্মরণে থাকো না। তাই তো বাবা বার বার বোঝাতে থাকেন, সর্বদা এই কথাই ভাবতে থাকবে যে, শিববাবা স্বয়ং আমাকে এসব বোঝাচ্ছেন। এই ব্রহ্মা (বাবা) কিন্তু কিছুই বলেন না। তবুও কেন যে শিববাবাকে ভুলে গিয়ে নাম-রূপকেই স্মরণ করতে থাকো। এমনটা হলে তোমরা তবে আর কি পদই বা পেতে পারো। *প্রথম এবং প্রধান কথাই হলো, শ্রীমত অনুসারেই চলা উচিত।* তাই তো শিববাবা বলে থাকেন, (বিকারের) ভূতগুলিকে ভাগাও। দেহ-অভিমানকে দূর করো। যেহেতু আমি আত্মা তাই অতি মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। বাবা বলেন, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকেই লাগাতর ভুলে থাকো আর আমাকে স্মরণ করতে থাকো। *হথ কার ডে - দিল য়ার ডে (সিন্ধী) = হাতে কাম-কাজ করতে থাকো, আর মনের মধ্যে প্রেমিক শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কর্ম+যোগ = কর্মযোগী হও।* আমিই (শিববাবা) যে তোমার সেই পুরোনো প্রেমিক। এভাবে আর কেউ-ই তোমাদের বোঝাতে আসবে না। একমাত্র এই বাবাই এই সময়ে এসে তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় প্রেমী বনান। তাই তো এখন তোমাদের আত্মা জানতে পেরেছে, আত্মাদের প্রেমিক স্বয়ং শিববাবা (পরমাত্মা)। একমাত্র ওঁনার কাছ থেকেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। খুব ভোর ভোরে উঠেই শিববাবাকে গুড় মরনিং করো। ওঁনাকে স্মরণ করতে থাকো। যত বেশী পরিমাণে স্মরণ করতে পারবে, ততই বেশী পাপ ভুল হতে থাকবে। দেহ-অভিমান দূর হতে থাকবে। এই প্রকারে অভ্যাস করতে করতেই স্থিত অবস্থায় চলে আসে। স্মরণের যোগে বসে থাকাকালীন কোনও গ্রাহক এলে, তা সামলেও স্মরণের খেয়াল থেকে বিচ্যুত হয়ো না। তখন তাকেও বলতে পারবে যে তুমি স্মরণের যোগে বসেছিলে। যার দ্বারা খুবই মজা পাওয়া যায়। গ্রাহককে তার জিনিষ পত্রও দেওয়া হল আবার স্মরণ করাও হলো। তারপর আবার বাবার স্মরণে বসে যাও। যেহেতু তোমাকে কর্মাতীত হবার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা এই ভাবে কত প্রকারের যুক্তিই তো বলে থাকেন। এ কথা তো জানাই আছে -এনার (ব্রহ্মা বাবার) কত প্রকারের

দ্বায়িত্ব-কর্তব্য আছে। তুলনায় তোমাদের হাতে অনেক বেশী সময় আছে, স্মরণের যোগে বসার। বাবা (ব্রহ্মা) ঔঁনার নিজের উদাহরণ দিয়ে বোঝান, যখন উঁনি ভোজনের উদ্দেশ্যে বসেন, তখন শিববাবাকে স্মরণ করতে করতে দুজনে একসাথে সেই ভোজন স্বীকার করেন। তখন সেই সময়ে উঁনি নিজেকেই ভুলে থাকেন। সব চাইতে বেশী ঝঞ্জাট তো (ব্রহ্মা) বাবার কাঁধেই থাকে। শিববাবার সাথে অনেক বেশী প্রেম-ভালবাসা থাকা উচিত। মধ্য-রাত্রি ১২-টার পর এ এম (a.m.) (পরের দিন) শুরু হয়ে যায়। তাই *রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। আবার খুব ভোরে উঠে স্মরণের যোগে বসো। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই বাবাকে "ওড় মরনিং" করো। যেন অন্য কোনও দিকে মন না যায়। *বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকেই তা বোঝেন। তোমার ভবিষ্যতের জন্য এ যে খুব বড় প্রাপ্তি। যে প্রাপ্তি কল্প-কল্পান্তর ধরে ফল দেয়। অতএব কোনও প্রকার বিকারের ভূত আসা উচিত নয়। ক্রোধের ভূত কম কিছু নয়। মোহও সম-পরিমাণে খারাপ। তাই যতটা সম্ভব বাবার স্মরণে থেকে নিজেকে পবিত্র বানাতে থাকো। বাবা স্বয়ং যেমন জ্ঞানের সাগর, বাচ্চাদেরও তেমন হওয়া উচিত। অবশ্য সাগর তো মাত্র একজনকেই বলা যায়, বাকীরা সব তো নদী। ক্রোধ হলো দ্বিতীয় শত্রু। এর জন্যও অনেক ক্ষতি হয়। একে অপরকে জ্বালাতে থাকে। তেমনি লোভও একে অপরকে জ্বালিয়ে থাকে। আর মোহের ভূত তো মানুষকে সর্বনাশ করে দেয়। এই মোহের কারণেই শিববাবাকে স্মরণ করা থেকে ভুলিয়ে রেখে নিজের সন্তান-সন্ততির প্রতিই স্মরণের যোগ চলে যায়। কিন্তু নষ্টমোহা হতে পারলে তারা অডোল অবস্থায় থাকতে পারে। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার ক্রমিক পুরুষার্থের অনুসারে সুমন স্মরণের ভালবাসা আর ওড় মরনিং । রুহানী বাবা ওনার রুহানী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভালভাবে সেবা করার সাথে সাথে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে মন দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সকালে উঠেই খুব প্রেম-পূর্বক বাবাকে "ওড় মরনিং" করতে হবে। কর্ম করার সাথে সাথে স্মরণের অভ্যাসও করতে হবে।

২) কোনও দেহধারীর নাম-রূপে ফেঁসে থাকা চলবে না। সর্বক্ষণ জ্ঞানের চিন্তায় রাখতে হবে নিজেকে। ব্যর্থ কথা-বার্তার মধ্যে থাকা চলবে না।

বরদান :- নিজেদের মধ্যে একে অপরের বিশেষত্ব দেখা আর তা বর্ণন করার ক্ষমতা সম্পন্ন হোলী-হংস হও।

সঙ্গমযুগে জ্ঞানের প্রভাবে প্রত্যেক বাচ্চারই কোনও না কোনও বিশেষ গুণের প্রাপ্তি অবশ্যই ঘটে। এই কারণেই হোলী-হংস হয়ে, প্রত্যেকেরই বিশেষত্বকে দেখ আর তার বর্ণন করো। যখন তাদের কোনও দুর্বলতা দেখবে বা শুনবে, তখন ভাবতে হবে সেই দুর্বলতা তার নয় - আমার। কেননা আমরা সবাই একই বাবার সন্তান, একই পরিবার ভুক্ত, একই মালার এক একটি দানা। যেমন কেউ তার

নিজের দুর্বলতাকে প্রকাশ করতে চায় না, সেই প্রকার অন্যের দুর্বলতাকেও বর্ণন করা উচিত নয়।
হোলী-হংস মানে যে অপরের বিশেষত্বকে গ্রহণ করা আর তার দুর্বলতাকে দূর করা।

স্লোগান :- সময়কে বাঁচিয়ে তীর পুরুষার্থী হয় যে, সে সদা বিজয়ী হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ অভিমান তোমাদের অনেক দুঃখ দেয়, এই জন্য দেহী অভিমানী হও, দেহী অভিমানী হলে পরে পাপের বোঝা সমাপ্ত হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- সত্যযুগে ধনবানের(সাহকার) পদ কিসের আধারে প্রাপ্ত হয়?

উত্তর :- সাহকার হতে পারবে জ্ঞান ধারণার আধারে। যে যত জ্ঞান - ধন ধারণ করতে সক্ষম আর দান করেন ততই বড় সাহকারের পদ প্রাপ্ত করবে, এভার হেল্দি) চিরকালই সুস্থ থাকবে। পড়াশোনা করতে হবে আর পড়াতে হবে। তাছাড়া বিশ্ব মহারাজন হতে গেলে অনেক রয়্যাল সার্ভিস করতে হবে। সমস্ত দুর্বলতা দূর করে দিতে হবে। সম্পূর্ণ দেহী অভিমানী হতে হবে। খুব ধৈর্য সহকারে আর খুব গভীর ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

গান :- ধৈর্য্য ধরো হে মানব.....

ওম শান্তি। এটা কে বললেন? বাবা বললেন, বাচ্চাদেরকে, ধৈর্য্য ধরো। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বলেননি। যদিও সবাই আমারই সন্তান কিন্তু সবাই তো বসে না। বাচ্চারা তো ভালো রকম জানে যে এই দুঃখ ধামের পরিবর্তন হচ্ছে। সুখধামের জন্য আমরা পড়ছি এবং শ্রীমতে চলছি। বাচ্চাদের ধৈর্য্য শক্তি দেন। বাস্তবে পুরো দুনিয়া গুপ্ত ধীরতা প্রাপ্ত করছে, তোমরা ভাবছো যে আমরা সামনে বসে শুনছি। কিন্তু সবাই তো শোনে না। উনি হলেন অসীমের (বেহদের) বাবা অসীমের (বেহদ) দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। দুঃখ হরণ করে সুখের পথ বলে দেন। তোমাদের যখন সুখ হবে তখন দুঃখের কোনো চিহ্ন থাকবে না। সুখের দুনিয়াকে সত্যযুগ আর দুঃখের দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। এটা বাচ্চারা জানে। সত্যযুগে সম্পূর্ণ সুখ থাকে, তাও ১৬ কলা সম্পন্ন। যেমন চন্দ্রমা ১৬ কলা থেকে কম হতে হতে অমাবস্যাতে সরু একটা ফালি হয়ে যায়, প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। ১৬ কলা সম্পন্ন, তখন সম্পূর্ণ সুখের কাল হবে। কলিযুগে আছে। ১৬ কলা অপূর্ণ তাই দুঃখ থাকে। এই পুরো দুনিয়ায় মায়া রূপী গ্রহণ লেগে যায়, এই জন্য বাবা এখন বলেন, তোমাদের মধ্যে যে দেহ অভিমান আছে, তাকে আগে ত্যাগ করো। এই দেহ অভিমান তোমাদের অনেক দুঃখ দেয়। আস্ত অভিমান হও তাহলেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। দেহ অভিমানে থাকলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। এটা অর্ধ কল্পের দেহ অভিমান। এই অস্তিম জন্মে দেহী অভিমানী হলে পরে পাপের বোঝা সমাপ্ত হয়ে যাবে আর তারপর ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। অনেকে তো দেহ অভিমানের কথা বুঝতে পারে না। মানুষকে তো দুঃখী করে দেহ অভিমান। তারপরে তো আছে আরো অন্য বিকার। দেহ অভিমানী হলে পরে এই সব বিকার দূর হয়ে যাবে। নাহলে বিকার দূর হওয়া মুশকিল আছে। দেহ অভিমানের প্র্যাকটিস হয়ে গেলে নিজেকে দেহ অভিমানী (আত্মা) ভাববেই না। এতে সব বিকারের দান দিতে হবে। প্রথমত দেহ অভিমানকে ত্যাগ করতে হবে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সব পরের কথা। উনি তোমাদের বাবা। দেহ অভিমানের কারণে লৌকিক বাবাকেই পিতা ভেবে আসছো। এখন প্রধান কথা হলো যে আমরা পবিত্র কেমন করে হবো। পতিত দুনিয়ায় সবই তো পতিত, পবিত্র কেউ হতে পারে না। একমাত্র বাবাই সবাইকে পবিত্র করে আনন্দের সাথে নিয়ে যান।

এখন বাচ্চারা তোমাদের তো যোগের চিন্তন সব সময় থাকে । বেঁচে থেকেও না থাকার মতো । দেহ অভিমান ভুলে যাওয়া মানে মরণ প্রাপ্ত করা। আমরা, আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবো । এই পবিত্র হবার যুক্তি বাবা আমাদের বুঝিয়েছিলেন । এখন আবার বোঝাচ্ছেন । কল্প কল্প ধরে বার বার বোঝাবেন । দুনিয়াতে আর কেউ বোঝাতে পারবে না । মূল কথা হলো শিবের স্মরণ করা । সেই সব এখানে (সেন্টার) এসে বি. কের দ্বারা শুনতে হবে কেননা দাদার থেকে বর্সা(অধিকার) পেতে হবে । তাই জন্য এটা প্রাপ্ত করতে হলে একজন বাবা তো নিশ্চয়ই দরকার । নির্দেশ কি করে পাবে? *অনেকে বলে যে আমাদের ব্রহ্মাবাবার সাথে কোনো কানেকশন নেই । আচ্ছা, তুমি নিজে নিজেকে আত্মা ভেবে শিববাবাকে স্মরণ করো। ঘরে গিয়ে বসে থাকো । কিন্তু এই যে সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান প্রাপ্ত করছো, সেটা কেমন করে পাবে । এই সব না বুঝে স্মরণ কেমন করে করবে । জ্ঞান তো এনার দ্বারা নিতে হবে, তাই না । এই জ্ঞান তো সব সময় পাওয়া যায় না । রোজ নতুন নতুন কথা বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমারী ছাড়া কেমন করে এই সমস্ত বুঝবে ।* এই সব শিখতে হয় । *বাবা বলেন ঘরে বসে পুরুষার্থ করে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য, হতে পারে সে মুক্তি প্রাপ্তির দিকে যাচ্ছে । জীবন মুক্তি প্রাপ্তি হতে পারবে না ।* জ্ঞান - ধন ধারণ করে আর তা দান করলে পরেই ধনবান হবে । নাহলে চিরকালীন সুস্বাস্থের অধিকারী কেমন করে হবে । *মুরলীর আধারের সাহায্য নিশ্চয়ই নিতে হবে *। পড়াশোনা তো করতে হবে, তাই না । কেবলমাত্র লক্ষ্য নিয়ে অনেকেই এগিয়ে যাবে মুক্তির জন্য । *তোমরা সবাইকে বোঝাও যে তোমরা কেবল বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সতোপ্রধান, পবিত্র হয়ে যাবে । তারপর জ্ঞান ধন নিয়ে সত্যযুগে সাহকার হবে । নাহলে মুক্তি নিয়ে আবার ভক্তি মার্গের সময় এসে ভক্তি করবে । কারোর কল্যাণ করতে পারবে না, কারণ মানুষকে দেবতায় পরিণত হতে গেলে জ্ঞান নিশ্চয়ই দরকার আছে । * জ্ঞান প্রাপ্ত করে তা আবার শোনাতেও হবে । প্রদর্শনীতে দেখো কত চেষ্টা করা হয়, তাও কারোর বুদ্ধিতে ঢোকে না । আত্মা কত ক্ষুদ্র বিন্দু রূপে থাকে। প্রত্যেক আত্মার নিজের নিজের পাট পাওয়া আছে । এটা তো তোমরা এখন জেনে গেছো যে, মনুষ্য মাত্র পাটধারী । এতো পূর্ব রচিত নাটক । পুরোনো দুনিয়ার বিনাশও অনিবার্য। গানও আছে.. রাম গেল রাবণ ও গেল... যে কেউ যাক না কেন বাচ্চাদের দুঃখ হওয়া উচিত নয় । তোমরা তো জানো যে এহলো পূর্ব পরিকল্পিত ড্রামা, সবার বিনাশ তো হবেই। রাজা, রানি, সাধু, সন্ত সকলকেই মৃত্যুকে স্বীকার করতেই হবে , তাহলে কে কার অস্থি ভগ্ন সংগ্রহ করবে । এই সব কারোর নাম বিখ্যাত করার জন্য করা হয়, এতে লাভ কিছু নেই । এতে তাদের আত্মার কোনো সুখ প্রাপ্ত হয় না । *মানুষ তো ভক্তি মার্গে যা কিছু করে তা সব না বুঝে করে* । এখন বাবা তোমাদের কত জ্ঞান সম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন । বারংবার এই চিত্র দেখা উচিত । বাবা আমাদের পড়াশোনা করিয় কি করতে চাইছেন, তা কারোর ভাগ্যে না থাকলে বুঝতে পারে না বাবা অনেক কিছু বোঝান, যার মধ্যে মনোযোগ দিতে হবে । বাবার বাচ্চা হয়ে সার্ভিস করতে পারবে না? বাবা তো কল্যাণকারী । অনেক বাচ্চারা তো অনেকের অনেক রকমের অকল্যাণ করতে থাকে । যার কিছু এখানকার জন্য ভাবনা চিন্তা আছে তাদের সেই ভাবনা চিন্তা উড়িয়ে দেয় । এমন সব বিকর্মও করে । ভুতের ধরে তাই তো এই সব করে, গানও আছে যে.. সদগুরুর নিন্দুক ঠাঁই পায় না কোথাও । এখানে তো বাপদাদা দুজনেই আসেন । নিরাকারকে তো কেউ কিছু বুঝতে পারলো না । ওদের কি বলবে! এতো ভক্তি মার্গে বলে দেয় যে ভগবানই দুঃখ দেন... সেতো অজ্ঞানতার কারণে এমন ভাবে । এখন তো বাচ্চারা জানে যে অজ্ঞানতার কারণে বাবাকে কত তিরস্কার করে থাকি । এমন কেউ নেই যে তমোপ্রধানকে সতোপ্রধান বানাবে আর উল্টো মত দেবে যে পরমাত্মা

সর্বব্যাপী । * মানুষ কত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । তখনই বলে যে ব্রহ্মার দেহে পরমাত্মা কেমন করে আসেন । তাহলে কার দেহে আসবেন? কৃষ্ণের দেহে আসবেন?* তাহলে ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী কেমন করে হয়েছেন? তাহলে তো তারা *দৈবী কুমার, কুমারী* হয়ে যাবে । *ব্রাহ্মণেরাই তো ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী হবে* । ব্রাহ্মণদের ছাড়া বাবা তো কিছু করবেন না, এই জন্যই এদের চিত্র নিশ্চয়ই দিতে হবে । এই ব্রহ্মাও ব্রাহ্মণ । প্রজাপিতা ব্রহ্মা ভারতে থাকেন । *দিন প্রতিদিন ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার ঘরে বসে অনেকের হতে থাকে । বৃদ্ধি হতে থাকবে* । যার পাট আছে সে তো দ্রুত যাবে । অনেকে ভাবে যে ভগবান কোনো রূপে আছেন নিশ্চয়ই । *সাক্ষাৎকার তো পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ করাতে পারবে না* । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করিয়ে । জ্ঞান দান করেন আর ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করেন । ব্রাহ্মণদের ধর্ম নিশ্চয়ই প্রয়োজন । তাঁরা হলেন উঁচু থেকে উঁচু । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অনেক উচ্চ । ওনাকে বলা হয় ভগবানের পরেই । সূক্ষ্মবতনে অন্য আর কেউ নেই । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হবে, ব্যাস । ব্রহ্মা তারপর দেবতা হয়ে যান । ৮৪ জন্মের পরে আবার ব্রহ্মা হয়ে যান । ব্রহ্মা সরস্বতী তো আবার লক্ষ্মী নারায়ণ হয়ে যান । জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরীই রাজ রাজেশ্বরী হয়ে যান । ব্রহ্মা আবার বিষ্ণু, বিষ্ণু আবার ব্রহ্মা কেমন করে হন — এটা একটা ফার্স্ট ক্লাস পয়েন্ট, যা কিনা ভালো করে বোঝানো যেতে পারে । এই জ্ঞান বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয় । প্রদর্শনীতে ভালো করে বোঝাও যে, তোমরা ব্রহ্মার ব্যাপারে বিভ্রান্ত কেন । এত সব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছে - - - - প্রথমে কেউ যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহলেই বিষ্ণুপুরীর মালিক দেবতা হবে । ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত্রি খুব বিখ্যাত, তাই না । এখন হলো রাত্রি । এমন সব চিত্রের সামনে বসে প্র্যাকটিস করো । যারা সার্ভিস করবে তাদের সার্ভিস ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা থাকা উচিত নয় । সার্ভিস করে দ্রুত এগোতে থাকো । বুদ্ধিতে জ্ঞান ঝরে পড়ে, খুব ভালো ভাবে ঝুলি ভরা থাকলে তখনই উৎসাহ থাকবে । *সার্ভিস করতে করতে দ্রুত এগিয়ে যাবে* । জ্ঞান আছে অথচ বোঝাতে পারবে না এতো হতেই পারে না । তাহলে জ্ঞান কিসের জন্য নাও ? নিলে পরে দানও করতে হবে । দান না করলে, ওনার মতো না হতে পারলে, তাহলে আর কিসের ব্রাহ্মণ হলে! থার্ড গ্রেডের । ফার্স্ট গ্রেড ব্রাহ্মণদের এটাই তো স্বাভাবিক কাজ । বাবা রোজ বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন । সার্ভিস আর ডিস-সার্ভিস এই সব বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত । যদি সার্ভিস না করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই ডিস-সার্ভিস করে থাকে । ভালো ভালো বাচ্চারা যেখানেই যাক না কেন নিশ্চয়ই সার্ভিস করবে । *যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন অনন্য বাচ্চার দ্বারা ভুল হবে না, তখনই মালার দানা হবে* । প্রধান হল ৮টা দানা । পরীক্ষাও তো খুব কঠিন, তাই না । বড় বড় পরীক্ষায় অল্প জনই উত্তীর্ণ হয়, কেননা গভর্নমেন্টকে তাহলে সবাইকে চাকরি দিতে হবে । বাবাকেও তো বিশ্বের মালিক বানাতে হবে, তাই জন্য অল্প সংখ্যক পাশ করে । প্রজা তো অনেক অনেক লাখ লাখ হয়ে থাকে, এই জন্য বাবা জিজ্ঞেস করেন মহারাজা হবে না প্রজাদের মধ্যে ধনবান (সাহকার) হবে? অথবা গরীব হবে? বলো কি হবে? মহারাজাদের কাছে দাস দাসী অনেক থাকে, যা আবার বর পণে দেওয়া হয় । পুরুষার্থ করে ভালো পদ প্রাপ্ত করতে হবে । এমন বুদ্ধিমান হতে হবে যাতে সবাই ডাকে । প্রায়শই অনেকেই ডাকা হয় । এটা তো জানো । আর যার কোন লক্ষণ নেই তাদেরকে কেউ কখনো ডাকে না । কিন্তু নিজেরা খোঁরাই জানে যে ওরা থার্ড ক্লাস অন্তর্গত । কেউ তো আবার খুব সার্ভিসএবেল, যেখানে সার্ভিস করার থাকে সেখানে ছুটে যায় । চাকরির পরোয়া না করে সার্ভিস(সেবা) করতে চলে যায় । কারোর তো চাকরি না থাকলেও সার্ভিস করে না, ইচ্ছা হয় না । অথবা ভাগ্যে নেই বা গ্রহের ফের । সার্ভিস তো অনেক আছে । পরিশ্রমও অনেক করতে হয় । ক্লান্তও হয়ে যায় । বোঝাতে বোঝাতে গলা শুকিয়ে যায় । এমনিতেই থার্ড ক্লাস যারা

তাদের গলা শুকিয়ে থাকে । এর মানে এই নয় যে এরা অনেক ভালো সার্ভিস করেছে । বাবা জানেন - ভালো রয়্যাল সার্ভিস কে করতে পারে । কিন্তু অনেকের মধ্যে খামতিও থাকে । নাম রূপের ব্যাপারে ফেঁসে থাকে । তারপর শিক্ষা দিয়ে শোধরানো হয় । নাম রূপে কখনো ফাঁসা উচিত নয় । দেহী অভিমাত্রী হতে হবে । আত্মা ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর মতো । বাবাও বিন্দুর সমান । নিজেকে ক্ষুদ্র বিন্দু ভাবো আর বাবার স্মরণ করার জন্য খুব পরিশ্রম করো । ওপর ওপর তো বলে দেবে যে, শিববাবা আমরা আপনাকে খুব স্মরণ করি । কি সঠিক বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে । খুব ধৈর্য আর গভীর ভাবে স্মরণ করতে হবে । এই ভাবে কেউ খুব কমই স্মরণ করে । এতে অনেক পরিশ্রম লাগে । আত্মা ।

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের ঝুলি জ্ঞান রত্ন দিয়ে পরিপূর্ণ করে নিয়ে দান করতে হবে । এই কাজে ব্যস্ত থেকে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হতে হবে ।

২) তোমরা হলে কল্যাণকারী বাবার সন্তান, তাই সবার কল্যাণ করতে হবে । কারো মনের ভাবনাকে অশ্রদ্ধা করা, বিপরীত মত দেওয়া, এই সব অকল্যাণকর কার্য কখনো করা উচিত নয় ।

বরদান :- কল্যাণ বৃত্তি আর শুভ চিন্তনের ভাবনা দ্বারা বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত হওয়ার জন্য তীর পুরুষার্থী ভবঃ

তীর পুরুষার্থী সেই হবেন যিনি সবার প্রতি কল্যাণকর বৃত্তি আর শুভ চিন্তনের ভাবনা রাখেন। যদিও কেউ বার বার পতনের চেষ্টা করে, মনের স্থিতি নাড়িয়ে দেয়, বিঘ্ন রূপে আসে, তাহলেও আপনি তার প্রতি সর্বদা শুভ- চিন্তকের অচল ভাবনা রাখবেন । কোনো কথার জন্যে এই শুভ ভাবনা যেন না বদলায় । প্রত্যেক পরিস্থিতিতে বৃত্তি আর ভাবনা যথার্থ থাকলে পরে আপনার ওপরে কোনো কিছু প্রভাব ফেলতে পারবে না । তারপর তো কোনো ব্যর্থ জিনিস দেখতে পাবেন না, সময় বেঁচে যাবে। এটাই হল বিশ্ব কল্যাণকারী স্টেজ (স্থিতি) ।

স্নোগান :- সন্তুষ্টতা হল জীবনের শৃঙ্গার, এই জন্য সন্তুষ্টমণি হয়ে সন্তুষ্ট থাকো আর সকলকে সন্তুষ্ট করো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দান করে দেওয়া জিনিস কখনো ফেরত নিও না , যদি ফেরত নাও তাহলে
আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ লেগে যাবে ।"

প্রশ্ন :- কোন বিষয়ে নিশ্চিত হলে যে কোনো বিরোধীতার মোকাবিলা করতে পারবে ?

উত্তর :- যদি নিশ্চিত হতে পারো যে ,আমরা ভগবানকে পেয়েছি , তাঁকে স্মরণ করে আমাদের
বিকর্ম বিনাশ করতে হবে , বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে তাহলে এই বিরোধীতা শেষ হয়ে যাবে ।
মোকাবিলা করার শক্তিও এসে যাবে । এই নিশ্চয়তা কম হয় তাই তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাও । তখন
জ্ঞান ছেড়ে ভক্তিতে লেগে যাও ।

গীত :- তুমেহ পা কে হমনে জাহান পা লিয়া... তোমাকে পেয়ে আমরা সমস্ত জগত পেয়ে
গেছি।

ওম্ শান্তি । এই গান কে শুনছে ? বাচ্চারা শুনছে তারাই এর অর্থ বুঝতে পারছে । যে প্রজারা এই
কথা শোনে তারাও এই বিশ্বের মালিক হতে পারে । যেমন ভারতবাসীরা বলে আমাদের ভারত ,
তেমনই সেখানে যথা রাজা রানী তথা প্রজা হবে , সবাই নিজেদের এই বিশ্বের মালিক ভাবে ।
যেমন ইউরোপবাসীরা যখন এসেছিল তারাও বলেছিল আমরা এই হিন্দুস্থানের মালিক । সেই
সময় হিন্দুস্থানীরা বলেনি যে আমরা এই হিন্দুস্থানের মালিক । তারা তখন গোলাম । এই হিন্দুস্থানের
রাজত্ব তখন ব্রিটিশদের হাতে ছিল । তারপর আমাদের রাজ্য ভাগ্য রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছিল । এখন
আমাদের নিজেদের রাজ্য চাই । এ হলো পরের রাজ্য । এই গায়নও আছে যে দূরদেশের অধিবাসী ।
এখন তোমরা নিজেদের রাজ্য নিচ্ছ । তোমরা তোমরা কারোর জন্যই লড়াই ঝগড়া করো না ।
তোমরা নিজেদের জন্যই সমস্ত কিছু করো । সেনারা লড়াই করে তাদের প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম
মিনিস্টারের জন্য । এরাই তো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হয় এই বিষয়ে তাদের নেশা থাকে তবুও তারা বলে
এই ভারত আমাদের । কিন্তু ভারতবাসীরা এই কথা জানে না যে এ আমাদের রাজ্য নয় । এ হলো
রাবণের রাজ্য যেখানে আমরা আছি । রামরাজ্যে এইকথা কেউ বলবে না যে এ আমাদের পরের
রাজ্য । এখন ভারতের ওপর সম্পূর্ণ রাবণের রাজত্ব চলছে । রাম রাজ্য ছিলো , দেবতাদের রাজ্য
ছিল, এখন তা আর নেই । তোমরা জানো যে 5000 বছর বাদে আমরা আবার রামরাজ্য নিচ্ছি ।
কার থেকে ? পরমাত্মা বাবার থেকে । রাম অক্ষর বললে মানুষ দ্বিধায় পড়ে তাই বেহদের বাবা
বলাই উচিত হবে । "বাবা " এই অক্ষর খুবই মিষ্টি । বাবাই বর্সা বা সম্পত্তির কথা মনে করিয়ে দেন
। এক বাবা ছাড়া অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে । আমরা আত্মারা বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি
গ্রহণ করছি । বাবা এসেই তোমাদের আত্ম - অভিমানী বানান । আমরা সকলেই আত্মা । আত্মা কত
ছোটো , অতি সূক্ষ্ম । এরমধ্যেই ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । এই কথা মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ
বুঝতেই পারে না । না কাউকে বোঝাতে পারে । বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিচ্ছে তা কতো সহজ
। কিন্তু মায়া সবকিছু ভুলিয়ে দেয় তাই বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হয় । এই পরিশ্রমে কোনো হাতিয়ার
বা গোলা বারুদের কথা থাকে না । এতে না কোনো ড্রিল শিখতে হবে না কোনো শাস্ত্র পড়তে হবে
। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা যা শোনাচ্ছেন তা ধারণ করতে হবে । আমরা এখন
নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য নিচ্ছি । যেমন নাটকে কোনো অভিনেতা তার অভিনয় করে বেশ বদল করে

ঘরে যায় , তেমনই তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে এই নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে । এখন অশরীরী হয়ে ঘরে যেতে হবে । আমরা প্রতি ৫০০০ বছরের পরে এই অভিনয় করে থাকি । অর্ধেক কল্প আমরা রাজত্ব করি আর অর্ধেক কল্প আমরা গোলাম হয়ে থাকি । বাবা বাচ্চাদের খুব বেশী পরিশ্রম করান না । বুদ্ধিতে কেবল বাবার কথা স্মরণ থাকতে হবে । পুরুষার্থ করে যতটা সম্ভব বাবার কথা ভুলবে না । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । বাকি অল্প সময় আছে , আমাদের চলে যেতে হবে । এমনভাবে তোমরা নিজেদের সাথে কথা বলে পবিত্র হয়ে ঘরে চলে যাবে । প্রত্যেক বাচ্চা জানতে পারে যে তারা বাবাকে কতটা স্মরণ করছে , কেউ চার্ট লিখুক বা না লিখুক । কিন্তু বুদ্ধিতে তো এই কথা থাকেই । সারাদিনে আমরা কি কি করেছি । যেমন ব্যবসায়ীরা তাদের রোজগারের টাকা রাত্রে গুণে দেখে । এও একধরনের ব্যবসা । রাত্রে শোয়ার সময় বিচার করতে হয় , সারাদিনে বাবাকে কতটা স্মরণ করলাম । কতজনকে বাবার পরিচয় দিলাম । যারা হুঁশিয়ার তারা এই কাজ ভালোভাবে করতে পারে । আর বোকা হলে এই কাজ ভালোভাবে করতে পারবে না । এখানে তো নিজের কামাই করতে হবে । বাবা কেবল বলেন - আমাকে স্মরণ করো , চক্রকে স্মরণ করো , তাহলে চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । এতে অতিরিক্ত আশা রাখবে না । গ্রামে থাকা লোকজনের আশা কম থাকে , সাহকারদের অনেক আশা থাকে । গরীবরা তাদের গরীব অবস্থায়ও খুশী থাকে । তাদের শুকনো রুটি খাবার অভ্যাস হয়ে যায় । সাহকারদের অনেক ইচ্ছে থাকে । তারা তাদের ইচ্ছাপূর্তির জন্য বাবা মাকেও বিরক্ত করে । বাবা হলেন অনুভবী । তাঁর গরীবের উপর দয়াও হয় । গরীব যখন দেখবে , বড় মানুষরা জ্ঞানের কথা শুনছে তখন তারাও শুনবে । বাবা তো অনেক চিত্রই বানিয়েছেন । কেউ কেউ বলবে আমরা সেবার কাজ করতে চাই । বাবা বলেন প্রথমে তুমি হুঁশিয়ার হও তারপর সেবাকাজে যাও কেননা আজকাল ভক্তিরও অনেক জোর । একদিকে তোমরা বোঝাবে অন্যদিকে গুরুদেরও অনেক জোর চলে । তারা ভয় দেখিয়ে দেয় - তোমরা যদি ভক্তি না করো তাহলে ফল কেমন করে পাবে । ভক্তিতেই তো ভগবানকে পাওয়া যায় । *যতক্ষণ এই জ্ঞান পাকা হয়ে যায় , পুরো নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমরা ভগবানকে পেয়েছি , তিনি আমাদের বলছেন যে , আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । যখন এই কথা পাক্সা নিশ্চিত হবে তখনই কেউ সামনে এলে মুখোমুখি মোকাবিলা করতে পারবে* । তোমাদের মধ্যেই বিরোধীপক্ষ আছে । তোমরা এক কথা বলবে , তারা আবার আর এক কথা বলবে । দুনিয়াতে অনেক মঠ , এবং পথ আছে , যেখানে মানুষ গিয়ে কিছু না কিছু শুনে আসে । গীতারও যখন ভিন্ন ভিন্ন অর্থ শোনানো হয় , তখন মানুষও সেই ফাঁদে পড়ে যায় । সন্ন্যাসীরা কখনোই গৃহস্থদের বলবে না যে তোমরা বিকারে যেও না । যদিওবা তারা বলে যে নির্বিকারী হও , তাতেই বা কি হবে ? কোনো লক্ষ্য তো কিছু নেই । উল্টো পথ দেখানোর লোক দুনিয়ায় অনেক আছে । সত্যিকারের পথ বলার লোক কম । তাদের উপরও মায়ার অনেক আঘাত আসে । মন বলতে থাকবে যে পবিত্র হই , কিন্তু মায়া বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দেবে । মায়া অনেক খারাপ চিন্তা ভাবনা এনে দেবে । মায়ার এই লড়াই অনেক বড় । পথ চলতে চলতে অনেক ঝড় আসে । যদি কোনো বিকারের ভূত মাথায় থাকে তাহলে মনের অনেক চঞ্চলতা আসবে । যদি তোমরা কাউকে বলো যে ক্রোধের দান করো , অথচ নিজে ক্রোধ করতে থাকো তাহলে তারা বলবে , তুমি নিজে ক্রোধ করো আর আমাদের কিভাবে বলছো ? তাই এই ক্রোধকেও ত্যাগ করতে হবে । এই ক্রোধ তো কখনো লুকিয়ে করা যায় না । ক্রোধ করলে তো মানুষ অনেক চিত্কার করে । নিজেদের মধ্যে লড়াইও করে । একজন অন্যজনকে গালিও দেয় । বাবা দেখেন যে ক্রোধের ভূত বেরোতেই চায় না । কেউকেউ এখানে বাবার সামনে থেকেও ক্রোধ করে ফেলে । অনেকের মধ্যে ক্রোধের ভূত এসে যায় , এ খুবই খারাপ । এই ক্রোধ সবসময় মানুষকে বিচলিত

করে । বাবা তো তাই ভালোবেসে বোঝান । যদি নাম বদনাম করো তাহলে পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । এই কথা তো বোঝানো চাই যে তোমরা যখন ৫ বিকার যখন বাবাকে দান করে দিচ্ছো , তাহলে আবার ফেরত নিচ্ছো কেন ? আবার যদি তোমরা ক্রোধ করো তাহলে এই গ্রহণ ছাড়বেই না । তখন এই বিকার বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবার আশীর্বাদের বদলে শাপগ্রস্ত হয়ে যাবে কারণ বাবার সঙ্গে ধর্মরাজও আছেন । এও এই নাটকে নথিভুক্ত আছে । ক্রোধ করা , এও একধরনের পাপ , আর যার ভিতর ৫ বিকার আছে তাকে পাপাত্মা বলা হয় । সত্যযুগে সবাই হলো পুণ্য আত্মা । সেখানে কেউই পাপ করে না । এখন তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের অনেক পাপের বোঝা মাথার ওপর জমা আছে । প্রথমে তা যোগবলে কাটাতে হবে । মায়া খুবই খারাপ । লোভ অনেকের মধ্যেই আছে । কাপড় , জুতো , পাই - পয়সার লোভও আছে , তাই মিথ্যা কথা বলতেই থাকে । এ হলো লোভের নিদর্শন । এখানে তো সবকিছুই পাওয়া যায় । বাইরে ঘরে ঘরে অশান্তি লেগেই আছে । সঙ্গও খুব খারাপ । পতি ব্রাহ্মণ তো স্ত্রী শূদ্র । স্ত্রী ব্রাহ্মণী তো পতি শূদ্র । ঘরে হাঁস আর বকের মধ্যে খুবই খিট খিট চলতে থাকে । নিজেকে শান্ত রাখার উপায় রাখতে হবে । ঘরবাড়ি ছাড়ার অনুমতিও বাবা দেন না । এমন অনেক আশ্রম আছে , যেখানে সন্তান - সন্ততি নিয়েও মানুষ গিয়ে থাকে । শেষে খিট খিট তো সব জায়গায় চলতেই থাকে । কোথাও শান্তি নেই । সত্যিকারের সুখ - শান্তি , পবিত্রতা ২১ জন্মের জন্য তোমরা বাচ্চারা এখন পাচ্ছো । এমন মত আর কেউই দেবে না । বাবা বলেন যে আমি কতো দূরদেশ থেকে এখানে সার্ভিস করতে আসি । তোমাদেরও এই সার্ভিস করতে হবে । প্রদর্শনী বা মেলায় অনেকেই বুঝতে পারে না । যদিও গভর্নর দিয়েও উদ্বোধন করা হয় তবুও মানুষের বুদ্ধিতে এই কথা আসে না যে এদের সকলকেই পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান , যাঁর কাছ থেকে এই বিশ্বের বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় । মানুষ কেবল বলে এগুলো খুব ভালো । মায়েরা খুবই ভালো কর্তব্য পালন করে , তারা সকলকে শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করছেন । যদিও এই কথা লেখে যে আমি মানি যে গীতা ভগবান বলেছেন । লেখে কিন্তু বুদ্ধিতে এই কথা বসে না , না এই কথা বোঝার জন্য পুরুষার্থ করে । তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো , তাহলে তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে পারবে । এই খবর সকলকে শোনাতে হবে । তোমরা হলে পয়গম্বরের সন্তান বাকি অন্যরা হলো ধর্মস্থাপক । তোমরা সকলকে এই খবর শোনাও যে বাবা নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গ স্থাপনা করছেন । বাবা বলেন যে, যদি তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো তাহলে সেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । প্রতি মূহুর্তে তোমাদের এই খেয়াল রাখা চাই । যোগ বা স্ত্রানে কাঁচা হওয়ার কারণে তোমরা কাজ কারবারে চলে যাও তখন তোমরা সবকিছু ভুলে যাও । তবুও যা কিছু মহাবাক্য তোমরা শোনো সেইসব ব্যর্থ হয় না । এক একটা রত্নও কম নয় । একটি রত্নও তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিতে পারে । এই গায়নও আছে যে , আমাদের ভারত খুব উঁচু দেশ । তোমরা জানো যে আমাদের ভারত একদিন স্বর্গ ছিল , আজ নরক হয়ে গেছে । এখন বাবা তোমাদের বলছেন , আমাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । প্রজা তো অনেকই তৈরী হয় । এর বৃদ্ধিও হতে থাকে । সেন্টারও নতুন অনেক খুলছে । বাবাও বলেন তোমরা গ্রামে গিয়ে সেবা করো । এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে সবাই মিলেমিশে ক্লাস করে । আবার বাবাকেও পত্র লেখে । তোমাদের বাচ্চাদের কাজ হলো ব্রাহ্মণ ধর্মকে বাড়ানো যাতে সব মানুষ দেবতা হতে পারে । এখানে যারা আসবে তারা অন্য কোনো সত্সঙ্গে ফাঁসবে না । এখানে মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতার । এই বিষয়েই বাবা বাচ্চাদের , স্ত্রী পুরুষের বা পুরুষ স্ত্রীর শত্রু হয়ে যায় । গভর্নমেন্টও বলে , এরা কি করছে ? এ কেন হচ্ছে ? কিন্তু ধর্মতে নাক গলাতে পারে না । স্বরাজ্য তো স্থাপন করে নেবেই । প্রথমে যে লড়াই হয়েছিলো আর এতে রাত দিনের তফাত । এই বোম্ব প্রথমে ছিলো না । তোমরা

জানো যে তোমাদের রাজ্যে লড়াইয়ের নাম - নিশানা থাকবে না। সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো সুখ আর দ্বাপর আর কলিযুগ হলো দুঃখের। নতুন দুনিয়া আর পুরোনো দুনিয়া। দুনিয়া কিন্তু এক যা নতুন থেকে পুরোনোতে পরিবর্তিত হয়। এখন এই পুরোনো দুনিয়া বিনাশ হয়ে নতুন হতে চলেছে। এই পুরোনো দুনিয়া কোনো কাজের নয় তাই নতুন দুনিয়া চাই। দিল্লীতে কতবার নতুন মহল তৈরী হয়েছে। যারা নতুন আসে তারা আগের সমস্তকিছু ভেঙ্গে নিজেদের মতো বানায়, স্মরণীয় করে রাখার জন্য। যখন বড় লড়াই লাগবে তখন এই সমস্তই ভেঙ্গে যাবে। তারপর নতুন দুনিয়ায় তোমরা নতুন মহল বানাবে। যারা যত বেশী পড়বে তারা তত উঁচু পদ পাবে। কেউ ভালো পড়ে আবার কেউ বা কম। এ তো চলতেই থাকবে। তোমরা বাচ্চারা এই কথা খুব ভালোভাবে স্মরণে রাখো যে তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো। এখন তোমাদের ঘরে যেতে হবে। এই পুরোনো শরীর ত্যাগ করে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবো, এমন চূড়ান্ত অবস্থা যদি হয়ে যায়, তবে আর কি চাই। এই অবস্থায় যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তবে সেও অনেক উঁচু কুলে জন্ম নেবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের কামাই জমা করার জন্য বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে। মায়ার কবলে কখনো যেও না। খুব বেশী আশাও রেখো না।

২) মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য ব্রাহ্মণ ধর্মকে বাড়াতে হবে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেবা করতে হবে।

বরদান :- এভাররেডি হয়ে যে কোনো পরিস্থিতিরূপী পেপারে সম্পূর্ণ পাশ করে এভার হ্যাপি হও।

যে এভাররেডি তার প্রত্যক্ষ স্বরূপ হবে এভারহ্যাপি। যে কোনো পরিস্থিতিরূপী পেপার বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা আসা পেপার বা যে কোনো শারীরিক কর্মভোগরূপী পেপার যদি আসে - এই সমস্ত পেপারে সম্পূর্ণ পাশ যে করতে পারবে, তাকেই এভাররেডি বলা হবে। যেমন সময় কারোর জন্য থেমে থাকে না, তেমন কোনো বাধাই তোমাদের আটকাতে পারবে না, মায়ার স্থূল বা সূক্ষ্ম বিঘ্ন যখন এক সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে যাবে তখনই এভারহ্যাপি থাকতে পারবে।

স্লোগান :- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব শক্তিকে কাজে লাগানো অর্থাৎ সর্বশক্তিমান হওয়া।

' * বিশ্ব- পরিবর্তনের দায়িত্ব - সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের * '

বাপদাদা নিজের ব্রাহ্মণ কুল দীপবৃন্দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন । চৈতন্য দীপমালা দেখছেন। প্রতিটি দীপ হল চৈতন্য দীপ, তারা বিশ্বকে আলোকিত করে। সকল দীপেদের সম্বন্ধ হল একমাত্র জাগ্রত জ্যোতির সঙ্গে । প্রত্যেকটি দীপের আলোয় বিশ্বের অন্ধকার মিটে যাচ্ছে এমন আলোর রোশনাই দেখা যাচ্ছে । প্রতিটি দীপের আলোকরশ্মি বিশ্বের উপরে প্রকাশ স্বরূপে ছত্রছায়া মতন রয়েছে । এমন দৃশ্য বাপদাদা দেখছেন । তোমরা সবাইও সকল দীপের আলোর ছত্রছায়া দেখছ কি? লাইট মাইট স্বরূপ অনুভব করছো কি? স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়ে বিশ্বের সেবাও করছো। স্ব-স্বরূপ এবং সেবার স্বরূপ দুটোই একত্রে অনুভব করছো? এই স্বরূপে স্থিত থাকো। কতখানি শক্তিশালী স্বরূপ তাইনা । বিশ্বের আত্মারা তোমাদের মতন জাগ্রত দীপবৃন্দের দিকে কত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। অনুভব করতে পারছ যে একটুখানি আলোর জন্যে কত আত্মারা অন্ধকারে আলোর জন্যে কষ্ট পাচ্ছে ? সেই কষ্টে থাকা আত্মাদের দেখতে পাও ? তোমাদের মতন দীপকের আলো যদি টিমটিম করে জ্বলে, এখনই জ্বলে উঠছে, আবার এখনই নিভছে তো সেই আত্মাদের কি অবস্থা হবে ? যেমন এখানেও অন্ধকার হলে সবার চাহিদা থাকে আলো জ্বলে উঠুক। জ্বলছে নিভছে লাইট কেউ পছন্দ করেনা। তেমনই তোমরা জাগ্রত বা প্রজ্বলিত দীপক বৃন্দের উপরে বিশ্বের অন্ধকার মেটানোর দায়িত্ব রয়েছে । এত বড় দায়িত্ব অনুভব করো কি ?

ডামার রহস্য অনুযায়ী তোমরা ব্রাহ্মণরা জেগে উঠলেই সবাই জাগবে । ব্রাহ্মণরা জাগলে দিন হয় , আলোকিত হয়ে যায়। আর ব্রাহ্মণের জ্যোতি নিভে গেলেই বিশ্বে অন্ধকার অর্থাৎ রাত হয়ে যায়। তো দিন থেকে রাত , রাত থেকে দিন করতে পারে এমন চৈতন্য দীপক হল তোমরা। এতোটা দায়িত্ব সবার উপরে রয়েছে । তো বাপদাদা প্রত্যেকের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার চার্ট দেখছেন যে প্রত্যেকে নিজেকে কতখানি দায়িত্বশীল ভাবে? বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বের মুকুট ধারণ করেছে কি ? এতেও নম্বর অনুযায়ী মুকুটধারী বসে রয়েছে। নিজের মুকুট দেখছো ? সর্বদা পরো নাকি কখনও কখনও পরো? এলেবেলে হও না তো ? এমন ভাবো না তো যে দায়িত্ব বড়দের, বিশ্বের মুকুট বড়দের দেবে নাকি তোমরা নেবে ? যেমন বিশ্বের রাজ্য অধিকারী সবাই নিজেকে ভাবো , যদি কেউ বলে তোমরা প্রজা হয়ে যেও তবে তোমাদের পছন্দ হবে ? সবাই বিশ্বের মহারাজা হতে এসেছ কিনা ? নাকি প্রজা হওয়াও পছন্দ ? কি হতে চাইবে ? প্রজা হতে চাও কেউ ? সবাই হাত তোলে লক্ষ্মীনারায়ণ হতে , তো যখন ঐ রাজ্যের মুকুট পরতে চাও তবে ঐ মুকুটের আধার হল সেবার দায়িত্বের মুকুট পরে থাকা। তো কি করতে হবে ? এখন থেকে মুকুটধারী হওয়ার সংস্কার ধারণ করতে হবে । কোন্ মুকুট ? দায়িত্বের ।

তো আজ বাপদাদা সবার মুকুট দেখছেন । তো এটি কোন্ সভা হল ? মুকুটধারীদের সভা দেখছেন। সবাই এই মুকুট ধারণের দিবস পালন করছ কি ? পালন করছ নাকি করবে ? যেমন তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন চিত্র রূপে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রে শৈব থেকেই মুকুট দেখান হয়েছে। বড় হয়ে তো হবেই কিন্তু শৈব থেকেই মুকুটধারী । দেখছ নিজের চিত্র ? ডবল বিদেশীরা নিজের চিত্র দেখছে? এই গুলি কাদের চিত্র ? এক ব্রহ্মার চিত্র নাকি তোমাদের সবার চিত্র ? তো যেমন শ্রীকৃষ্ণের চিত্রে শৈব অবস্থা থেকেই রাজমুকুট দেখান হয়েছে , তেমনই তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা মরজীবা হয়েছে ,

ব্রাহ্মণ হয়েছ আর দায়িত্বের মুকুট ধারণের দিন পালন করেছ। তো জন্ম থেকেই রাজমুকুটধারী হয়ে যাও, সেই জনাই স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেও রাজমুকুটধারী দেখানো হয়েছে। তো ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ রাজমুকুটধারণের উৎসব উদযাপন করা। তো সবাই নিজেদের রাজমুকুটধারণের উৎসব পালন করেছ হয়েছ তো ? এখন শুধু এটা দেখতে হবে যে সর্বদা এই বিশ্বের সেবার দায়িত্বের রাজমুকুটধারী হয়ে সেবায় নিয়োজিত হয়ে থাকে কিনা ? তো কি দেখা যাচ্ছে ? মুকুটধারী তো সবাই দেখা যাচ্ছে কিন্তু কারো দৃঢ় সংকল্পের ফিটিং রয়েছে আর কারো লুজ রয়েছে । লুজ হওয়ার দরুন রাজমুকুট কখনও খুলে যায় কখনও ধারণ থাকে। তাই সর্বদা দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা এই রাজমুকুটটি সদাকালের জন্যে সেট করো। বুঝলে কি করতে হবে ? ব্রহ্মাবাবা বাচ্চাদের দেখে কত আনন্দিত হচ্ছেন। ব্রহ্মাবাবা সর্বদা এই গানই করেন , কোন্ গান করেন ? " বাঃ আমার বাচ্চারা বাঃ " । আর বাচ্চারা কি গান করে ? (বাঃ বাবা বাঃ) এই গানটি সহজ কিনা তাই গায়। সবচেয়ে বেশী খুশী কার হয় ? সবচেয়ে বেশী খুশী ব্রহ্মাবাবার হয় । কেন ? সবাই নিজেকে কি নামে পরিচয় দাও ? ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী , শিবকুমার শিবকুমারী তো বলা না। তো ব্রহ্মাবাবা রচয়িতা নিজের রচনা দেখে আনন্দ অনুভব করেন। ব্রহ্মা মুখবংশাবলী হয়েছ কিনা ! তাই নিজের বংশাবলী দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। অব্যক্ত রূপধারী হওয়া সত্ত্বেও মধুবনে ব্যক্ত রূপধারীর অর্থাৎ চৈতন্য সাকার রূপের অনুভূতি করাতেই থাকেন। মধুবনে এসে ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ব্রহ্মার কাছে সাকার রূপের , সাকার চরিত্রের অনুভূতি করো তাই না ! *বিশেষ মধুবন ভূমিকে এই বরদান প্রদান করা আছে - সাকার রূপের অনুভূতি করানোর* । তো এমন অনুভূতি করো তো ? আকারধারী ব্রহ্মা আছেন না সাকারে আছেন ? কি অনুভব করো ? রুহ-রিহান করো ? আচ্ছা ।

আজ স্বদেশে বাপদাদার এই রুহ-রিহান চলেছে যে ডবল বিদেশী বাচ্চারা নিজেদের কাছের সম্বন্ধের স্নেহে নিরাকার এবং আকারকে সাকার রূপধারী করতে খুব হুশিয়ার । বাচ্চাদের স্নেহের জাদুতে আকারও সাকারে পরিণত হয়। এমনই স্নেহপূর্ণ জাদুকর বাচ্চারা রয়েছে । স্নেহ , স্বরূপকে পরিবর্তিত করে দেয়। তো ব্রহ্মাবাবা এমনই অনুভব করেন যে প্রত্যেক স্নেহপূর্ণ বাচ্চার সঙ্গে সাকার রূপধারী হয়ে সাক্ষাত করেন অর্থাৎ বাচ্চাদের স্নেহের রেসপন্ড দেন। স্নেহের সুত্রে বাপদাদাকে সর্বদা বেঁধে রাখে তারা। এই স্নেহ সুত্র এতোটাই মজবুত যে কেউ তা ছিঁড়তে পারেনা। ২১ জন্মের জন্যে ব্রহ্মাবাবার সাথে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধের বাঁধনে বাঁধা থাকবে। আলাদা হবেনা । এমন সুত্রে বেঁধেছ তো নাকি ? একেই বলা হয় অবিনাশী মিষ্টি বন্ধন। ২১ জন্মের জন্যে নিশ্চিত এই বন্ধন । তাহলে এমন বন্ধন বেঁধে নিয়েছ তো ? বাচ্চারা জাদুকর কিনা? তো শুনলে স্বদেশে কি রুহ-রিহান চলেছে। ব্রহ্মাবাবা এক-একটি বাচ্চার বিশেষত্বের চমকপ্রদ মণি দেখছিলেন । প্রতিটি বাচ্চার বিশেষত্ব মণির মতো জ্বলজ্বল করছিল। তো নিজের সেই জ্বলজ্বল করা মণি দেখেছ কি ? আচ্ছা ।

ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন , কথা বলেন না । বাবার কামাল তো আছেই বাচ্চাদেরও কিছু কম নয়। তোমরা মনে করো যে আমরা নিজেদের মধ্যে রুহ-রিহান করি কিন্তু বাপদাদাও রুহ-রিহান করেন । আচ্ছা ।

এমনই সর্বদা বিশ্ব সেবার দায়িত্বের মুকুটধারী , সর্বদা স্নেহের বন্ধনে বাপদাদাকে নিজের সাথী করে নেয় যে , ২১ জন্মের জন্যে অবিনাশী সম্বন্ধে আসে যে , এমনই সদা জাগ্রত দীপবৃন্দকে বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

দ্বিতীয় মুরলী

১৫-১২-১৬

শান্তি

০১-৮২

প্রাতঃমুরলী

"অব্যক্ত বাপদাদা"

মধুবন

ওম্

রিভাইস :০৪-

*"সদ্বুর প্রথম বরদান হল " মনমনাভব" *

আজ জ্ঞানসাগর বাবা , সাগরের তীরে জ্ঞান রত্ন আহরণকারী হোলীহংসদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন । প্রতিটি হোলীহংস কত জ্ঞান রত্ন আহরণ করে খুশীতে নাচছে , সেই হংস বৃন্দের আনন্দ নৃত্য দেখছেন। এই অলৌকিক খুশী পূর্ণ রূহানী নৃত্যের দৃশ্য হল কত মোহক আর সম্পূর্ণ কল্পে সম্পূর্ণ নিরালা ।

সাগরের বিভিন্ন ঢেউ দেখে হংসবৃন্দ কত আনন্দিত হয়ে রয়েছে । তো আজ বাপদাদা কি দেখতে এসেছেন ? হংসবৃন্দের মোহিনী নৃত্য । নৃত্যে হুঁশিয়ার হয়েছ তো ? প্রত্যেকের মনের খুশীর গানও শুনছেন। গান ছাড়া নাচ তো হতে পারেনা তাইনা ! তাই বাজনাও বাজছে আর নাচও হচ্ছে । তোমরাও সবাই খুশীর গান শুনছো তো ? এই গান কান দিয়ে শোনা হয়না বরং মনের গান মন দিয়ে শোনা যায়। মনমনাভব হলেই গান গাওয়া আর শোনা আরম্ভ হয়। "মনমনাভব" এই মহামন্ত্রের বরদানী সবাই হয়েইছো । সদ্বুর আপন হলে সদ্বুর দ্বারা প্রথম বরদানটি কি প্রাপ্ত হয়েছে ? মনমনাভব । সদ্বুর রূপে বরদানী বাচ্চাদের দেখছেন। সবাই মহামন্ত্রধারী , মহাদানী , বরদানী , সদ্বুর বাচ্চারা মাস্টার সদ্বুর হয়েছ অথবা গুরুর নাতি হয়েছ । নাতির অধিকার বেশী হয়। ব্রহ্মার সন্তান নাতি-ই হল কিনা । সন্তানও আবার নাতিও হয়েছ। যত বাবার সম্বন্ধ ততই তোমাদের সম্বন্ধ । সর্ব সম্বন্ধের অধিকারী আত্মা হয়েছ। ভোলেনাথ বাবার কাছে কিছু প্রাপ্ত করতে হুঁশিয়ার হয়েছ । সওদাগরও ভালই হয়েছ। সওদা করেছ তো ? এমন কখনও ভেবেছিলে যে ভগবানের সঙ্গে সওদা করবে ? আর সওদা করে কি লাভ করেছ ? কি নিয়েছ ? (মুক্তি-জীবনমুক্তি) ব্যস , শুধু মুক্তি-জীবনমুক্তি পেয়েছ ? সওদাগরও হয়েছ সাথে জাদুকরও হয়েছ। সওদা করেছ তো এত বড় করেছ যে আর সওদা করার প্রয়োজন নেই। কোনো বস্তুর সওদা করোনি বরং বস্তুর দাতার সওদা করেছ। তাতে সবকিছুই এসে গেছে তাইনা ! দাতাকেই আপন করে নিয়েছ । আচ্ছা - ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সঙ্গে রুহ-রিহান করতে হবে কিনা ।

ভিন্ন *ভিন্ন* *পার্টির* *সঙ্গে* *সাক্ষাৎকার*

নিউয়র্ক (*আমেরিকা*):-

নিজেকে কোটিতে কয়েক , কয়েকের মধ্যেও বিশেষ আত্মা আমরা -- এমন অনুভব করো কি ? ড্রামায় আমরা আত্মারা বাবার সঙ্গে ডাইরেক্ট সম্বন্ধে এবং পার্টে রয়েছি , এতোটা নেশা ও খুশী থাকে কি ? সর্বদা খুশীতে থাকার জন্যে কতগুলি পয়েন্ট ধারণ করে নিয়েছ ? বাপদাদা প্রত্যেকটি হারানিধি বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। কত সময় পরে দেখা হচ্ছে ? স্মৃতিতে আছে কি ? এই স্মৃতিতেই থাকো যে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ আত্মা আমাদের উঁচুর থেকে উঁচু বাবার সঙ্গে বিশেষ পার্ট রয়েছি । তো যেমন স্মৃতি হবে তেমনই স্থিতি স্বতঃতই তৈরী হবে। যা কিছু শুনছো সমাযিত

করতে থাকো। যত সমাযিত করবে ততই প্র্যাক্টিকাল স্বরূপে পরিণত হবে। প্রতিটি গুণের অনুভবী হও। এক-একটি গুণের অনুভূতি কতখানি হয়েছে , এই পয়েন্টটি সর্বদা নিজের মধ্যে দেখো। নলেজফুল হয়েছ নাকি অনুভবীমূর্ত হয়েছ ? এইটি চেক করো কারণ সঙ্গমেই প্রত্যেকটি গুণের অনুভব করতে পারো। কোনো একটি গুণের অনুভব কম হলে সেইটির উপরে অ্যাটেনশন দিয়ে অনুভবী স্বরূপে পরিণত হও। যত অনুভবী স্বরূপ হবে ফাউন্ডেশন ততই পাকা হবে। মায়া নাড়াতে পারবেনা । কোনো রকমের বিঘ্ন বা সমস্যা এখন খেলা সম অনুভব হওয়া উচিত। এইসব কোনো আক্রমণ নয় , শুধুমাত্র খেলা ! খেলা ভাবলে খুশী খুশী পার করে নেবে আর আক্রমণ ভাবলে ঘাবড়ে যাবে আর অস্থিরতা অনুভব করবে। ড্রামায় পার্টধারী হওয়ার দরুন যে কোনো সীন সামনে এলে ড্রামা অনুযায়ী সবই হল খেলা , এই স্মৃতি থাকলে স্থিতি একরস এবং স্থির হবে। তো এখন থেকেই এই পরিবর্তন করে যাবে। অস্থিরতা এখানেই শেষ করে যাবে। সর্বদা নিজের কপালে বিজয়ের তিলক লাগিয়ে রাখো তাহলেই অস্থিরতা অনুভব হবেনা । দেখো, আমেরিকার স্থান হল কত উঁচুতে , তো এখানকার ব্রাহ্মণদের স্থান কত উঁচুতে হবে। যেমন দেশের মহিমা রয়েছে তার চেয়ে বেশী ব্রাহ্মণ আত্মাদের মহিমা রয়েছে । তো তোমাদের সেবাতে নম্বরওয়ান হতে হবে। প্রত্যেকে যদি বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে লাইট-হাউস হয়ে যায় তবে হোয়াইট হাউস এবং লাইট হাউসের কনট্রাস্ট হয়ে যাবে। তারা বিনাশকারী এবং এরা স্থাপনকারী। এখন কামাল করে দেখাও। বিশেষ আত্মাদের নিমিত্ত করা হয়েছে, আরও অনেককে সম্বন্ধে নিয়ে আসতে হবে। এমন কাছের সম্বন্ধে আনো যাতে ওনাদের মুখের আধার নিয়ে বাবার মহিমা সম্পূর্ণ বিশ্বে হয়ে যায়। দেখো, যে বাচ্চারা অন্য অন্য ধর্মে মিশ্র হয়ে গেছে বাপদাদা তাদেরকেও সিলেক্ট করেছেন। তো বিশেষ ভাগ্যবান হয়েছ তাইনা । তোমরা বাবাকে খুঁজেছ কিন্তু বাবা তোমাদের খুঁজে নিয়েছেন। তোমরা খুঁজেও পেতেনা কারণ পরিচয় ছিলনা। তাই বাবা তোমাদের সিলেক্ট করে নিজের বাগানের ফুল করে দিয়েছেন। তো এখন তোমরা সবাই আল্লার বাগানের রুহানী গোলাপ হয়েছ। নিজেকে এমন ভাগ্যবান ভাবো কি?

এইটাও বাবার খুশীর কারণ যে ভাষা না বুঝেও কেমন স্নেহী আত্মারা নিজের অধিকার নিতে পৌঁছে গেছে। নিজেকে অধিকারী আত্মা ভাবো তো নাকি ! তীর লগনে মগ্ন আত্মারা পুনরায় নিজের অধিকার নিতে মহান তীর্থে পৌঁছেছে । আচ্ছা ।

বরদান : নিজের অলৌকিক রুহানী বৃত্তি দ্বারা সকল আত্মাদের প্রভাবিত করে এমন মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব।

ব্যাখ্যা : যেমন কোনো আকর্ষণ কারী বস্তু আশেপাশের সবাইকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে , সবার অ্যাটেনশন ক্যাচ করে। তেমনই যখন তোমাদের বৃত্তি অলৌকিক , রুহানীয়ত পূর্ণ হবে তখন অনেক আত্মাদের উপরে স্বতঃই তোমাদের প্রভাব পড়বে। অলৌকিক বৃত্তি অর্থাৎ নেয়ারা-পেয়ারা স্থিতি অর্থাৎ ডিট্যাচ এবং লাভনী স্থিতি স্বতঃই অনেক আত্মাদের আকৃষ্ট করে। এমন অলৌকিক শক্তিশালী আত্মারা মাস্টার জ্ঞান-সূর্য হয়ে নিজস্ব প্রকাশ দ্বারা চারিদিক আলোকিত করে।

স্লোগান : সর্বদা স্বমানে সীটে স্থির হয়ে থাকলে সর্ব শক্তিগুলি তোমার অর্ডার পালন করবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- হৃদয়বান বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের হৃদয় নিতে , তাই এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হৃদয়বান স্বরূপে পরিণত হও "

প্রশ্ন -- সত্যযুগী পদ মর্যাদা মুখ্য কোন্ কথায় নির্ভর করছে ?

উত্তর -- পবিত্রতার উপরে । মুখ্য হলই পবিত্রতা । সেন্টারে যারা আসে তাদের বোঝাতে হবে , যদি পবিত্র না হও তবে এই জ্ঞান বুদ্ধিতে টিকবেনা না । যোগ শিখতে শিখতে যদি পতিত স্বরূপে পরিণত হও তাহলে সব কিছুই মাটিতে মিশে যাবে। যদি কেউ পবিত্র না থাকতে পারে তো যতই সে ক্লাসে না আসুক কোনো পরোয়া করবে না । যে যত বেশী পড়াশোনা করবে পবিত্র থাকবে ততই ধন সম্পন্নমূর্ত হবে।

গীত --: শেষে ঐ দিন এল আজ

ওম্ শান্তি । রুহানী বাচ্চারা জানে যে এখন সেই দিন ফিরে এসেছে । কোন্ দিন ? এই কথা তো শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো যে ভারতে আবার স্বর্গের দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে । তো বাচ্চাদের কতটা খুশীতে থাকা উচিত যে, যে পতিত-পাবন বাবাকে আমরা আহ্বান করি তিনি এসেছেন । তিনিই হলেন লিবরেটার , গাইড অথবা দুঃখহর্তা সুখকর্তা । একবার লিবরেট করা হয়েছে তো ফেসে গেলে কিভাবে ? এই কথা কারো জানা নেই। এমন পাথরবুদ্ধি মানুষদের বোঝাতে কত পরিশ্রম লাগে। দেখো কিরকম ডিউটি দিয়ে রেখেছে ? "মৃত পলিতি অর্থাৎ ময়লা কাপড় এসে পরিষ্কার করো" । আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র কেবল দেবতাদেরই হয়। রাবণরাজ্যে শরীর তো কারো পবিত্র হতে পারেনা। শরীর তো আছেই অপবিত্র পতিত। এইসব কথা কেউ জানেনা । আত্মা একটু পবিত্র হলে প্রভাবিত করে কিন্তু পতিত তো হতেই হবে। বেহদের বাবা পতিত-পাবন এসে বলেন যে এই পাঁচটি বিকার হল শয়তান বা রাবণ , এদের ত্যাগ করো। যদি আমার কথা শুনবেনা তো ধর্মরাজ সাজা দেবে। তোমরা অলমাইটি অথোরিটির কথা না শুনলে ধর্মরাজ খুব কঠিন সাজা দেবে। বাবা এসেছেন পবিত্র করতে। তোমরা জানো যে আমরাই পবিত্র দেবী-দেবতা ছিলাম , এখন আমরা অপবিত্র হয়েছি। তো এবারে ফট করে এইসব ছেড়ে দেওয়া উচিত । দেহ-অভিমান হল রাবণের মতামত , সেইটিও ছাড়তে হবে। প্রথম নম্বরের বিকার , সেইটাও ছাড়তে হবে। *সেই দিনও আসবে যখন বাবার সঙ্গে এই সভায় কোনো পতিত বসতে পারবেনা , কাউকেই অ্যালাও করা হবেনা* । মৃত পলিতি বা অপবিত্রকে বাইরে বের করে দাও। ইন্ড্রের সভায় প্রবেশ নিষেধ । তারপর কেউ কতই কোটিপতি হোক বা যেই হোক , সভায় প্রবেশ নিষেধ । বাইরে থেকে তাদের বোঝানো হবে। কিন্তু বাবার সভায় অ্যালাও করা হয়না। এখন অ্যালাও করা হয় - ভয়-ভীতির জন্যে । পরে হবেনা । এখনও বাবা শোনে কেউ পতিত এসে বসেছে তো বাবার ভাল লাগে না । এমন অনেকেই আছে যে লুকিয়ে এসে বসে। এমন এমনদের অনেক সাজা পেতে হবে। *মন্দিরে, গুরুদুয়ারায় (টিকানায়) স্নান করে যায়। স্নান না করে কেউ যায়না । সেটা হল স্থূল রূপে স্নান । এ হল জ্ঞানের স্নান । এর দ্বারাও শুদ্ধ হতে হয়। কোনো আমিসাহারী আসতে পারেনা। যখন সময় আসবে বাবা স্ট্রিক্ট হয়ে যাবে*। দুনিয়ায় দেখো ভক্তির কত জোর রয়েছে । যে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে শাস্ত্রী রূপে পরিচিত হয়। তোমরা

এখন সংস্কৃত ইত্যাদি পড়ে কি করবে ? এখন বাবা তো বলেন সবকিছু ভুলে যাও। শুধুমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হয়ে বিষ্ণুপুরীর মালিক হবে। যখন এই কথাটি ভালভাবে বুঝে নেবে তখন এই শাস্ত্র ইত্যাদি ভুলে যাবে। যে কেউ ব্যারিস্টারী পড়ে ব্যারিস্টার হয় , সেসবের চেয়ে উচ্চ পড়াশোনা হল এটা , যা পরমাত্মা নলেজফুল এসে পড়ান। ওঁনাকে বলা হয় পতিত-পাবন এসো। কিন্তু এ কথা জানেনা যে আমরাই হলাম পতিত। বাবা এই কথা বোঝাতে থাকেন - সত্যযুগকে বলা হয় রামরাজ্য এবং কলিযুগকে বলা হয় রাবণরাজ্য । এই সময় সবাই হল পতিত , পবিত্র দেবীদেবতাদের মন্দিরে পূজা হয়। তাদের পায়ে পতিতরা গিয়ে মাথা নত করে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁরা হলেন পবিত্রতায় সবচেয়ে উঁচু । সন্ন্যাসীদের চেয়েও উঁচুতে । সন্ন্যাসীদের মন্দির হয় নাকি । এখন যখন তমোপ্রধান ভক্তিতে চলে এসেছে তখন তাঁদের চিত্র রাখা হয়। একেই বলা হয় তমোপ্রধান ভক্তি । মানুষের পূজা , পঞ্চ তন্ত্রের পূজা। যখন সতোপ্রধান ভক্তি ছিল তখন একের পূজা হত। তাকে বলা হয় অব্যভিচারী ভক্তি । দেবতাদেরও এইরূপ তিনিই করেছেন। তো পূজাও একজনেরই হওয়া উচিত । কিন্তু এই ড্রামাও তৈরী রয়েছে । সতোপ্রধান সতো-রজো-তমোতে আসতেই হবে। এখানেও তেমনই রয়েছে । কেউ সতোপ্রধান , কেউ সতো , কেউ রজো , কেউ তমো হয়।

সত্যযুগে ফার্স্টক্লাস স্বচ্ছতা থাকে। সেখানে শরীরের কোনো মূল্য তো থাকেনা। বিদ্যুতের(চুল্লি) উপরে রাখলেই শেষ। এমন নয় হাড় ইত্যাদি নদীতে দেওয়া হবে। এমনও নয় শরীরটাকে তুলে কোথাও নিয়ে যেতে হবে। এই সব কষ্টকর ক্রিয়াকর্ম ওখানে হয়না । বিদ্যুতের মধ্যে দিলেই শেষ। এখানে শরীরের জন্যে মানুষ কত কাঁদে । স্মরণ করে। ব্রাহ্মণ ভোজন করায়। সেখানে এইরকম কোনো কথাই নেই। বুদ্ধি দ্বারা কাজ করতে হবে। সেখানে কি-কি হবে। তাহলেই ভাব স্বর্গ কবে কেমন ! এখানে হল নরক, মিথ্যা খন্ড । *তবেই তো বলা হয় মিথ্যা কায়া , মিথ্যে মায়া গভর্নমেন্ট বলে গো- হত্যা বন্ধ করো। তাদের লেখা উচিত হ্যাঁ অবশ্যই এই হত্যা হল বন্ধ করা উচিত । তবে একে অপরের উপর কাম কাটারী চালানো -- এই হত্যা সবার আগে বন্ধ করো। এই কাম হল মহাশত্রু । । আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয় , এই বিকারকে হারাও*। তোমরা পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। সেখানে দেবতাদের হয় নতুন রক্ত । *তারা বলে বাচ্চাদের নতুন রক্ত হয়। কিন্তু এখানে নতুন রক্ত আসবে কোথা থেকে ? এখানে তো আছে পুরানো রক্ত । সত্যযুগে যখন নতুন শরীর প্রাপ্ত হবে তখন নতুন রক্ত হবে। এখানে শরীরও হয় পুরানো তো রক্তও পুরানো । এবারে এদের ছেড়ে আরও পবিত্র হতে হবে। সেতো বাবা ছাড়া কেউ করতে পারবেনা* । সবার ধর্ম আলাদা । আর সবাইকে নিজের ধর্মশাস্ত্র পড়তে হবে। সংস্কৃত ভাষায় মুখ্য হল গীতা। বাবা বলেন আমি সংস্কৃত ভাষা কি শেখাই নাকি ? এই ব্রহ্মা যে ভাষা জানে , আমি সেই ভাষাতেই বোঝাবো। *আমি যদি সংস্কৃত ভাষায় শোনাবো তো এই বাচ্চারা বুঝবে কিভাবে । এই ভাষা তো কোনো দেবতাদের ভাষা নয়* । কখনও কন্যারা এসে সেখানকার ভাষা বলে। এই ভাষা শিখে শরীর নির্বাহের জন্যে কেউ লক্ষ কেউ কোটিতে অর্থ উপার্জন করে। এখানে তোমরা কত উপার্জন করছো? তোমরা জানো যে সত্যযুগে আমরা মহারাজা মহারানী হব। যত বেশী পড়াশোনা করবে ততই ধনবান হবে। গরীব এবং ধনী তাতে তফাত তো থাকবে তাইনা । *সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পবিত্রতার উপরে। যারা সেন্টারে আসবে তাদের বোঝাবে যে পবিত্র নাহলে এই জ্ঞান বুদ্ধিতে টিকবে না*। ৫-৭ দিন এসে পতিত হলে নলেজ শেষ হয়ে যাবে। *যোগ শিখতে শিখতে যদি পতিত হও তবে সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে*। যদি পবিত্র হতে পারবেনা তো তার

চেয়ে ভালো এসো না। পরোয়া করার দরকার নেই। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথায় রয়েছে । সেসব স্মরণের যাত্রা না করলে নামবে কিভাবে । গায়নও আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । বাবা যা বলেন তাই করতে হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া ডাকে হে পতিত-পাবন এসো , আমরা হলাম পতিত কিন্তু পবিত্র কেউ হয়না। তাই কেউ ফিরে যেতে পারেনা। তারা ব্রহ্মকে পরমাত্মা ভেবে স্মরণ করে। পরমাত্মা কে - এই জ্ঞানই কারো নেই। ব্রহ্ম কোনো পরমাত্মা নয়। আর না-ই ব্রহ্ম কেউ লীন হতে পারে। তবু পুনর্জন্মে সবাইকেই আসতে হবে কারণ আত্মা হল অবিনাশী । তারা ভাবে বুদ্ধ ফিরে গেছে। কিন্তু উনি যে স্থাপনা করে গেছেন নিশ্চয়ই পালনাও করবেন। নাহলে পালনা কে করবে। তিনি কিভাবে ফিরতে পারেন। তোমরা এইরকম খোঁরাই বলতে পারো যে আমরা মুক্তিতে গিয়ে থাকবো। তোমরা জানো যে আমরা নিজের ধর্ম স্থাপন করছি তারপর পালনাও করব। সেটি ছিল পবিত্র ধর্ম , এখন পতিত হয়েছে। আসবেও তারা যারা এই ধর্মের আত্মা হবে। এইভাবে কলম লাগানো হচ্ছে । সবচেয়ে মিষ্টি হয় এই দেবীদেবতা ধর্মের বৃক্ষ । এই বৃক্ষের স্থাপনার কার্য চলছে। শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে সবই হল ভক্তিমার্গের জন্যে । এক মাত্র বাবারই গায়ন আছে যিনি এসে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। তো এমন পবিত্রকারী বাবাকে কত ভালরীতি স্মরণ করা উচিত । এই কথাও জানে যে ড্রামা অনুসারে ভক্তিমার্গও এইভাবেই চলবে। বাস্তবে সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা তাই পূজা অর্চনা একজনেরই করা উচিত । দেবী-দেবতা যাঁরা সতোপ্রধান ছিল তাঁরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছে। এবারে পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। তাও বাবাকে স্মরণ না করলে পরিণত হওয়া যাবেনা। না-ই অন্য কেউ ক্ষমতা রাখে এক বাবা ছাড়া। *স্মরণও একমাত্র বাবাকেই করতে হবে। এ হল অব্যভিচারী স্মরণ* । অনেককে স্মরণ করা অর্থাৎ ব্যভিচারী স্মরণ । সবার আত্মা জানে যে শিব হলেন আমাদের পিতা তাই তো চতুর্দিকে শিবেরই পূজা হয়। দেবী-দেবতাদের আগে শিবকে রাখা হয়। বাস্তবে দেবতার পূজা করেনা। গায়নও আছে দুঃখে স্মরণ সবাই করে , সুখে করেনা কেউ । তাহলে দেবতার কিভাবে পূজা করবে ! সেসব হল ভুল কথা। মিথ্যে মহিমা দেখানো উচিত নয়। শিববাবাকে জানেই কোথায় যে স্মরণ করবে। তো ঐ চিত্র তুলে দেওয়া উচিত । বাকি পূজা অর্চনা কারী সিঙ্গল মুকুটধারী দেখানো উচিত । সাধুসন্ন্যাসী কারো প্রকাশের (আলোর) মুকুট নেই সেইজন্য ব্রাহ্মণদেরও প্রকাশের মুকুট দেখানো হয়না। যাদের জ্ঞানের দিকে সম্পূর্ণ ধ্যান থাকবে তারা কানেকশন করতেই থাকবে। অভুল তো কেউই নয়। ভুল হতেই থাকে। ত্রিমূর্তির চিত্র কত সঠিক । ইনি হলেন বাবা এবং ইনি হলেন দাদা । বাবা বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো তো এইরূপে পরিণত হবে। দেহী-অভিমানী হতে হবে। *আত্মা বলে আমার বাবা ছাড়া আর কিছুতেই মমত্ব নেই* । আমরা এখানে থেকেও শান্তিধাম এবং সুখধামের কথা স্মরণ করি। এখন দুঃখধাম ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের নতুন বাসস্থান তৈরী হচ্ছে এই পুরানো বাড়িতেই থাকতে হবে। নতুন বাড়িতে যাওয়ার যোগ্যতা থাকা দরকার । আত্মা পবিত্র হবে তো ঘরে ফিরবে । কতোটা সহজ। *মুখ্য কথা হলই যে পরমাত্মা কে , এই দাদা কে এই কথা বুঝতে হবে* । বাবা ঐনার দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মা দ্বারা বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দিয়ে থাকেন। *বাবা বলেন বাচ্চারা মনমনাভব । আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা সত্যযুগের পবিত্র দেবতা হবে* । বাকিরা সেই সময়ে মুক্তিধামে থাকে। সব আত্মাদের শান্তিধাম নিয়ে যেতে একমাত্র বাবা-ই পারেন। কত সহজ তাইনা* । বাচ্চাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত । *মন হৃদয় একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। কথায় বলে - মন পরিষ্কার হলে মনোকামনা পূরণ হয়। হৃদয় মন তো আত্মাতে রয়েছে* । সত্য হৃদয়বান বাবা হলেন সব আত্মাদের পিতা। *হৃদয়বান বাবাকেই হৃদয়হরণ বাবা বলা হয়। তিনি আসেন সবার হৃদয়

হরণ করতে। সঙ্গমে এসে সবার হৃদয় হরণ করেন। আত্মাদের হৃদয় হরণ করেন পরমাত্মা* । মানুষের হৃদয় হরণ করে মানুষ। রাবণরাজ্যে সবাই একে অপরের হৃদয়ে আঘাত করে।

বাম্বারা তোমাদের কল্প পূর্বেও এই ত্রিমূর্তির চিত্রে বোঝান হয়েছিল তবেই তো এখানে তোমরা উপস্থিত আছো । তো নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে। এখন কত চিত্র রয়েছে বোঝানোর জন্যে । সিঁড়ির চিত্র তো কত ভাল তাইনা । তবুও বুঝতে পারেনা। আরে ভারতবাসী তোমরাই তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো। এই হল অন্তিম জন্ম। আমরাতো শুভ কথা বলি। তোমরা এমন কেন বলো যে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করিনা । তাহলে তোমরা স্বর্গে আসবেনা তাইতো ? তবু নরকে তো আসবেই । স্বর্গে আসার ইচ্ছে নেই। ভারত স্বর্গে পরিণত হবে। এইসব তো হিসেব বুঝে নেওয়ার । মহারথী ভালভাবে বোঝাতে পারবে। সার্ভিস করার উল্লাসে থাকা উচিত । গিয়ে কাউকে দান করি। ধন না থাকলে দান করার ইচ্ছে হবেনা । প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা উচিত কি আশা নিয়ে এসেছ ? দর্শন ইত্যাদির কোনোরকম কথাই নেই এখানে। বেহদের বাবার কাছে বেহদের সুখ প্রাপ্ত করতে হবে। দুইজন পিতা রয়েছেন কিনা। বেহদের পিতাকে সবাই স্মরণ করে । বেহদের পিতার কাছে বেহদের বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হয় সেইসব এসে বুঝে নাও। এইসব কথাও সেই বুঝবে যার বোঝবার ক্ষমতা আছে। রাজস্ব নেওয়ার হলে ফট করে বুঝে নেবে। এই বাবা তো বলেন বাড়িতে বসে , কাজকর্ম করতে করতে শুধুমাত্র বাবাকেই স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাম্বাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাম্বাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) কখনও একে অপরের মন খারাপ হতে দেবেনা । সার্ভিস করার উল্লাসে থাকতে হবে। জ্ঞান হল ধন সেই ধন দান করতে হবে।

২) নতুন নিবাসে যাওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে হবে। আত্মাকে স্মরণের শক্তি দিয়ে পবিত্র করতে হবে।

বরদান --: নিজের ভাগ্যের এবং ভাগ্যবিধাতার গুণগানকারী সর্বদা প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ খুশী মনের অধিকারী ভব।

সব ব্রাহ্মণ বাম্বাদের জন্ম থেকেই রাজমুকুট , সিংহাসন , তিলক জন্মগত অধিকার রূপে প্রাপ্ত হয়। তো এই ভাগ্যের প্রস্বলিত নক্ষত্রটি দেখে ভাগ্য এবং ভাগ্যবিধাতার গুণ গাইতে থাকো তাহলেই গুণসম্পন্ন হয়ে যাবে। নিজের দুর্বলতার গুণগান কোরো না, প্রশ্ন থেকে দূরে থাকো তবেই সর্বদা প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ খুশী মনের অধিকারী হয়ে থাকার বরদান প্রাপ্ত হবে। তাহলে অন্যদেরও সহজেই প্রসন্ন করতে পারবে।

স্লোগান --: একনামী এবং ইকোনোমী ভাবে চলাটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের সফলতার আধার ।